

॥ শ্রীগুরু-গৌরান্দো জয়তঃ

দশমঃ স্কন্ধঃ

ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ

—:—

শ্রীশুক উবাচ ।

অথ কৃষ্ণশ্চ রামশ্চ কৃতশৌচো পরন্তপ ।

মল্লদুর্ভুভিনির্ঘোষণং শ্রদ্ধা দ্রষ্টুং যুপেয়তুঃ ॥ ১ ॥

১। অন্নম্নঃ : শ্রীশুক উবাচ । হে পরন্তপ ! অথ কৃতশৌচো রামঃ চ কৃষ্ণঃ চ মল্লদুর্ভুভিনির্ঘোষণং শ্রদ্ধা দ্রষ্টুং উপেয়তুঃ ( তৎস্থানং জগতুঃ ) ।

১। মূল্যাবাদঃ : শ্রীশুকদেব বললেন - হে শক্রনাশন রাজা পরীক্ষিৎ ! অনন্তর সবয়স্তু কৃষ্ণ-বলরাম সকলের অলঙ্কিতে যমুনায় গিয়ে স্নানাদি করে পবিত্র হলেন । অতঃপর মল্লতালময় দুর্ভুভি শব্দ কানে যেতেই মল্লযুদ্ধ দেখার জন্য সেখান থেকেই রঙ্গভূমি দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হলেন ।

১। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা দ্রষ্টুমিতি দিদ্ধৃষ্টাব্যাজেনেভ্যর্থঃ । অন্তর্থাৎ-বন্ধনর্থঃ পারিধানী-  
য়োত্তরিয়পরিধানেন মল্লবেশাস্বীকারাৎ, অত্থা বন্ধমাণ পরিকরবন্ধবৈয়র্থঃ স্মাৎ ; উপেয়তু রঙ্গস্থলাস্তিকং  
যযতুঃ । পরন্তপ হে শক্রনাশনেতি তাদৃশদৃষ্টদেবো ভবাদৃশাং শীলমেবেতি ভাবঃ । অন্তর্ভূতঃ যথা,  
কৃতশৌচাবিতি নরচেষ্টানুকরণমাত্রং এতন্নিষেণৈব বন্ধগোপেভ্যঃ পূর্বমেব বিচ্ছিন্নাবিতি জ্ঞেয়ম্ ॥

১। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ : দ্রষ্টুং - দেখার ছলে । মাহত প্রভৃতি বন্ধনের  
জন্য মল্লবেশ অস্বীকার করে পরার কাপড় ও গায়ের চাদর পরে রঙ্গস্থলে এসে গেলেন । —এরূপ  
বেশ না হলে, পরে ত শ্লোকে 'পরিকর বন্ধ' অর্থাৎ 'পরার কাপড়ের আঁচল মাজায় বেঁধে নেওয়ার'  
যে কথা হয়েছে, তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হত । উপায়তু—রঙ্গস্থলের নিকট গেলেন । পরন্তপ—হে  
শক্রনাশন ( পরীক্ষিৎ ) ! এতাদৃশ দৃষ্টকে বিদ্রোহ করা তোমার মত জনদের স্বভাবই, এরূপ ভাব ।  
[ স্বামিপাদ—কৃতশৌচো —যাঁরা পূর্বদিনেই নিজেদের [ ধনুর্ভঙ্গ কালে রঙ্গক-বধাদি 'অশুচি' ]  
'শৌচ' শুদ্ধি অর্থাৎ নিরপরাধী 'কৃতং' করে নিয়েছেন. সেই রাম কৃষ্ণ । ] অথবা, কৃতশৌচো—

রঙ্গদ্বারং সমাসাত্ত তস্মিন্নাগমবস্থিতম্ ।

অপশ্চৎ কুবলয়াপীড়ং কৃষ্ণোহম্বষ্ঠপ্রচোদিতম্ ॥ ২ ॥

২ । অল্পম্ব : কৃষ্ণঃ রঙ্গদ্বারং সমাসাত্ত তস্মিন্ ( রঙ্গদ্বারে ) অবস্থিতম্, অম্বষ্ঠপ্রচোদিতং (হস্তিপালকেন পরিচালিতং) কুবলয়পীড়ং নাগং ( গজং ) অপশ্চৎ ।

২ । য়লাবুবাদ : রঙ্গদ্বারে উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণ তথায় মাহুত-পরিচালিত কুবলয়পীড় নামক গজরাজকে অভিনিবেশের সহিত দাঁড়ানো দেখলেন ।

এই-যে যমুনায় গিয়ে স্নানাদি করে পবিত্র হলেন রামকৃষ্ণ, ইহা নরলীলা অনুকরণমাত্র - আরও এই ছলেই বুদ্ধ গোপেদের থেকে পূর্বেই নিজেদের বিচ্ছিন্ন করলেন, একরূপ ঝুতে হবে। জী০ ১ ॥

১ । শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : ত্রিচছারিংশকে হুহা হস্তীন্দ্রং রঙ্গভূগতঃ

মাধুর্যৈশ্বর্যবর্ষী স চাগুরং প্রত্যভাবত ॥

অথেতি । উষসি পিত্রাদীনপৃষ্টৈব সর্বৈরলঙ্কিতৌ সবয়স্তৌ যমুনাতীরং রামকৃষ্ণৌ গতো তত্রৈব কৃতদম্বধাবনাদিকৌ ভো ভো বয়স্তাঃ, মল্লতালময়ো দুন্দুভিষোষোহয়ং শ্রুতে তদিত এব প্রবিশাব ইতি দ্রষ্টুং দ্রুতমীযতুঃ ॥ ১ ॥

১ । শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুবাদ : এই ৪৩ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে—রঙ্গদ্বারে কুবলয়গীড় নামক হস্তীশ্রেষ্ঠ বধ করার পর কৃষ্ণের রঙ্গভূমিতে প্রবেশ, ও ঐশ্বর্যবর্ষী মাধুর্যমণ্ডিত কৃষ্ণের চাগুরের প্রতি উক্তি । অথ ইতি—অতঃপর ভোরে পিতাদিগকে কিছু না বলেই সকলের অলঙ্কিতে সবয়স্ত রামকৃষ্ণ যমুনাতীরে চলে গেলেন—সেখানে হাতমুখ ধোয়া প্রভৃতি করে নিয়ে সখাদের বললেন, ওহে ওহে সখাগণ ! এ-যে মল্লতালময় দুন্দুভি বাঘ শোনা যাচ্ছে, স্ততরাং এখান থেকে গিয়েই রঙ্গভূমিতে ঢুকে যাব—এই বলে দ্রষ্টুং উপায়তু—উহা দেখার জন্য জলদি তথায় উপস্থিত হলেন । বি০ ১ ॥

২ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : অবধানেন স্থিতমপশ্চৎ, এতচ্চাম্বষ্ঠপ্রণোদিতমপশ্চাদিত্যর্থঃ ॥

২ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদ : অবস্থিঃ—[ অব + স্থিতম্, ] এক হস্তী-শ্রেষ্ঠ অভিনিবেশের সহিত দাঁড়িয়ে আছে, একরূপ দেখলেন । আরও দেখলেন, ঐ হস্তীশ্রেষ্ঠ প্রচোদিতম্—মাহুতের দ্বারা পরিচালিত । জী০ ২ ॥

২ । শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : অম্বষ্ঠো হস্তিপালকেন সংপ্রতি হিংসার্থং প্রেরিতম্ ॥ ২ ॥

২ । শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুবাদ : অম্বষ্ঠপ্রচোদিতম্—মাহুতের দ্বারা সংপ্রতি হিংসার্থ চালিত হচ্ছে, একরূপ দেখলেন । বি০ ২ ॥



বন্ধা পরিকরং শৌরিঃ সমুহ কুটিলালকান্ ।

উবাচ হস্তিপং বাচা মেঘনাদগভীরয়া ॥৩॥

৩। অন্নয়ঃ শৌরিঃ ( ক্রীকৃষ্ণঃ ) পরিকরং বন্ধা ( কঞ্চুকং বিমৃজ্য পরিধানৈয় বস্ত্রং মধ্যবন্ধন ধটীপটেন বেষ্টয়িত্বা প্রালম্বমালাদিকং বৈকঙ্কাদিকং নিধায় ) কুটিলালকান্ সমুহ্য ( উত্তরীয়েণাপি গাঢ় বন্ধা ) মেঘনাদ গভীরয়া বাচা হস্তিপং উবাচ ।

৩। মূল্যাবুদাঃ শৌরি কৃষ্ণ উড়্ণী ফেলে দিয়ে পরণের বস্ত্র কোমরবন্ধ-ধটীবস্ত্রের সহিত পেঁচিয়ে বেঁধে নিলেন । গলায় ঝুলানো মালা ঘুরিয়ে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করলেন । চূর্ণকুন্তলনিচয় উক্ষীয অন্তর্গত দীর্ঘ কেশের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলেন । অতঃপর জলদ গভীর স্বরে মাহতকে বললেন ।

৩। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ শৌরিরিতি তদ্বংশানামানন্দার্থমিতি ভাবঃ । পরিকরং বন্ধা কঞ্চুকং বিমৃজ্য পরিধানীয়ং মধ্যবন্ধধটীপটেন বেষ্টয়িত্বা প্রালম্বমালাদিকং বৈকঙ্কাদিভেন বিধায়েত্যর্থঃ । ‘বিচিত্রবেশাভরণস্রগম্বরৌ’ ইতি বন্ধ্যমাণাং । কুটিলান্ স্বভাবতো বক্রান্, অতএব পূর্বং কঙ্কতিকয়া লম্বদৃক্ষীষেষ্ণু দীর্ঘকেশেষ্ণু প্রবেশিতানপি যুদ্ধকালে বিক্লেপশঙ্কয়া অলকান্ চূর্ণকুন্তলান্ সমুহ্যোত্তরীয়েনাপি গাঢ়ং বদ্ধেত্যর্থঃ । সমুহ্যতি পাঠে দীর্ঘক্কার্ঘ্যম্ । শ্লেষণে দৃষ্টবধে মুখাবরণাদিনা বিদ্বাপাদনাং কুটিলানাং স্বীয়ানামপি সম্যগ্ধনং যুক্তমেবেতি ধ্বনিতম্ । অত্ৰৈতৈঃ । তত্র পরিকরমিত্যনন্তরং বদ্ধেতি পতিতমিব । যদ্বা, বদ্ধেত্যস্তেব টীকা কুত্বেতি ॥ জী° ৩ ॥

৩। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুদাঃ শৌরিঃ—শূরবংশরূপ সমুদ্রের চন্দ্রস্বরূপ কৃষ্ণ—এই শব্দটির এখানে ধ্বনি হল, এই বংশের আনন্দবর্ধনের জন্য যুদ্ধ বেশ পরে নিলেন কৃষ্ণ । যুদ্ধার্থে বন্ধাপরিকরং—যুদ্ধের সাজে সাজলেন, যথা গায়ের চাদর ফেলে দিলেন । পরার কাপড়ের অঁচল কোমরবন্ধ ধটীবস্ত্রের সহিত পেঁচিয়ে বেঁধে নিলেন । গলায় ঝুলানো মালা ঘুরিয়ে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে স্থাপন করলেন । এতে তাঁদের যে বেশ হল, তা পরবর্তী ১৯ শ্লোকে ‘বিচিত্রবেশাভরণ-স্রগম্বরৌ’ বাক্যে বলা হয়েছে । কুটিল অলকান্—স্বভাবতঃ বক্র চূর্ণকুন্তল—অতএব পূর্বেই চিকুনি দিয়ে সুন্দর উক্ষীয অন্তর্গত দীর্ঘকেশের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলেও যুদ্ধকালে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পরার আশঙ্কায় উহাকে উপরে উঠিয়ে নিয়ে উত্তরীয় দিয়ে দৃঢ় করে বেঁধে নিলেন । কারণ যুদ্ধকালে আলিঙ্গিত অবস্থায় দৃষ্ট-বধ করতে গেলে কুটিল কুন্তল চোখে মুখে এসে আবরণ তৈরী করে বিঘ্ন ঘটাতে পারে, তাই নিজের হলেও কুটিল ওকে দৃঢ়রূপে বেঁধে রাখাই যুক্তিযুক্ত । [ শ্রীস্বামিপাদ—পরিকরং ( যুদ্ধোচিত পরিধান ) কৃষ্ণ সমুহ্যনিবন্ধ্য ] —‘বন্ধাপরিকরং’ টীকানুযায়ী অর্থ, বাঁধা পরিধান যুদ্ধকালে খুলে যাওয়াতে পুনরায় ‘কৃষ্ণ’ করে নিলেন । অথবা ‘বন্ধাপরিকরং’—মূলের ‘বন্ধা’ শব্দের

অম্বষ্ঠাষষ্ঠ মার্গং নো দেহপক্রাম মা চিরম্ ।

নো চেৎ সকুঞ্জরং হাত্ত নয়ামি যমসাদনম্ ॥ ৪ ॥

৪। অন্নয় : [হে] অম্বষ্ঠ (হে হস্তিপালক) [হে] অম্বষ্ঠ! নো (আবয়োঃ) মার্গং (পন্থানং) দেহি, মাচিরং (ক্রতং) অপক্রাম—(মার্গাৎ অপসর) নোচেৎ অদ্য সকুঞ্জরং হা (হাং) যমসদনং নয়ামি (প্রাপয়ামি)।

৪। ঘুলাবুবাদঃ আরে মাহত, আরে মাহত! বাটিতি পথ থেকে সরে দাঁড়াও। অন্যথা আজ তোমাকে হস্তীর সহিত যমালয়ে পাঠাব।

অর্থ'ই স্বামিপাদ 'কুহা' করলেন—এটি ভিন্ন শব্দ নয়। —অর্থাৎ কৃষ্ণ যুদ্ধবেশ করে নিলেন।

॥ জী• ৩ ॥

৩। শ্রীবিষ্মবাত ধীকা : পরিকরং বদ্ধা কঞ্চুকং বিম্বজ্য পরিধানীয়বস্ত্রং মধ্যবন্ধনধটীপটেন বেষ্ঠয়িত্বা প্রালম্বামালাদিকং বৈকঙ্ককাদিভেন নিধায়েত্যর্থঃ। কুটিলাকান উষ্ণীষবন্ধনকালে অঙ্গুল্যা কেশান্তঃ প্রবেশিতানপি যুদ্ধকালে বিক্লেপশঙ্কয়া সমুহা উত্তরীয়েণাপি গাঢ়ং বদ্ধেত্যর্থঃ। সমুহোতি পার্শ্বে দীর্ঘত্বমার্ঘম্ ॥ ৩ ॥

৩। শ্রীবিষ্মবাত ধীকানুবাদঃ পরিকরং বদ্ধা—গায়ের জামা ফেলে দিয়ে পরার বস্ত্র কটিবন্ধ ধটীবস্ত্রের সহিত পেঁচিয়ে বেঁধে নিলেন, আর গলায় কুলান মালা ঘুরিয়ে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে স্থাপন করলেন দৃঢ়ভাবে। চূর্ণকুন্তলনিচয় উষ্ণীষ বন্ধন-কালে অঙ্গুলীর দ্বারা কেশের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে রাখলেও যুদ্ধকালে ইতস্ততঃ ছাড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় সমুহা—উত্তরীয়ের দ্বারাও দৃঢ় রূপে বেঁধে নিলেন। বি• ৩ ॥

৪। শ্রীজীব বৈ° তো° ধীকা : বীক্ষা দৃঢ়াবধানার্থং ক্রোধাদেব বা, মার্গরোধনং কিল মহাপাতকমিত্যাশয়েনাহ—মা চিরং ক্রতমপক্রাম মার্গাদপসর। নয়ামি প্রেষয়ামি সামীপ্যে বর্ভমান-বহুম্। অদ্যোতি এতাবস্ত্রং কালমুহূতো বর্ভসে, তস্মাদদ্য ভ্রামিতার্থং যমস্ত সদনমেব সাদনং, স্বার্থে'হ্ণ বস্ত্রতস্ত যমেন মনোনিরোধেন সাদ্যতে আসাদ্যতে যন্তঃশ্লোকলক্ষণং বস্তুত্বার্থঃ ॥ জী• ৪ ॥

৪। শ্রীজীব বৈ° তো° ধীকানুবাদঃ আরে মাহত, আরে মাহত! এই যে দুবার ডাকলেন, তা তাঁর দিকে দৃঢ় মনোযোগ দেওয়ার জন্য, বা ক্রোধে। পথ অবরোধ করা মহাপাপ, এই আশয়ে বললেন মা চিরং—ক্রত অপক্রাম—পথ থেকে সরে যাও। 'যমসদনম্ নয়ামি' নইলে আজ যমালয়ে পাঠাব। এককাল যে বেঁচে আছি তাই বেশী, আজ তোমাকে যমালয়ে পাঠাবো। বস্ত্রতস্ত এখানে [যম=যমেন] মনোনিরোধের দ্বারা মোক্ষলক্ষণ-বস্ত্র [সাদনম=সাদ্যতে] আশ্বাদিত হয়, তা তোমাকে দান করব। জী• ৪ ॥



এবং নির্ভৎসিতোহম্বষ্ঠঃ কুপিতঃ কোপিতং গজং  
চোদয়ামাস কৃষ্ণায় কালান্তকযমোপমম ॥৫॥

করীন্দ্রস্তমভিভ্রত্য করেণ ভরসাগ্রহীৎ ।

করাদিগলিতঃ সোহমুং নিহত্যাঞ্জিষলীয়ত ॥৬॥

Acc. No.	1472
Coll. No.	2945926-10712
Date.	13-02-2002 MS(6)
B. G. M.	

৫। অম্বয়ঃ : এবং নির্ভৎসিতঃ (তিরস্কৃতঃ) অম্বষ্ঠঃ (হস্তীপঃ) কুপিতঃ (ক্রুদ্ধঃ) [সন] কালান্তক-  
যমোপম কোপিতং (কোপং প্রাপিতং) গজং কৃষ্ণায় । (কৃষ্ণং গ্রহীতুং) চোদয়ামাস (দ্রাবয়ামাস) ।

৬। অম্বয়ঃ : করীন্দ্রঃ তং (কৃষ্ণং প্রতি) অভিভ্রত্য (আগত্য) করেণ (শুণেন) অগ্রহীৎ  
(ধৃতবান্) সঃ (কৃষ্ণঃ) করাৎ (শুণাৎ) বিগলিতঃ অঞ্জিষু (পদচতুষ্টয়ে) অমুং (গজং) নিহত্যা  
(প্রহৃত্য) অলীয়ত (অদৃশ্যো বভূব) ।

৫। মূলানুবাদঃ : এরূপ তিরস্কার বাক্যে রাগাধিত হয়ে মাহত কালান্তক যমসদৃশ হস্তীকে  
রাগিয়ে তুলে কৃষ্ণকে ধরবার জন্য চালিয়ে দিলেন ।

৬। মূলানুবাদঃ : হস্তীশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের দিকে সরেগে এসে তাঁকে শুড় দিয়ে ধরে নিল ।  
অতঃপর কৃষ্ণ মুষ্ঠাঘাতে ওর শুড় অবশ করত বেরিয়ে এসে ওর মহাশূল চতুষ্পদের মধ্যে অদৃশ্য  
হলেন ।

৪। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : যমস্ত সাদনং সদনম্ । বস্তুতস্ত যমেন মনোনিরোধেনাসাদ্যতে  
প্রাপ্যতে ইতি যমসাদনং মোক্ষম্ । বিঃ ৪ ।

৪। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদঃ : যমসাদনম্,— যমালয় ; বস্তুতস্ত ‘যমেন’ মনোনিরোধের দ্বারা  
‘আসাদ্যতে’ লাভ করা যায়, এইরূপে ‘যমসাদন’ শব্দের অর্থ আসে ‘মোক্ষ’ । বিঃ ৪ ॥

৫। শ্রীজীব বৈঃ তেঁা টীকা : কৃষ্ণায় কৃষ্ণং গ্রহীতুম্ ॥ জীঃ ৫ ॥

৫। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকানুবাদঃ : কৃষ্ণায়—[কৃষ্ণঃ] কৃষ্ণকে ধরবার জন্য (হস্তী  
চালনা করল) । জীঃ ৫ ॥

৫। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : কৃষ্ণায় কৃষ্ণং গ্রহীতুং কালেন অন্তঃ আয়ুঃশেষো যেষাং তেষাং  
মনুষ্যাদীনাং যো যমঃ প্রসিদ্ধস্তেনোপমা যস্য তং, তেন কৃষ্ণশাস্তৌ কিমপি কতুং ন প্রভবিষ্যতীতি  
ভীতং রাজানং প্রত্যাখ্যাসৌ ধ্বনিতঃ ॥ বিঃ ৫ ॥

৫। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদঃ : কৃষ্ণায়—কৃষ্ণকে ধরার জন্য কালান্তক যামোপমম,—  
কালের দ্বারা ‘অন্তঃ’ আয়ু শেষ যাদের সেই মনুষ্যসকলের সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ যে যমরাজ তার সহিত  
উপমা যার সেই হস্তী থেকে অধিক বলবান কালের প্রভু কৃষ্ণ, সুতরাং এরূপ যে হস্তী

সংক্রুদ্ধস্তমচক্ষাণো ভ্রাণদৃষ্টিঃ স কেশবম্ ।

পরামৃশং পুষ্করেণ স প্রসহ্য বিনির্গতঃ ॥৭॥

৭। অন্নয়ঃ : তং (শ্রীকৃষ্ণং) অচক্ষাণঃ (অপশ্যন্ অত) সংক্রুদ্ধঃ ভ্রাণদৃষ্টিঃ (ভ্রাণেন 'দৃষ্টিঃ' দর্শনং যস্য সঃ পশুত্বাং গন্ধেনৈব জানন্) পুষ্করেণ (শুণ্ডাগ্রাং) কেশবং পরামৃশং ধৃতবান্) সঃ (শ্রীকৃষ্ণশ্চ) প্রসহ্য (বলেন) বিনির্গতঃ (শুণ্ডাগ্রাং বহির্গতঃ বভূব) ॥

৭। মূলানুবাদ : কৃষ্ণের অদর্শনে ক্রুদ্ধ হয়ে সেই হস্তী ভ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারাই অবস্থিতি বুঝে নিয়ে শুণ্ডাগ্রে তাঁকে ধরে ফেলল। তখন কৃষ্ণ 'আরে কি বল দেখাচ্ছিস' এরূপ বলে নিজেকে সবল মুক্ত করত বন্ধন থেকে বেরিয়ে এলেন।

তাকে দিয়ে কৃষ্ণের কিছুই করতে সমর্থ হবে না এই মাহুত, এইরূপে ভীত রাজা পরীক্ষিতের প্রতি আশ্বাস ধ্বনিত হল। বি০ ৫ ॥

৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : অগ্রহীৎ ধৃতবান্বেব মহাকৌতুকিতয়া তস্য সর্বসম্ভবাং এবমগ্রেইপুহুম্। অতএব বক্ষাতে—'লীলয়া' ইতি, 'ক্রীড়য়া' ইতি চ। বিশেষণ গলিতো নিক্রান্তঃ সন্, 'বি' শব্দেন বস্ত্রমালাদীনামপি নিরাকুলতা বোধাতে। এবমগ্রেইপি, অজিষ্ণু অলীয়ত পদচতুষ্টয়মধ্যাগঃ সন্ তেনাদৃশ্যোহভূৎ ॥জী০ ৬ ॥

৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ : অগ্রহীৎ—কৃষ্ণ নিজেই হস্তীর শুঁড়ের মধ্যে ধরা দিলেন, কারণ মহাকৌতুকী হওয়া হেতু তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব। এরূপই পরেও বলা হয়েছে, ৮ শ্লোকে 'লীলয়া' লীলার ও ১১ শ্লোকে 'ক্রীড়য়া' খেলাচ্ছিলে। কবাৎ বিগলিত—শুঁড় থেকে বিশেষরূপে বের হয়ে এলেন—এই 'বি' শব্দে বস্ত্রমালাদির তছনছ ন-হয়ে যাওয়া বুঝান হল। এরূপই পরেও বুঝতে হবে। অজিষ্ণু অলীয়ত—চার পা-এর মধ্যগত হয়ে উহাদের আড়ালেই অদৃশ্য হয়ে থাকালেন। জী০ ৬।

৬। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : তং নির্ভয়েষ্টেনৈব স্থিতঃ কৃষ্ণং করণে শুণ্ডেন মধ্যদেশেইগ্রহীৎ। ততশ্চ স কৃষ্ণঃ অমুং কুঞ্জরং নিহত্য বামমুষ্ঠ্যা শুণ্ডে প্রহৃত্য তৎপ্রহারবিবশাং শুণ্ডাদিগলিতঃ সন্ অজিষ্ণু তস্য মহাস্থূলপাদেষু অলীয়ত অদৃশ্যো বভূব। অজিষ্ণুস্থিতি বহুবচনেনৈবং ব্যাখ্যায়ম্,—প্রথমমেকস্মিন্ পাদপৃষ্ঠে অলীয়ত তদাভ্রাণদৃষ্টৌ কুঞ্জরে তত্রৈব ধৃতুং মুখ্যতঃ সতি অশ্মিন্ পাদে অলীয়ত তত্রাপি ধৃতু-মুদ্যতেইপরস্মিত্যেবং সহাসমুখাস্থজো মহাকৌতুকী স কুঞ্জরং বহুশো বঞ্চয়ন্ স্বখেলামেবাভুতাং লোকান্ দর্শয়ামাসেতি ভাবঃ ॥বি০ ৬ ॥

৬। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদ : তং—নির্ভয়ে স্থিত কৃষ্ণকে করণ—শুঁড়ের দ্বারা মধ্যদেশে ধরে নিল। অতঃপর সঃ—কৃষ্ণ অমুং—এ হাতীকে নিহত্যা—বাম মুষ্টি দ্বারা শুঁড়ে আঘাত করলেন, সেই আঘাতে শুঁড় অবশ হয়ে পড়লে সেখান থেকে বিগলিত হয়ে অজিষ্ণু অলীয়ত—



পুচ্ছে প্রগৃহ্যতিবলং ধনুষঃ পঞ্চবিংশতিম্ ।  
বিচকৰ্ষ যথা নাগং সুপৰ্ণ ইব লীলয়া ॥৮॥

৮। অন্নয় : [ততঃ শ্রীকৃষ্ণঃ] অতিবলং [তং গজং] পুচ্ছে প্রগৃহ্য (ধৃত্বা) সুপর্ণঃ (গরুড়ঃ) নাগম্ ইব লীলয়া ধনুষঃ পঞ্চবিংশতিম্ শতহস্তপ্রমাণং দেশং ব্যাপ্য যথা (যথাবৎ) বিচকৰ্ষ (আকৃষ্টবান্) ।

৮। মূলানুবাদ গরুড় যেমন অনায়াসে সর্পকে টেনে নিয়ে যায়, সেইরূপ কৃষ্ণ অতি বলশালী ঐ হাতীটিকে লেজে চেপে ধরে শতহস্তপ্রমাণ স্থান পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেন ।

মহাস্কুল পদচতুষ্টয়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে পড়লেন—বহুবচনে একরূপ ব্যাখ্যা করাই উচিত, প্রথমে একটি পাদপৃষ্ঠে অদৃশ্য হলেন, তখন ত্রাণদৃষ্টির সাহায্যে সেখানেই ধরতে উদ্যত হলে অন্য পাদদেশে অদৃশ্য হলেন, সেখানেও ধরতে উদ্যত হলে অপর পাদপৃষ্ঠে অদৃশ্য হলেন—এইরূপে সহাসমুখাস্থ মহাকৌতুকী কৃষ্ণ ঐ হস্তীটিকে বহুপ্রকারে বঞ্চনা করত নিজের অভুতখেলা জনগণকে দেখালেন । বিং ৬ ॥

৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : পুষ্করেণৈতি শ্লেষাত্তস্য শ্রীমদঙ্গে কমলবৎ কোমলতাং গতেনৈতি ধ্বন্যতে ॥ জী° ৭ ॥

৭। শ্রীজীববৈ° তো° টীকানুবাদ : পুষ্কারণ—এই শব্দটির অর্থ—হাতীর শুড়, কমল ইত্যাদি । একরূপ অর্থ ধ্বনিত হচ্ছে, এখানে এই শব্দটি ব্যবহারে—এই শুড় কৃষ্ণের শ্রীমদ্ অঙ্গে আলিঙ্গন হেতু কমলের স্থায় কোমলতা প্রাপ্ত হল । জী° ৭ ॥

৭। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : অচক্ষাণোইপশ্যন্ পশুত্বাদ্ভ্রাণদৃষ্টিঃ গন্ধেনৈব জানন্ পুষ্করেণ শুণ্ডাগ্রেন পরামৃশং তং জগ্ৰাহেতি স্বীয়খেলান্তরং লোকান্ দর্শয়িষ্যন্ কৃষ্ণঃ স্বমেকবারং তদ্বৎসাহবর্ণনার্থং গ্রাহয়ামাসেতি ভাবঃ । ততশ্চ কুঞ্জরে তস্মিন্ কৃতার্থস্মিন্তে সতি স কৃষ্ণঃ প্রসহ্য বলাৎকারেণৈব 'কিমরে বলং দর্শয়সী'ত্যুক্ত্বা স্বং মোচয়িত্বা বহির্নিগতোইভূৎ ॥ বিং ৭ ॥

৭। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদ : অচক্ষাণো—দেখতে না পেয়ে, পশু বলে দ্রাণদৃষ্টিঃ—ভ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারাই অবস্থিতি জেনে নিয়ে শুড়ের অগ্রদেশের দ্বারা পরামৃশং—ধরে ফেললেন তম্—কৃষ্ণকে । অন্য এক খেলা লোকদের দেখাবার ইচ্ছায় ঐ হস্তীর উৎসাহ বর্ণনার্থে কৃষ্ণ নিজেই একবার ধরা দিলেন, একরূপ ভাব । অতঃপর সেই হস্তী কৃতার্থস্মিন্য হলে স—কৃষ্ণ প্রসহ্য—বলাৎকারে, 'আরে কি বল দেখাচ্ছিস্,' একরূপ বলে, নিজেকে মুক্ত করত বাইরে চলে এলেন । বিং ৭ ।

৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : যথৈতি তৈর্ব্যাক্যাতম্ । যদ্বা, যথা যথাবৎ বিচকৰ্ষ, তন্মধ্যে তেনক্চিদিপি স্তৈর্য্যাংশস্তাপ্যশক্যত্বাৎ । জী° ৮ ॥

৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ : [স্বামিপাদ 'যথা নাগং সুপর্ণ ইব' বাক্যের ব্যাখ্যা একরূপ করেছেন, যথা—সর্পবৎ বর্তমান হাতীটি তেমনই গরুড়বৎ কৃষ্ণ স্বয়ম্ ;] অথবা, যথা—'যথাবৎ' হাতীটির যেমন অবস্থিতি তেমনই তাকে আকর্ষণ করে নিয়ে যেতে লাগলেন কৃষ্ণ, এর মধ্যে হাতীটি কখনও লেশমাত্রও স্থির হয়ে থাকতে পারল না । জী° ৮ ॥

স পর্যাবতমানেন সব্যদক্ষিণতোহচ্যুতঃ ।

বভ্রাম ভ্রাম্যমাণেন গোবৎসেনেব বালকঃ ॥৯॥

৯। অর্থঃ : সঃ অচ্যুতঃ সব্যদক্ষিণতঃ (বামেদক্ষিণেচ) পর্যাবতমানেন (পরিবর্তনশীল-গজেন সহ বভ্রাম, ভ্রাম্যমাণেন গোবৎসেন [সহ] বালকঃ ।

৯। মূলানুবাদ : অতঃপর হাতীটির উৎসাহ বর্ধনের জন্যে কৃষ্ণ আকর্ষণ-বেগ কিছুটা শিথিল করলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

বালক যেমন গোবৎসের লেজ ধরে ঘুর ঘুর করে, তেমনই লেজধরা অচ্যুতকে ধরবার জন্য হস্তীটি যখন ডানে ঘোরে তখন কৃষ্ণ তাকে বায় ঘুরিয়ে নিজেও ঘুরতে থাকেন। আবার যখন বায় ঘোরে তখন ডানে ঘুরিয়ে নিজেও ঘুরতে থাকেন।

৮। শ্রীবিষ্মবাক্য টীকা : ধনুষঃ ধনুযাং পঞ্চবিংশতিং শতহস্তপ্রমাণদেশং ব্যাপ্য যথেনি যথাবদেব বিচক্ৰ্ব। কুঞ্জরঃ স তদা যৎ কিঞ্চিদপি স্থৈর্যং ধতুং ন শশাকেতি ভাবঃ ॥ বি০ ৮॥

৮। শ্রীবিষ্মবাক্য টীকানুবাদ : ধনুষঃ পঞ্চবিংশতিম্—এক ধনু=চারহাত। ২৫ ধনু=শতহস্তপ্রমাণ স্থান বিচক্ৰ্ব—জুরে টানা টানি চলল। সেই হস্তী তৎকালে যৎকিঞ্চিৎও নিজ অচল অবস্থা বজায় রাখতে সমর্থ হল না। বি০ ৮॥

৯। শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকা : অচ্যুত ইতি কদাচিদপি তদা তৎপুচ্ছগ্রহণাক্ষুতিরাহিত্যাভি-প্রায়েণ। যদ্বা, দ্রুতগতিবিশেষেণ সব্যে দক্ষিণে চালাতচক্রবৎ বর্তমানত্বাৎ। জী০ ৯ ॥

৯। শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকানুবাদ : অচ্যুত—এই পদটি প্রয়োগের অভিপ্রায় হল, সে সময় কখনও-ই ঐ হাতীটির পুচ্ছগ্রহণ থেকে তিনি চ্যুত হলেন না অর্থাৎ পুচ্ছটি কখনও-ই হস্তচ্যুত হল না তাঁর! অথবা, দ্রুতগতি বিশেষে বামে-ডানে আলাত চক্রবৎ সদা বর্তমানতা স্মৃতিত হচ্ছে, এই ‘অচ্যুত’ নামের প্রয়োগে। জী০ ৯ ॥

৯। শ্রীবিষ্মবাক্য টীকা : ততশ্চ কুঞ্জরশ্চ কিঞ্চিৎসাহপ্রাপণার্থমাকর্ষণবেগং ভগবান্ শিথিলী-চক্রে ইত্যাহ—স অচ্যুতঃ। পর্যাবতমানেন কুঞ্জরেণ সহ সব্যদক্ষিণতো বভ্রামেতি কিঞ্চিৎসাহং প্রাপ্য পুচ্ছগ্রাহিণং কৃষ্ণং গ্রহীতুং যদি দক্ষিণতঃ পরিবর্ততে কুঞ্জরস্তদা তং সব্যতো ভ্রাময়ন্ স্বয়ং ভ্রমতি, যদি চ সব্যতস্তদা দক্ষিণত ইত্যেবং স বভ্রাম। ভ্রাম্যমাণেন গোবৎসেন সহ বলবান্ বালক ইবেতি। বি০ ৯ ॥

৯। শ্রীবিষ্মবাক্য টীকানুবাদ : অতঃপর হস্তীকে কিঞ্চিৎ উৎসাহ পাওয়ানের জন্য কৃষ্ণ আকর্ষণ বেগ কিছুটা শিথিল করলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, ‘স অচ্যুতঃ’। পর্যাবতমানেন—[পরি+আবর্তমানেন] ‘পরিভ্রমঃ’ পুনঃপুনঃ বায়-ডানে ভ্রাম্যমান হস্তীর সহিত বভ্রাম ইতি—হস্তীটি কিঞ্চিৎ উৎসাহ পেয়ে পুচ্ছধারী কৃষ্ণকে ধরবার জন্য যখন ডানে ঘোরে, তখন কৃষ্ণ তাকে বায় ঘুরিয়ে নিজেও



ততোহতিমুখমভ্যেত্য পাণিনাহত্য বারণম্ ।

প্রাদ্রবন্ পাতয়ামাস স্পৃশ্তমানঃ পদে পদে ॥১০॥

১০। অন্নয় : ততঃ অভিমুখং অভ্যেত্য (আগত্য) পাণিনা বারণং (হস্তিনং) আহত্য (প্রহৃত্য) প্রাদ্রবন্, (প্রকর্ষণেণ দ্রবন্নপি 'আ' ঈষৎ এব দ্রবন্) পদে পদে স্পৃশ্তমানঃ [ সন্ তং ] পাতয়ামাস ।

১০। ঘুলান্নবুদ : অতঃপর লেজ ছেড়ে দিয়ে সম্মুখে এগিয়ে এসে গজরাজকে হাতের দ্বারা সামান্য আঘাত করেই জোরে দৌড় লাগিয়েও পরে বেগ অল্প করে আনলেন, যাতে হস্তীর ছোঁয়ার মধ্যে আসতে পারেন, এইরূপে তার দ্বারা স্পৃষ্ট হয়ে হয়ে তাকে ভূমিতে ফেলে দিলেন ।

ঘুরতে থাকেন । আবার বায় ঘোরে যখন, তখন ডাইনে ঘুরিয়ে নিজেও ঘুরতে থাকেন, ভ্রাম্যমান গোবৎসের সহিত বলবান বালক যেরূপ ঘোরে । বিঃ ৯ ॥

১০। শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকা : ততো ভ্রাম্যন্তলীলানন্তরমাগত্য ঈষৎ প্রহৃত্য, অগ্ৰথা সদ্য এব মরণাৎ । ব্যথাদাবপি তদনুধাবনাশক্তেঃ । বারণেন তেন স্পৃশ্তমানঃ, অগ্ৰথা নিরুৎসাহতয়া তস্ত বৈমুখ্যাসম্ভবাৎ, কৌতুকবিশেষাসম্পত্তেঃ ॥ জী° ১০ ॥

১০। শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকানুবাদ : অতঃপর ঘূর্ণনলীলার পর সম্মুখে এসে ঈষৎ আঘাত করলেন—কারণ জোরে করলে সঙ্গে সঙ্গেই মরে যেত । — এই আঘাতেই হস্তীটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ানের শক্তি চলে গেল । কৃষ্ণই পদে পদে তখন ওকে ছোঁয়া দিতে লাগলেন, উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য, কারণ অন্যথায় নিরুৎসাহতা হেতু ওর ঘোরার বিমুখতা এসে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, এতে কৌতুক বিশেষও সম্পন্ন হত না । জী° ১০ ॥

১০। শ্রীবিষ্বনাথ টীকা : অথান্যাং খেলাং দর্শয়ন্ পুচ্ছং ততাজেতাহ, — তত ইতি । পাণিনা আহত্য ঈষদেব প্রহৃত্য যথাবৎ প্রহারে সত্যোমরণাং প্রারম্ভমাণখেলা ন নিষ্পত্তেত ইতি ভাবঃ । প্রাদ্রবন্ সন্নিসি প্রকর্ষণেণ দ্রবন্নপি আ ঈষদেব দ্রবন্ ততুৎসাহবর্ধনার্থং স্বস্ত্য প্রাদ্রবণং দর্শয়ামাস তন্ম । বস্ত্ততস্ত স্বস্ত্য তদীষদেব দ্রবণমিতার্থঃ । অতএব পদে পদে তেন স্পৃশ্তমানঃ সন্ তং পাতয়ামাসেতি তং পাতয়িতুমেব স্বয়ং মুহূর্মহদ্রবণাসমর্থ ইব স্থলতিস্মেতার্থঃ । বিঃ ১০ ।

১০। শ্রীবিষ্বনাথ টীকানুবাদ : অতঃপর অন্য খেলা দেখাবার জন্য হাতীর লেজ ছেড়ে দিলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—তত ইতি । পাণিনাহত্য—‘আ’ সামান্য প্রহার করলেন ; যথাযথ প্রহার করলে তো সঙ্গে সঙ্গেই মরে যেত, তা হলে তো আর যে-খেলা আরম্ভ হয়েছে, তা নিষ্পন্ন হত না, এরূপ ভাব । প্রাদ্রবন্—[প্র+আদ্রবন্] হাতীকে প্রহার করেই জোরে দৌড় লাগিয়েও পরে দৌড়ের বেগ ‘আ’ অল্প করে দিলেন, উহার উৎসাহ বর্ধনের জন্য । নিজের দৌড়ের প্রবল বেগও তাকে দেখিয়ে

স ধাবন্ ক্রীড়য়া ভূমৌ পতিত্বা সহসোথিতঃ ।

তং মহা পতিতং ক্রুদ্ধো দন্তাভ্যাং সোহননং ক্ষিতিম্ ॥১১॥

১১। অন্নয়ঃ সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ তং উথিতং দৃষ্ট্বা) ধাবন্ (পুনঃ প্রজাবন্) ক্রীড়য়া ভূমৌ পতিত্বা সহসা উথিতঃ [যদা, তদা] তং শ্রীকৃষ্ণং পতিতং মহা সঃ (গজঃ) ক্রুদ্ধঃ [সন্] দন্তাভ্যাং ক্ষিতিং অহনং (জানুভ্যাং পতিত্বা চখান) ।

১১। ঘুলাবুবাদঃ শ্রীকৃষ্ণ হাতীটিকে উঠতে দেখে পুনরায় দৌড় লাগালেন, লীলায় ভূমিতে আছাড় খেয়ে পড়ে যখন ওর অলক্ষ্যে উঠে পড়লেন, তখন শ্রীকৃষ্ণকে পড়ে থাকা মনে করে হাতীটি ক্রুদ্ধ হয়ে ভূতলে নতজানু হয়ে পড়ে দন্তের দ্বারা মাটিতে আঘাত করতে লাগল ।

দিয়েছেন প্রথমে । বস্তুতস্ত ও বেগও কৃষ্ণের পক্ষে অল্পই । — অতএব পদে পদে ঐ হস্তীর দ্বারা স্পৃষ্ট হয়ে হয়ে তাকে ভূমিতে ফেলে দিলেন—তাকে ফেলে দেওয়ার জন্যই যেন স্বয়ং মুহুমুহু দৌড়াতে অসমর্থ হয়েই পড়ে পড়ে যাচ্ছিলেন । বিঃ ১০ ।

১১। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকাঃ স ইতি তৈর্য্যাত্ম । তত্র কিঞ্চতি । পূর্বোক্ত-পাতনে যুক্তিশ্চেত্যর্থঃ । মূলে সহসেতি অতিক্রমস্থানেনামুনা তদতর্কণাৎ । অতএব ক্ষিতিমহনং, জানুভ্যাং পতিত্বা চখানেত্যর্থঃ । তথা চ শ্রীহরিবংশে—‘পপাত ভূমিং জানুভ্যাং দশনাভ্যাং তুতোদ চ’ ইতি । জিঃ ১১ ॥

১১। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকাবুবাদঃ এই শ্লোকটির শ্রীধরের ব্যাখ্যায় ‘কিঞ্চ’ ‘পুনরায়’ দিয়ে আরম্ভ করার কারণ, পূর্বে ১০ শ্লোকের হাতির পড়ে যাওয়া বিষয়ে আরও যুক্তি নির্ধারণ—মূলের ‘সহসা’ বাক্যের মধোই এই যুক্তি আছে, যথা—কৃষ্ণ পড়ে গিয়ে অতি ‘সহসা’ ঝটিটি উঠে পড়ায় ইহা হাতীটির লক্ষ্যের মধোই আসে নি । অতএব ভ্রমে পড়ে ক্ষিতিম্, অহনং—হাটু গেড়ে বসে মাটিতেই দন্তের দ্বারা আঘাত করতে লাগল । জিঃ ১১ ॥

১১। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাঃ ততশ্চ কঠোরতরশিলামর্ঘ্যাং ভূমৌ তমত্যাঘাতং প্রাপয়িতুং স্বস্ত পতনমেব তং দর্শয়ামাস নতু লাঘবাত্মখানমিত্যাহ,—স ইতি । তং পতিতং মহা তমেব হস্তমুগতোহপি ক্ষিতিমেবাহন, জানুভ্যাং পতিত্বা চখানেত্যর্থঃ । তস্মৈ দন্তক্ষেপকাল এবাতিমুস্মৈ কৃষ্ণস্ত্রাখায়াত্ন গমনাৎ । অতএব “অতর্কিতেতি সহসে”ত্যাভিধানাং সহসোথিত ইতি প্রযুক্তম্ । বিঃ ১১ ॥

১১। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুবাদঃ অতঃপর অতি কঠোর শিলাময়ীভূমিতে হাতীটিকে অতি আঘাত পাওয়ানোর জন্ত নিজের পতন তাকে দেখালেন, এ কৃষ্ণের কমজোরি হেতু পড়ে যাওয়া, উঠে পড়া, এরূপ কিছু নয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—স ইতি । কৃষ্ণ মাটিতে পড়ে আছেন মনে করে হাতী তাঁকে হত্যা করতে উত্তত হলেও ক্ষিতিং অহনং—মাটিতেই আঘাত করল অর্থাৎ হাটু গেড়ে বসে মাটিই খনন করতে



স্ববিক্রমে প্রতিহতে কুঞ্জরেন্দ্রোহত্যমর্ষিতঃ ।

চোত্তমানো মহামাত্রৈঃ কৃষ্ণমভ্যদ্রবক্রবা ॥১২॥

তমাপতন্তুমাঙ্গ ভগবান্ মধুসূদনঃ ।

নিগৃহ্য পাণিনা হস্তং পাতয়ামাস ভূতলে ॥১৩॥

১২। অবয়বঃ [ এবং ] স্ববিক্রমে প্রতিহতে ( বিফলে সতি ) অত্যমর্ষিতঃ ( অত্যন্তমসহিষ্ণুঃ ) কুঞ্জরেন্দ্রঃ মহামাত্রৈঃ হস্তিপৈঃ চোদ্যমানঃ ( প্রের্যমানঃ সন্ ) ক্রবা ( ক্রোধেন ) কৃষ্ণম্ অভ্যদ্রবং ( তং প্রতি ধাবিতঃ ) ।

১৩। অবয়বঃ ভগবান্ মধুসূদন আপতন্তু ( স্বাভিমুখং আগচ্ছন্তু ) তং ( গজম্ ) আঙ্গ ( প্রাপ্য ) পাণিনা হস্তং ( শুণ্ডং ) নিগৃহ্য ভূতলে পাতয়ামাস ।

১২। মূল্যাবুদঃ স্বীয় বিক্রম প্রতিহত হলে স্বভাবতই অতিক্রোধী সেই গজরাজ পুনরায় মাছতের পরিচালনায় ক্রোধোন্মত্ত হয়ে কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হল ।

১৩। মূল্যাবুদঃ স্বয়ং ভগবান্ হয়েও মধুসূদন বেগে সন্মুখে আগত সেই হস্তীর সন্মুখে গিয়ে নরাকারোচিত মল্ললীলারসানুরূপ ভাবে শ্রীকরকমলে তার শুড় কষে ধরে ভূতলে ফেলে দিলেন ।

লাগল, —তার দন্তক্ষেপ-কালেই অতিসূক্ষ্ম সময়ের মধ্যে উঠে পড়ে, কৃষ্ণের অস্ত্র গমন হেতু । —অতএব ‘অতিক্রিত’ ( অর্থৎ অলক্ষ্য ) ও ‘সহসা’ এই দুটি পদ একই অর্থবাচক, তাই ‘সহসা উত্থায়’ এরূপ প্রযুক্ত হয়েছে । বি০ ১১ ॥

১২। শ্রীজীব° বৈ° তো° টীকাঃ স্বতএবাতামর্ষিতঃ সংজাতপরমামর্ষঃ, পুনশ্চ মহামাত্রৈঃ প্রের্যমাণৌ ক্রবা তরৈশিষ্ট্যোন্মত্তবৎ ॥ জী° ১২ ॥

১২। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুদঃ অতি-অমর্ষিত গজশ্রেষ্ঠ কুবল্যাপীড় স্বতঃই অতিক্রোধী, এখন সংজাত হল পরমক্রোধ । পুনরায় মাছতের দ্বারা চালিত হয়ে ক্রমা অভ্যদ্রবং—ক্রোধে মত্ত হয়ে কৃষ্ণের দিকে দৌড়ে চলল । জী° ১২ ॥

১৩। শ্রীজীব° তো° টীকাঃ স্বয়ং ভগবান্ প্যাশেন চ তাদৃশমধোঃ সূদনোইপি শ্রীমল্লরাকারোচিতমল্ললীলারসানুরূপেণৈব পাণিনা হস্তং শুণ্ডং প্রগৃহ্যেত্যাঃ ॥ জী° ১৩ ॥

১৩। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুদঃ ভগবান্ মধুসূদন—স্বয়ং ভগবান্ হয়েও, এবং অংশে মধু নামক মহাদৈতা-হস্তা হয়েও শ্রীমৎ নরাকারোচিত মল্ললীলারসানুরূপ ভাবে হাতের দ্বারা হস্তং—হাতীর শুড় বিগৃহ্য—(নি=নিতরাং=কষে) কষে ধরে ভূতলে ফেলে দিলেন) । জী° ১৩ ॥

১৩। শ্রীবিম্বনাথ টীকাঃ ততশ্চ সময়ান্বিত্যালক্ষ্য তেন সহ খেলাং সমাপয়ামাসেত্যাহ,—তমিতি । পাণিনা একেনৈবাবহেলয়া বামনৈবেত্যর্থঃ, হস্তং শুণ্ডং নিতরাং গৃহীত্ব ॥ বি° ১৩

পতিতস্য পদাক্রম্য মৃগেন্দ্র ইব লীলয়া ।

দন্তমুৎপাট্য তেনেভং হস্তিপাশ্চাহনদ্ধরিঃ ॥১৪॥

মৃতকং দ্বিপমুৎসজ্য দন্তপাণিঃ সমাবিশং ।

অংস্য়ান্তবিষাণোহস্য়ঙ্ মদবিন্দুভিরঙ্কিতঃ ।

বিরূঢ়শ্বেদকণিকাবদনান্মুরূহো বভৌ ॥১৫॥

১৪। অন্নয় : হরিঃ মৃগেন্দ্রঃ (সিংহ) ইব লীলয়া (অনায়াসেন) পতিতং তং (গজং) পদা আক্রম্য দন্তম্ উৎপাট্য তেন ইভং (গজং) হস্তিপান্ চ অহনং ।

১৫। অন্নয় : মৃতকং দ্বিপং (মৃত হস্তিনং) বিসৃজ্য (ত্যাজ্য) দন্তপাণিঃ [কৃষ্ণঃ] সমাবিশং (রক্ত দ্বারং প্রবিষ্ট বভূব) । অংস্য়ান্তবিষাণঃ (স্বদ্ধাপিত-গজদন্তঃ) অস্য়ঙ্ মদবিন্দুভিঃ (রক্তস্য মদস্য চ বিন্দুভিঃ) অঙ্কিতঃ, বিরূঢ়শ্বেদকণিকাবদনান্মুরূহো ('বিরূঢ়াঃ' আবির্ভূতাঃ ঘর্মবিন্দবঃ তাভিঃ উপলঙ্কিতং মুখকমলং যস্য সঃ) বভৌ (ভাতি স্য) ।

১৪। মূলানুবাদ : শ্রীহরি সেই ভূপাতিত হস্তীকে পায় চেপে ধরে তার দন্ত উৎপাটিত করে নিয়ে সেই দন্তদ্বারাই সিংহবৎ তাকে ও তার মাছতকে বধ করলেন ।

১৫। মূলানুবাদ : মৃত হস্তীকে পরিত্যাগ করত দন্তহস্তে দ্বারের ভিতরে কৃষ্ণ সৈবং প্রবেশ করলেন, গজেন্দ্র গতিতে ও বিশেষ শোভন রূপে । (সেই শোভা কুরুপ তাই বলা হচ্ছে—)

স্বক্কে অপিত-গজদন্ত, রক্ত ও হস্তীগু নির্গত শ্রাববিন্দুর দ্বারা অদ্ভুতভাবে অঙ্কিত ও উদ্গত শিশির-কণাবৎ বিন্দু বিন্দু ঘর্মের দ্বারা বিশিষ্টতা প্রাপ্ত পদ্যবদন কৃষ্ণ মূর্তিমন্ত বীররস শোভার মতো দীপ্তি পেতে লাগলেন ।

১৩। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদ : অতঃপর কৃষ্ণ দেখলেন সময় অধিক হয়েগিয়েছে, তাই এই হাতির সঙ্গে খেলা সমাপন করলেন, এই আশয়ে বলা হল, তম্ ইতি । পাণিবা—এক হাতেই অবহেলায়, বামহাতেই, এরূপ অর্থ । ইস্তং—শুঁড় বিগৃহ্য—দৃঢ়রূপে ধরে । বিং ১৩ ॥

১৪। শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকা : পতিতং সন্তং তং শ্রীচরণেন শির আক্রম্য, পাঠান্তরে পতিতস্য স্বতঃ তস্য দন্তমুৎপাট্য । হরিরিতি সিংহবৎপ্রাণহরণাং, হস্তিহননেন সিংহরূপত্বাচ্ । জী° ১৪ ॥

১৫। শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকানুবাদ : পাঠ ভ্রমকার আছে 'পতিতং' এবং 'পতিতস্য' । পতিতং—ভূতলে পতিত তাকে নিহত করলেন, শ্রীচরণেরদ্বারা তার মাথা চেপে ধরে । পতিতস্য—ভূতলে পতিত তার দন্তমুৎপাট্য—দন্ত উৎপাটিত করে নিয়ে । হরিরিতি—এ-পদ প্রয়োগের কারণ, [হরি=সিংহ] সিংহবৎ প্রাণ হরণ এবং হস্তি হনন লক্ষণে সিংহরূপ । [বনকেশরী সিংহই হস্তি হনন করে থাকে] । জী° ১৪ ॥



বৃত্তো গোপৈঃ কতিপয়ৈর্বলদেবজনাদনৌ ।

রঙ্গং বিবিশতু রাজন্ গজদন্তবরায়ুধৌ ॥১৬॥

১৬। অবয়বঃ হে রাজন্ ! কতিপয়েঃ গোপৈঃ বৃত্তৌ গজদন্তবরায়ুধৌ বলজনাদনৌ রঙ্গ (রঙ্গভূমিং) বিবিশতুঃ (প্রবিষ্টৌ বভূবতুঃ) ।

১৬। মূল্যাবাদঃ হে রাজা পরীক্ষিৎ ! কৃষ্ণবলরাম অতিশয় অনুরক্ত কয়েকজন গোপ-বালকে পরিবৃত্ত হয়ে গজদন্ত ছুটি শ্রেষ্ঠ অস্ত্ররূপে গ্রহণ করে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলেন ।

১৫। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ মৃতকমিত্যর্ককম্ । দন্তযুক্তবামপাণিঃ, দ্বিতীয় দন্তোৎস্থ শ্রীবলদেবেনোংপাট্য গৃহীত ইতি জ্ঞেয়ম্ গজদন্তবরায়ুধাবিতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ । সম্যক্ মন্তগজেন্দ্রগত্যা শোভাবিশেষেণ চ আ ঈষদ্বারন্তঃ আবিশং প্রবিবেশ । শোভাবিশেষমাহ—অংসেতি, অংসো বামস্বক্ধঃ, অঙ্কিতঃ বিচিত্রৈরিব ভূষিতঃ বিশেষেণ বিচিত্রতয়া বা রুঢ়াঃ প্রাচুর্ভূতাঃ ; রুহঃ প্রাচুর্ভাবার্থত্বাৎ । সচ্চিদানন্দবিগ্রহে বিকারাসম্ভবাদন্তভূতানন্ততাদৃশবিলাসধর্মমাণাং লীলানুরূপেণ কেবলবিভাব-তিরোভাবসম্প্রতিপত্তেঃ চ । অধ্বুরূপকণেণ তস্যাপি জলবিন্দুর্ভিষখা শোভা স্তান্তথা ইতি ধ্বন্যতে ॥জী° ১৫॥

১৫। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ মৃতকম্ ইতি দেড় লাইন । দন্তপাণিঃ—এক দন্তযুক্ত বাম হাত - হস্তির দ্বিতীয় দন্তটি শ্রীবলদেব উৎপাটন করে হাতে নিয়েছেন, একপ বুঝতে হবে—‘গজদন্তবরায়ুধৌ’ [অর্থাৎ গজদন্তরূপ উৎকৃষ্ট অস্ত্রে সজ্জিত (ছুভাই রামকৃষ্ণ)] একপ পরের ১৬ শ্লোকে বলা থাকায় । সম্যাবিশং—[সম্যাক্ + আ + বিশং] ‘সম্যক্’ মন্ত গজেন্দ্রগতিতে ও শোভাবিশেষে ‘আ’ ঈষৎ অর্থাৎ দ্বারের ভিতরে ‘আবিশং’ ঈষৎ প্রবেশ করলেন । এই শোভা বিশেষ কি, তাই বলা হচ্ছে—অংসেতি - বামস্বক্ধে স্তস্ত গজদন্ত । হস্তির রক্ত ও মদবিন্দু দ্বারা অঙ্কিতঃ—বিচিত্র রূপে ভূষিত । বিরুঢ়া—[বি+রুঢ়] ‘বি’ বিশেষভাবে বা বিচিত্ররূপে ‘রুঢ়া’—প্রাচুর্ভূত স্নেদকণিকা—ঘর্মবিন্দু—সচ্চিদানন্দবিগ্রহে ঘর্মবিন্দু নির্গত হওয়া রূপ বিকার অসম্ভব । এঁর অন্তর্ভূত অনন্ত তাদৃশ বিলাস ধর্মসমূহের লীলানুরূপ কেবল আবির্ভাব তিরোভাব সম্পাদিত হয়ে থাকে । অধ্বুরূহ—‘জলজপদ্ম’ উপমার ধ্বনি হচ্ছে, জলপদ্ম জলবিন্দু দ্বারা যেকপ শোভা হয়, সেইরূপ কৃষ্ণেরও শোভা হয়েছে এই ঘর্মবিন্দু দ্বারা ॥

॥জী° ১৫॥

১৫। শ্রীবিষ্মবাক্য টীকাঃ অংসন্ত্যবিবাণঃ স্বক্ধাংপিতগজদন্তঃ । অস্বজা রক্তস্ত মদসা চ বিন্দুভিঃ পরিতোহঙ্কিতঃ । বিরুঢ়াঃ উদ্গতাঃ প্রাষেদকণিকাস্তাভিনীহারকণিকান্তিরিবোপলক্ষিতঃ বদনাস্থ-রুহং যস্য স মূর্তয়ো বীররসশ্রিয়েব বভৌ ॥বি° ১৫॥

১৫। শ্রীবিষ্মবাক্য টীকাবুবাদঃ অংসন্ত্যবিবাণঃ—স্বক্ধে অংপিত-গজদন্ত । অস্বজ্জ-মদ ইতি—রক্তের ও হস্তীগণ্ড নির্গত স্রাবের বিন্দুর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অঙ্কিত বিরুঢ়া - উদ্গত, শিশির কণাবৎ

মল্লানামশনির্নাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্ ।

গোপানাং স্বজনোহসতাং ক্ষিতিভূজাং শাস্তা অপিত্রো শিশুঃ ।

মৃত্যুভোজপতেবিরাড়বিদুষাং তদ্বৎ পরং যোগিনাম্ ।

ব্রহ্মণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥১৭॥

১৭। অন্নয়ঃ : মল্লানাং অশনিঃ ( বজ্রতুলাঃ ), নরনাং ( মথুরাণাং দেবাদি রাহিত্যাছুৎপত্তৈব প্রেমসামান্যবতাং ) নরবরঃ ( নরশ্রেষ্ঠঃ ), স্ত্রীণাং মূর্তিমানস্মরঃ ( কন্দর্প ), গোপানাং স্বজনঃ, অসতাং ক্ষিতিভূজাং ( রাজ্ঞাং ) শাস্তা, অপিত্রো ( জনক-জনন্যোঃ ) শিশুঃ, ভোজপতেঃ ( কংসস্ত ) মৃত্যুঃ, অবিদুষাম্ ( অজ্ঞানাং ) বিরাট্ ( ব্যষ্টিঃ প্রাকৃতঃ মনুষ্যঃ ), যোগিনাং ( সনকাদিনাং ) পরং তদ্বৎ ( মূর্তং পরব্রহ্ম ), ব্রহ্মিণাং পরদেবতা ইতি বিদিতো ( জ্ঞাতঃ ) সাগ্রজঃ ( অগ্রজেন সহ শ্রীকৃষ্ণঃ ) রঙ্গং ( রঙ্গভূমিঃ ) গত ( প্রবিষ্টঃ বভূব )।

১৭। মুলানুবাদঃ : অতঃপর সেই রঙ্গভূমিতে অবস্থিত নানাবিধ জনগণের মধ্যে এই শ্রুতি-প্রসিদ্ধ মহারসস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ চিত্তের অবস্থা অমুসারেই স্ফূর্তি প্রাপ্ত হলেন, যথা— মল্লদের নিকট বজ্রতুলা, প্রেম-সামান্য বিশিষ্ট মাতুরজনের নিকট চিত্তচমৎকারী রূপ-গুণ-লীলাদি দ্বারা শ্রেষ্ঠ, মাতৃস্থানীয় জনদের ছাড়া অন্য যুবতীদের নিকট মূর্ত কামদেব, গোপেদের নিকট স্বজন, অপরাধী রাজগণের নিকট সংহারক, নিজ পিতামাতার নিকট শিশু, কংসের নিকট মৃত্যু, কংস পুরোহিতাদি অপরাধিদের নিকট একটি প্রাকৃত মনুষ্য, যোগিগণের নিকট মূর্ত পরব্রহ্ম, যদ্বংশীয় জনদের নিকট উপাস্য পরমেশ্বর। — এইরূপে বিদিত হয়ে বলদেব সহ কৃষ্ণ রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলেন।

বিন্দু বিন্দু ঘর্মের দ্বারা বিশিষ্টতা প্রাপ্ত বদনকমল যাঁর সেই কৃষ্ণ মর্তিমস্ত বীররস শোভার মতো হলেন। বি০ ১৫ ॥

১৬। শ্রীজীব বৈ০ ভো০ টীকাঃ : প্রবেশে পূর্বতো বিশেষবিবক্ষয়োক্তপোষত্যায়েনাই—ব্রতাবিত। কতিপয়ৈরিতি—বুদ্ধানাং শ্রীব্রজেন্দ্রেণ সহ গমনাং সবয়সামপাত্যাসন্নানামেব শ্রীগোকুলতঃ সঙ্গমনাং; বলদেব ইত্যনুজস্মেহেন দুষ্টবধার্থং তদানীং বলবিশেষ প্রকটনাং। জনার্দন ইতি জনৈর্নিজভক্তৈঃ শ্রীনারদাদিভিরদ্যতে কংসবধার্থং যাচ্যতে যঃ স তথা। রাজম্নিতি হর্ষণে সন্ধোধয়তি। গজস্য দন্ত্যবেব তন্মারগসাধনতয়া কংসাদৌ ভয়দৃষ্টোৎসর্গহীততয়া চ বরে আয়ুধে যয়োঃ; যদ্বা, গজদন্তশ্রেষ্ঠৌ আয়ুধে যয়োস্তৌ। জী০ ১৬ ॥

১৬। শ্রীজীব বৈ০ ভো০ টীকানুবাদঃ : প্রবেশ বিষয়ে পূর্বের ১৫ শ্লোক থেকে বিশেষ বলবার ইচ্ছায় ‘উক্তপোষত্যায়ে’ বলা হচ্ছে—ব্রতৌ ইতি। কতিপয়—কতিপয় গোপে পরিবৃত্ত হয়ে—তৎকালে বৃদ্ধব্রজজনেরা শ্রীব্রজের নন্দের সহিত বনপ্রান্তে অবস্থিতি হেতু এবং সমবয়সীদের মধ্যেও অতিশয় কাছের যারা তাঁরাই শ্রীগোকুল থেকে কৃষ্ণসহ আসা হেতু, ‘কতিপয়’ পদটি ব্যবহার হল। বলদেব—‘বল’ শব্দ



দিয়ে রামের যে নাম, তা প্রয়োগের কারণ, ছোটভাই-এর স্নেহে ছুঁই বধার্থ তদানিং বিশেষ বল প্রকাশন।  
**জ্ঞানার্দ্ভব**—এ নাম প্রয়োগের ধ্বনি, জ্ঞানারদাদি নিজ ভক্তগণের দ্বারা 'অর্দতে' কংস বধের জন্য যিনি  
 প্রার্থিত সেই কৃষ্ণ। রাজন্—মূর্তিমন্ত বীররস শোভাবৎ কৃষ্ণের স্মৃতিতে শ্রীশুকদেবের চিত্তে হর্ষের উদয়ে  
 রাজা পরীক্ষিতকে সম্বোধন করলেন 'রাজন্' বলে। গজদন্তবদ্রাঘাধো—গজের দন্তদুটিই কংসমারণ সাধনরূপে  
 ও কাঁধে স্থাপনে কংসাদির ভয়দরূপে শ্রেষ্ঠ অস্ত্র, এই অস্ত্রধারী রামকৃষ্ণ। অথবা, শ্রেষ্ঠ গজদন্ত দুটি যাদের  
 অস্ত্র সেই রামকৃষ্ণ। জীঃ ১৬ ॥

১৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ মল্লানামিতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র সর্বরসকদম্বমূর্তিরিতি  
 কার্যাকারণাভেদাৎ। 'রসো বৈ সং, রসং হোবাং লক্শনান্দী ভবতী' (শ্রীতে ২।৭।১) ইতি শ্রুতেঃ।  
 বিশেষশ্চৈব—মল্লানাং পরমশূরস্বভাবতয়া গর্বিতানামবজ্ঞাতচরস্তাপ্যশনিতুল্যান্ধেন হরেঃ সুরগাদশনিবহি-  
 রোধিনমবগণ্য প্রবেশাচ্চ মল্লানাং ক্রোধস্থায়িতাবময়ো] রৌদ্রঃ; নৃণাং তদ্বৈ তদীয়স্বভাবতিরিক্তানাং  
 পৌরাদীনাং লোকোত্তরবিলাসাদির্দর্শনে বিন্ময়স্থায়াদৃতঃ; জ্ঞীণাং মানাদি-ব্যতিরিক্তানাং স্মরণে প্রিয়ভাব-  
 ময়ী রতিব্যক্তা, ততস্তৎস্থায়ী শৃঙ্গারঃ; গোপানাং জ্ঞীদামাদীনাং স্বজনো বয়স্যঃ, ততোহসঙ্কুচিতচিন্ততয়া  
 গজরক্তমদবিন্দুদন্তাদিজাতবিলক্ষণবেশদর্শনে তেবাং হাসস্থায়িতাবো হাস্যঃ। অসতাং রাজ্ঞাং শাস্তেতি  
 তদ্বীৰ্য্যাতিশয়দর্শনে যুদ্ধোৎসাহস্থায়ী বীররসঃ। পিত্রোঃ শ্রীদেবকীবন্দুদেবয়োঃ শ্রীনন্দবন্দুদেবয়োৰ্বা তত্-  
 পলক্ষণেন তৎসমবাসনানামন্তেষামপি শিশুত্বকুর্ভেস্তদীয়মাদ্বৈ-জ্ঞানে মল্লাদিদৌরাভ্যাসঙ্করা শোকস্থায়ী  
 করুণঃ। এব এব দয়াশব্দেন লক্ষিতঃ। কংসস্য মৃত্যুস্তদুৎ, তেন ভয়স্থায়ী ভয়ানকঃ। অবিভ্রাং  
 সচ্চিদানন্দবিগ্রহেন বিদ্বদগণসম্মতেহপি তস্মিন্ বিকলহৃদয়ভৌতিকত্বনির্ণয়াজ্জগৎপ্ৰাস্তায়ী বীভৎসঃ।  
 যোগিনাং জ্ঞানিতজ্ঞানাং পরং তৎ পরংব্রহ্মবিগ্রহঃ, তেন শাস্তিস্থায়ী শাস্তঃ; 'শমো মন্থিততা বুদ্রঃ'  
 (শ্রীভা ১।১।১৯।৩৩) ইতি শাস্তি শব্দস্য তন্নিষ্ঠাচিহ্নেন তন্নিষ্ঠায়াশ্চ তৎপ্রীতিমাত্রজ্ঞানেন দাস্য-সখ্যাদি-  
 ভাববিশেষানির্দেশেন চাখিলাশ্রবাসনাশাস্তিপূর্বকস্তৎস্বরূপৈকালম্বনঃ প্রীতিবিশেষ এব শাস্তিরিত্যুচ্যতে।  
 সাহস্যাস্তীতি অর্শাদিতাদচ্। বৃষ্টীনাং পরমারাধ্য ইতি সপ্রেমভক্তিকঃ ভক্তিরারাধ্যতয়া জ্ঞানং, প্রেমা-  
 ন্ত্রিকা ভক্তিঃ প্রেমভক্তিঃ, তয়া স্থায়িরূপয়া সহ বর্তত ইত্যতোহং রসসংগ্রহল্লোকঃ; 'রৌদ্রোহুদৃতঃ'  
 শুচিরথো ধৃতসখ্যাহাসো, বীরোইথ বৎসলযুতঃ করুণো ভয়াঙ্কঃ। বীভৎস-সংজ্ঞ উদিতোইথ  
 তথৈব শাস্তঃ, সপ্রেমভক্তিরিতি তে দ্ব্যধিক' দশ স্মাঃ॥' ইতি। অত্র ক্রমঃ বিনা নির্দেশস্তত্রোচ্চাঘ-  
 জনানাং দৃষ্টিপাতস্তথৈব জ ত ইতি বিক্ষয়া। অথবা, অথ যে তত্র পতিকূলজ্ঞানাঃ অজ্ঞানাঃ, সজ্ঞানা  
 অনুকূলজ্ঞানাশ্চেতি সামান্যতশ্চতুর্বিধাস্তদবান্তরভেদেন বিশেষতো দশবিধা দ্রষ্টারঃ সন্তি, তেষামসৌ যথা-  
 যোগাং পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্বদ্বন্দ্বপ্রকটনোবিবর্তাবিতি তাদৃঙ, মধুরবিলাসে পরমৈশ্বর্যমপি দর্শয়তি—মল্লানা-  
 মিতি; তত্র মল্লাঃ কংসপক্ষীয়াঃ সক্ষিতিভূজঃ কংসশ্চ ঐতিকূলজ্ঞানাঃ, পরমসুখবিগ্রহে তস্মিন্ তথা তথা  
 দুঃখদশাযোগাং; কিন্তু তমোদূষিতদৃষ্টয়ঃ তস্মিন্ বিপরীতমেব ধর্ম্যং প্রতিযন্তি। খণ্ডে পিত্তদূষিতজিহ্বায়া-

স্তিক্তম্বেব, তত্র মল্লানাং স্বাক্ষস্পর্শাতিকর্ষণাদিনা সর্ববাদবাদিসাধুগণস্য তথা তস্যাপি পরাভবং  
ভাবয়তাং, ততোহপ্যতিকর্ষণাদিহং প্রকটিতমিত্যশনিঃ । অসতাং সাধুণামেব শাস্তিঃ কুব্ধতাং, ততএবা-  
নধিকারিণামপি বলাদেব ক্ষিতিভুজাং তদুপভোগকর্তৃণাং শ্লেষণে তানভাবহরতামিব শাস্তা দণ্ডকর্তা ।  
ভোজপতেচ্চ রাক্ষসদৈত্যাদিনিজগণদ্বারা স্বয়ধনানেকসাধুনাং মৃত্যুহেতুত্বেন স্বমাত্রাদৌ স্বস্মিংশ্চ তথোত্তম-  
কারিত্বেন প্রসিদ্ধস্য, অতঃ শ্লেষণে সর্বঙ্গিলানাং শ্রেষ্ঠস্যেত্যর্থঃ । তস্য মৃত্যুর্থম ইব, অথ ন দ্বিধিণো,  
ন চ সজ্ঞানাঃ, ন চানুকূলজ্ঞানাঃ, যাজ্ঞিকব্রাহ্মণা ইব কেচিদবিদ্বাংসঃ, তাদৃশতৎস্বরূপানুভূতে সুখোদয়াভাব-  
যোগ্যে জানন্ত্যেব, কিন্তু তাদৃশত্বানুভাবকতচ্ছিত্তিবেশেষপ্রসাদালাভেন যৎকিঞ্চিদানুকূলকত্বেনৈবানুভবন্তি,  
তেষাং বিরাট্, বিরাড়ংশনুবালকবিগ্রহঃ, অথ সজ্ঞানা আকাশস্থিতযোগিনঃ সনকদায়ঃ, তে তু সর্বশ্রয়-  
ভূততয়া জানন্তীতানুকূল্যাংশস্ত নাতিসম্ভবাং কেবলতজ্জ্ঞানমাত্রাঃ, তেষাং পরং তদ্ব্যমথগুপ্তরূপতল্লক্ষণং,  
গুণানাং পিণ্ডরূপ শ্রীভগবদাকারত্বেন কেবলস্বরূপমাত্রাবিভাবব্রহ্মাকারতোহপি শ্রেষ্ঠং বাস্তববস্তিত্বার্থঃ ।  
অথ নরবরঃ স্ত্রিয়ঃ, বৃক্ষয়ঃ, পিতরৌ, গোপাশ্চানুকূলজ্ঞানাঃ । তথা তথা জ্ঞানস্যানুকূল্যমহত্বাভেবাং  
তদ্রূপ ইতি স্বাভাবিকানন্তমাধুরীপ্রভাববলস্য তস্য তাংস্তান্ প্রতিতত্ত্বজ্ঞানসাং যদ্যদংশাংশাভাসলাভেন  
জীবা অপি তথা তথা রোচন্তে, তত্র নৃণামিতরাণুকূলচতুইয়ব্যতিরিক্তানাং সাধারণানাং নিরীক্ষ্য তাবুত্তম-  
পুরুষো জনা ( ২০ শ্লোক ) ইত্যাদি বক্ষ্যমাণানাং মধ্যে কেষাঞ্চিং পুরুষাণাং মহানয়ং বতাদর্ম ইত্যাদি  
বক্ষ্যমাণবচনানাং মধ্যে কাশাঞ্চিং শ্রীণাঞ্চ্যেত্যর্থঃ । তেষাং নরবরঃ নরজাতিষু নরশ্রেষ্ঠঃ, এষাং জ্ঞানিত্বং  
প্রভাবমাধুর্যাংশজ্ঞানেনৈব তচ্ছ্রেষ্ঠত্বাবগমাং, আনুকূল্যত্বঞ্চ তথা তথা বচনাং । এবমুক্তরোত্তরত্রাপি  
তারতম্যেন তত্ত্বে জ্ঞেয়ে । শ্রীণাং তাদৃশবাক্যানাং মধ্যে 'গোপ্যস্তপঃ কিমচরন' ( শ্রীভা ১০।৪৪।১৪ )  
ইত্যাদিবচনানাং কাশাঞ্চিং স্মরন্তুকেতুমাধুরীবেশেষপ্রকাশনেন শ্রীকৃষ্ণাবভাসিতে স্মরচেতসি প্রাকৃতস্মরদেবতয়া  
অধিকারসামর্থ্যেন চ স্বয়মেতদ্রূপঃ, অতএবাহ—মূর্ত্তিমানিতি । মূর্ত্তিত্বেন হিহং ন বিশেষ্যতেইযথাবদ্বাং,  
পরতত্ত্বত্বইপি ন তেন সহ মূর্ত্ত্তেৰ্ভেদাৎ । বৃক্ষীনাং তৎপ্রধানানাং যাদবানাং পরদেবতাপারমৈশ্বৰ্যা-  
ক্ষুরণেন, সম্বন্ধক্ষুরণস্তারতপ্রায়ত্বাৎ । পরা সর্বতঃ প্রেষ্ঠা যা দেবতা স্বয়ং ভগবত্বেন নিজারামা, সৈব  
স্বয়ম্ । অতঃ পিত্রোর্থকুললীলায়াং পিতৃত্বেন প্রসিদ্ধয়োঃ শ্রীবহুদেবদেবক্যোবৃক্ষিশ্রেষ্ঠত্বেন তজ্জন্মক্ষণ-  
মারভ্য তাদৃশস্তত্যাদিশ্রবণেনৈশ্বৰ্য্যজ্ঞানাচ্চারতবাৎসল্যায়োরপি শিশুরিতি তদানীং তাদৃশসঙ্কটসময়ে  
শ্রীনন্দাদিসঙ্গেনৈব শুদ্ধবাৎসল্যস্যোপল্লাসাদিতি জ্ঞেয়ম্ । স্বশব্দোইত্রবৃক্ষিত্যোইত্তরঙ্গত্বব্যঞ্জনায়া, স্বপিত্রো-  
রিতি কচিং পাঠঃ । অত্র বিশেষ্যপদং নাধ্যাহার্য্য, গোপানাং শ্রীনন্দদীনাং শ্রীদামাদীনাঞ্চ স্বজনঃ  
পুত্রাদিরূপো মিত্রাদিরূপশ্চেতি তেষাং স্বভাব এবোক্তঃ । তথা তথৈব শ্রীগোকুললীলায়াং শ্রীমুনীন্দ্রাদি-  
ভিস্তেষামসকুং প্রশস্তত্বানুদপেক্ষয়াহেবাং কনিষ্ঠীকৃতত্বাচ্চ । অত্র চৈব জ্ঞেয়ম্, উক্তা ভাবান্তাবল্লিবিধাঃ -  
প্রতিকূলজ্ঞানানাং প্রতিবিরোধিনঃ, অজ্ঞানানাং প্রীতাদাসীনাং, অন্যোভয়েবাং প্রীত্যাশ্রক ইতি ।



তত্রাত্তানামশনিবিশাস্ত্বকৃত্যাহতানাস্তয়প্রায়া এব লক্ষন্তে, তচ্চ তেষাং ভয়ং রসতাং ন প্রাপ্নোতি । প্রাকৃত-  
 রসশাস্ত্রাদিঃ শ্রবাকাব্যাদর্শমীয়েষু দৃশ্যাকাব্যানুকାର্যেষু চ নলদময়ন্তাদিষু রসোৎপত্তিঃ ন সং তিপদন্তে,  
 কিন্তু তত্তৎকাব্যানুভবিতৃষেব তেষাপি তৎসবাসনেষেব সম্প্রতিপদন্তে । মল্লাদি সবা সনাস্ত ন ভগবৎকাব্যাদি-  
 কারিণ ইতি ত্রীভাগবতরসবিদস্ত তাদৃশং ভাবং দ্বেষ্যত্বেনৈব মত্বন্তে । বস্তুতঃ চ হুঃখরূপ এবাসাবিতি ন  
 মুখস্বরূপরসতামহিতি । অথাত্তানামবজ্জৈব, সাপি রসতাং ন প্রাপ্নোতি । অথান্যোভয়েষাং প্রীত্যাত্মকত্বে  
 নৈকোহপি তত্রদ্বিশেষাৎ পঞ্চ ভেদাঃ—যোগিনাং জ্ঞানভক্তস্য পরপর্যায়ী শান্তিঃ, বৃক্ষীনাং তদুপলক্ষিত-  
 ভক্তিমতাং প্রেমপর্যায়ী ভক্তিঃ, মিত্রাণাং সখ্যং, পিত্রাদীনাং শিশুত্বপূত্রহতাবনাময়প্রীতিমতাং বাৎসল্যং,  
 স্ত্রীবিশেষাণাং প্রিয়তাভাবনাময়ী রতিরিতি । যত্র তু বৈশিষ্ট্যং ন জাতং, তত্র শুদ্ধৈব প্রীতিঃ, তথা নৃণামিতি  
 ঘট । এষ চ প্রীত্যাত্মকঃ সর্বোহপি ভাবো রসতাং প্রাপ্নোত্যেব, ব্রহ্মানন্দতোহপি স্বতএব পরমানন্দ-  
 রূপত্বাৎ । প্রাকৃতরসশাস্ত্রাত্তানামপি যৎকিঞ্চিদানন্দরূপত্বেনৈব প্রীত্যাঙ্গীনাং রসতা-সম্প্রতিপত্তেঃ । বিভাবাদি-  
 সন্তাবশচাত্র স্বতএব পরমালৌকিকঃ অতঃ প্রাকৃতরসবৎ কবিকৃত্রিমালৌকিকত্বমপি নাপেক্ষ্যতে । অতোহত্র  
 বর্ণনীয়ানুকারণ্যোরেব মুখ্য্য রসোৎপত্তিঃ । এষ এব ভাগবতরসো নাম কৌমুদীকারাদিভির্দর্শিতঃ । মূলেহপি  
 —‘পিবত ভাগবতং রসমালয়ম্’ (ত্রীভা ১।১।৩) ইত্যাদৌ । তত্রোদাহরণঞ্চ—‘স্বরন্তঃ স্মারয়ন্তুশ্চ  
 মিথোহিঘোষহরং হরিম্ । ভক্ত্যা সজ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যাংপুলকাং তনুম্ ॥ কচিদ্ভদ্রস্ত্যচ্যুতচিন্তয়া কচি,  
 দ্বসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ । নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং, ভবন্তি তুষ্টীং পরমেতা নিবৃত্তাঃ ॥’  
 (ত্রীভা ১।১।৩।৩১-৩২) ইতি । অত্র হরিরালম্বনো বিভাবঃ, স্মরণমুদীপনো বিভাবঃ, বিশেষণ ভাবয়তি  
 রসমিতি বিভাবশব্দাস্থার্থঃ । স্মরণানিক উদ্ভাস্রাখ্যোহনুভাবঃ । পুলকঃ সাত্ত্বিকাখ্যঃ, অনুভাবয়তি জ্ঞাপয়তি  
 রসমিতি তচ্ছব্দার্থঃ, চিন্তাদয়ঃ সঞ্চারিতাবাঃ, রসে সম্যক্ চরন্তীতি । সংজাতয়া ভক্ত্যেতি স্থায়ী ভাবঃ  
 সর্বপ্রায়ত্বাৎ স্থাতুং শীলমশ্রুতি । ‘ভবন্তি তুষ্টীং পরমেতা নিবৃত্তাঃ’ (ত্রীভা ১।১।৩।৩২) ইতি তৎ-  
 সম্বলনং পরং পরমরসাত্মকং বস্তুিত্যর্থঃ । এবং ‘ভগবদর্শনাহ্লাদবাস্পপর্যায়াকুলেক্ষণঃ । পুলকাচিভাঙ্গ  
 তৎকর্ণাং স্বাখ্যানেনহপি হি নাশকং ॥’ (ত্রীভা ১।৩।৩।৩১) ইত্যাদি । এব প্রীতেতৈকোন তন্ময়-  
 রসস্ত্রাপৈকাং, তত্ত্বাবানাং যোঢ়াভেদেন রসা অপি যোঢ়াঃ । যথা শান্তিস্থায়ী শান্তঃ, প্রেমভক্তিস্থায়ী  
 সপ্রেমভক্তিকঃ, সখ্যস্থায়ী সখ্যময়ঃ, বাৎসল্যস্থায়ী বাৎসল্যঃ, রতিস্থায়ী শৃঙ্গারঃ, অবশিষ্টপ্রীতিস্থায়ী তু  
 প্রীতিময় এব । অথ যেহনোইদুতাদয়ো ভাগবতাঃ সপ্ত রসাস্তেহপি তেষু ভগবৎপ্রিয়জনেষু ভগবৎ-  
 প্রীতৈরেবাবির্ভবন্তি, তত্রৈব চ তিরোভবন্তীতি তত্রদ্রসসঞ্চারিতাবপ্রায়া গোণতান্নাত্র গণ্যন্তে । তদ্বিরোধি-  
 তদুদাসীনভাবো তু তজ্জ্ঞানাত্মৈব দর্শিতাবিতি । এতে চ ভাবরসাঃ প্রায়াঃ সংজাতুরেণপরিভাষ্য রসা-  
 মূতসিকৌ ত্রীমন্ত্যতুস্তভাশরৈবিস্তরতঃ করতল ইব দর্শিতাঃ । সংক্ষেপতস্তদর্থং সংগ্রহল্লোকাশ্চৈতে—‘স্থায়ী  
 ভাবো বিভাবানুভাবৈঃ সঞ্চারিতস্তথা । স্বাতন্ত্র্যং নীয়মানোহসৌ রস ইত্যভিধীয়তে । কারণাত্মখ  
 কার্য্যানি সহকারীনি যানি চ । তাত্ত্বৈব বাপদিশ্যন্তে বিভাবাত্মাখ্যয়া রসে ॥ আলম্বনোদীপনাখ্যো  
 বিভাবস্য ভিদে উভে । আলম্বনো চ দ্বিবিধো বিষয়াশ্রয়ভেদতঃ ॥ রসস্ত বিধয়ঃ কৃষ্ণস্তানুভবিতাশ্রয়ঃ ।

স চানুভবিতা প্রেমণা যঃ শ্রেষ্ঠোহন্যস্পৃহাকরঃ । উদ্দীপনাস্তু সম্বন্ধিপদার্থাঃ কংসবৈরিণঃ । অনুভাবাঃ  
সাত্ত্বিকাঃ সুর্য্যাসিক্যশ্চেতি তে দ্বিধা ॥ স্তম্ভঃ স্বেদোইথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোইথ বেপথুঃ । বৈবর্ণ্যমশ্রু-  
প্রলয় ইত্যপ্তৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ ॥ নৃত্যং বিলুপ্তিতং গানং শ্বাসহাসাদয়োইপি চ । আঙ্গিকা অনুভবাস্তে  
যথাযথমুদীরিতাঃ ॥ নির্বেদশ্চ বিষাদশ্চ দৈন্যং গ্লানি স্তমোমদঃ । গব্বঃ শঙ্কা ত্রাসবেগো উন্মাদাপস্মৃতী  
তথা ॥ ব্যাধিমোহো মৃতিশ্চৈব আলস্যং জাড্যমিত্যপি । ত্রীড়াবহিতা স্বরণং বিতর্কশ্চিন্তনং মতিঃ ॥  
হিংসোৎসুক্যং হৌগ্র্যামর্ষাসূয়াশ্চ ধৃতিচাপলে । নিদ্রা চ স্তম্ভিরালস্যমিতীমে ব্যাভিচারিণঃ ॥ নির্বেদা-  
তাস্ত্রয়ত্রিংশদ্বাভাঃ সূর্য্যাবিচারিণঃ । স্থায়িনং বর্দ্ধয়ন্তো যে প্রাচুঃসন্তি তিরোইপি চ ॥ আশ্রুকল্যাণকা  
যাচিল্লিপ্সোল্লাসসধক্ষিকা । স স্থায়ী তারতম্যেন রতিঃ প্রেমাদিনামভাক্ ॥ রতিঃ প্রেমা তথা স্নেহঃ  
প্রণয়ো মানরাগকৌ । অনুরাগমহাভাবাবেতে ভাবক্রমা মতাঃ ॥ শাস্তিঃ প্রীতিস্থথা সখ্যং বাৎসল্যং  
প্রিয়তা চ সঃ । জ্ঞানাদরস্বতুল্যত্বকুপাবল্লভভাবতঃ ॥ শাস্তঃ প্রীতস্থথা প্রেয়ান্ বৎসলো মধুরো রসাঃ ।  
সামান্যাস্তজ্ঞিশঙ্কোক্তঃ স্থায়ী ভক্তিরসো মতঃ ॥ বিস্ময়ো হাস্য উৎসাহক্ৰোধভীতঘৃণাশুচঃ । যে চৈতে  
স্থায়িনো ভক্তের্জাতাস্তে তত্র গোণকাঃ ॥ অদ্ভুতে হাস্যবীরৌ চ রৌদ্রস্তদন্তয়ানকঃ । বীভৎসঃ করুণশ্চৈব  
তেষু গোণরসাঃ ক্রমাৎ ॥ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ত্বন্ত ভক্তিদ্বারাত্র সম্মতম্ । কচিং স্বতেইপি যেন স্যাৎ স্থায়িনো  
নহি দূষণম্ ॥' ইতি । জী০ ১৭ ॥

১৭। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাবুদ : [ 'প্রেম' থেকে মহাভাব এই ৮টি স্থায়ীভাব ।  
—বিভাব-অনুভাবাদি মিলনে এই স্থায়ী ভাবগুলি রসাবস্থা প্রাপ্ত হয় । শাস্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য,  
মধুর—এই পাঁচটি মুখ্যরস, আর হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস—এই সাতটি গোণ  
রস । এই দ্বাদশ রসের বিষয় কৃষ্ণ । —শ্রীস্বামিপাদ 'মল্লানাম্' শ্লোকে অভিযুক্ত-রস সমূহ যথাক্রমে  
শ্লোকাকারে বলেছেন, যথা—রৌদ্র, অদ্ভুত, শৃঙ্গার, হাস্য, বীর, দয়া, ভয়ানক, বীভৎস, শাস্ত, সপ্রেমভক্তি ।  
শৃঙ্গারাদি সকল রসকদম্বমূর্তি শ্রীভগবান্ ঐ রঙ্গভূমিতে যার যেরূপ চিত্তের ভাব তার সম্বন্ধে সেই রস-  
মূর্তিতে অভিযুক্ত হলেন, সকলের প্রতিই যে সমগ্র রসমূর্তিতে অভিযুক্ত হলেন, তা নয়, এই আশয়ে  
বলা হচ্ছে, মল্লানাম্ ইতি ] এখানে কৃষ্ণকে 'সর্বরসকদম্বমূর্তি' বলার হেতু, রস হল কারণ এবং তার  
কার্য হল মূর্তি, এ দুইয়ে অভেদ । —'শ্রীভগবান্ নিজে রসস্বরূপ—রসসমুদ্রই যেন ঘন'ভূত হয়ে  
মূর্তি ধারণ করেছে । এই রস আশ্বাদন করত জীবও রসময় হয় ।' = (শ্রীতৈ ২.৭।১ ) শ্রুতি । এই  
পর্যন্ত স্বামিপাদে 'সর্বরসকদম্বমূর্তি' বাক্যটির উপর বিশ্লেষণ ।

এখন বিস্তারিতভাবে বলা হচ্ছে. যথা - ১) মল্লাবাং—পরমবীরস্বন্য গর্বিত এই মল্লদের কৃষ্ণ  
অবজ্ঞাতচর হয়েও তাঁদের চিত্তে বজ্রতুলা অঙ্গরূপে ফুরণ হেতু, এবং এই বিরোধীদের তুচ্ছরূপে গণনা  
করত তাঁর রঙ্গস্থলে প্রবেশ হেতু এই মল্লগণের আশ্বাদন ক্রোধ-স্থায়ীভাবময় 'রৌদ্র' রস । ২) বৃন্যং—  
যারা নিজেদের কৃষ্ণের বিদেবী বা নিজজন মনে করে তারা ছাড়া অন্য সহরবাসী লোকেরা কৃষ্ণের অলৌ-



কিক বিলাসাদি দর্শনে বিস্থিত হলেন, এদের বিস্ময়রূপ স্থায়ীভাবময় 'অদ্ভুত' রস। ৩) স্ত্রীপাং— পিতামাতাদি মাণ্ডজনদের ছাড়া অল্প স্ত্রীদের স্মরণ—কামদেবকপে জ্ঞানে প্রিয়ভাবময় রতি ব্যক্ত হল। অতএব ইহাই এঁদের স্থায়ীভাব রস হল 'শৃঙ্গার'। ৪) গোপালাং স্বজনঃ—শ্রীদামাদির নিজজন অর্থাৎ বয়স্য (এরা রূপেগুণ বেষ কৃষ্ণের সমান, সঙ্কোচবিন্দু বর্জিত), অতএব এদের চিন্তে কোনও সঙ্কোচ না থাকায় কৃষ্ণের রক্ত-মদবিন্দু-দন্তাদি জাত বিলক্ষণ বেষ দর্শনে হাসির উদয় হল।—স্থায়ীভাব হাস, রস হাস্য, ৫) অসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা—তুষ্ট রাজগণের নিকট শাস্তি বিধানকারিকপে প্রতীত—কৃষ্ণের বীৰ্য্যাতিশয় দর্শনে এদের যে যুদ্ধোৎসাহ, ইহা স্থায়ীভাব রস—বীর। ৬) স্বপিত্রো শিশুঃ—পিতামাতাদের নিকট শিশু শ্রীদেবকী-বসুদেব দু জনের নিকট, বা শ্রীনন্দবসুদেবের নিকট—এই 'পিত্রো' পদটির উপলক্ষণে এদের সমবাসনায়ুক্ত অন্য জনদের নিকটও 'শিশু' শিশুরূপে স্মৃতি হেতু তনীয় কোমলতা জ্ঞানে মল্লাদি-দৌরাত্ম আশঙ্কায় যে শোক, ইহা স্থায়ীভাব রস—করণ। ইহাই শ্রীধরের টীকায় 'দয়া' শব্দে লক্ষিত। ঋতুভোজপাতঃ—কংসের নিকট মৃত্যুরূপে প্রতিভাত।—অতএব স্থায়ীভাব ভয়, রস—ভয়ানক। ৮) বিরাড়বিদুমাং—অজ্ঞানের নিকট বিরটি পুরুষ।—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহরূপে বিদ্বৎসমাজে সম্মত হলেও কৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রীহনতা মননের দ্বারা পঞ্চভূতে গড়া বলে নির্ণয় করা হেতু—এদের স্থায়ীভাব জুগুপ্সা (নিন্দা), রস—বিভৎস। ৯) যোগিতাম্, পরমতত্ত্বং—যোগিদের নিকট পরমতত্ত্বরূপ।—জ্ঞানিতদের নিকট পরংব্রহ্মবিগ্রহ, অতএব স্থায়ীভাব—শাস্তি, রস—শাস্ত। 'শমো মনিষ্ঠতা'—(শ্রীভাং ১১।১৯.৩৬)—এই 'শাস্তি' শব্দের তাৎপর্য 'কৃষ্ণনিষ্ঠা' হওয়ায়, আর এই নিষ্ঠা থেকে তাঁর প্রতি প্রীতিমাত্র জন্মানোতে, আর দাস্য সখ্যাদি ভাববিশেষের নির্দেশ না থাকায় অখিল অল্প বাসনা শাস্তিপূর্বক তৎস্বরূপৈক আলম্বন প্রীতিবিশেষই শাস্তি, এরূপ বলা হয়। ১০। বৃষ্ণীপাং পরাদবতা—ষড়্বংশীয়গণের পরম আরাধ্য।—অতএব এখানে রস সপ্রেমভক্তিক—'ভক্তি' শব্দে কৃষ্ণই আরাধ্য, এরূপ জ্ঞান। প্রেমাত্মিকভক্তিই প্রেমভক্তি। স্থায়ীভাব—সম্মমপ্রীতি—এইরূপে দেখা যাচ্ছে এই 'মল্লানাম্' শ্লোকটি রস সংগ্রহ শ্লোক, যথা— ১। রোদ্র, ২। অদ্ভুত, ৩। শুচি শৃঙ্গার, ৪। ধৃতসখ্য-হাস, ৫। বীর, ৬। বৎসল যুক্ত করণ ৭। ভয়ানক, ৮। বিভৎস, ৯। শাস্ত, ১০। সপ্রেমভক্তি—এই শ্লোকে দশটি, আরও ছুটি অধিক আছে, যা এই শ্লোকে নেই—মুখরসের সখ্য ও দাস্য নেই। সব মিলিয়ে দ্বাদশ রস। এই শ্লোকে ক্রম বিনা এই রসের নির্দেশের কারণ (ভংগং সিন্ধুতে ক্রম—শাস্ত, সপ্রেমভক্তি ইত্যাদি) এ রঙ্গভূমির ভালমন্দ জনদের যেমন যেমন কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত হয়েছে তেমনি তেমনি তাদের কথা বলবার ইচ্ছা। অথবা, ঐ রঙ্গভূমিতে যে সকল ১। প্রতিকূল জ্ঞানীগণ, ২। অজ্ঞজন, ৩। জ্ঞানবান জন, ৪। অনুকূল জ্ঞানীজন—এইরূপে সামান্যভাবে চতুর্বিধ জন, বিশেষভাবে বলতে গেলে এদের অপ্রধান ভেদে দশবিধ জট্টা, তাদের মধ্যে যার যেমন যোগ্যতা তার কাছে সেই পৃথক্, প্রথক্, ধর্ম প্রকাশ করত কৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন—তাদৃশ মধুর বিলাসে পরম ঐশ্বর্যও দেখালেন—'মল্লানাম্ ইতি'—এই শ্লোকের মধ্যে কংস পক্ষীয়া মল্লগণ ও

কাছে মূর্তিমান কামরূপে প্রতিভাত। — এই সাধারণ নাগরিকদের নিকট বরবরঃ— মনুষ্যজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য মাধুর্যের অংশের জ্ঞানের দ্বারাই এদের সেই শ্রেষ্ঠত্বের অবগতি, আর আনুকূল্যও প্রাপ্তি হয়, নাগরিক জনদের মধ্যে সেই সেই আলোচনা থেকে। এইরূপে পরপরও তারতম্যেই তত্ত্ব বুঝে নিতে হবে। উপরে উল্লিখিত জীদের তাদৃশ আলোচনার মধ্যে ‘গোপীগণ কি তপস্তা করেছিল, যার ফলে এঁরা কৃষ্ণের এত প্রসাদ লাভ করছে’ — (শ্রীভা০ ১০।৪৪।১৪) এরূপ যে কথা, তার থেকে বুঝা যায়; কোনও কোনও মাথুর জীদের নিকট কৃষ্ণ মূর্তিমান্ স্মর (কাম),— এই অপ্রাকৃত কাম হেতু মাধুরীবিষে প্রকাশনের প্রভাবে ও শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিতে উজ্জ্বল ঐ জীদের চিত্তে অপ্রাকৃত কাম-দেবের অধিকার সামর্থ্যে সম্মুখের কৃষ্ণ রূপটি স্বয়ং কামদেব রূপেই প্রতিভাত—তাই বলা হল মূর্তিমান। মূর্তিমান্ শব্দটির প্রয়োগে কিন্তু ‘স্মর’ শব্দটিকে বিশেষিত করা হয় নি, তা অব্যবহৃত হওয়া হেতু। কারণ কামের কোন দেহ নেই। পরতত্ত্বস্বরূপেও কৃষ্ণের সঙ্গে মূর্তির ভেদ না হওয়া হেতু। বৃষ্ণিণ্যং পর-দেবতা—বৃষ্ণিবংশের মধ্যে প্রধান যাদবদের নিকট ‘পরদেবতা’ রূপে প্রতিভাত—এই রঙ্গভূমিতে এখন তাঁদের চিত্তে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যের স্মৃতি হওয়ায় আমার পুত্র আমার ভাই, এরূপ সম্বন্ধ-স্মরণ আবৃতপ্রায় হওয়া হেতু। ‘পরদেবতা’—যে দেবতা ‘পর’ অর্থাৎ সর্বতো ভাবে প্রেষ্ঠ, স্বয়ং ভগবানরূপে নিজ আরাধ্য কৃষ্ণই স্বয়ং। স্বপিত্রো শিশুঃ পিতামাতার নিকট শিশু। যতুকুল-লীলাতে পিতামাতা-রূপে প্রসিক্ত শ্রীবসুদেব-দেবকী বৃষ্ণি শ্রেষ্ঠ বলে কৃষ্ণের জন্মক্ষণ আরম্ভ থেকে শ্রীবসুদেব দেবকীর মুখে কৃষ্ণ সম্বন্ধে ‘আপনিই প্রকৃতির স্রষ্টাপুরুষ’- (ভা০ ১।৩।১৩) ইত্যাদি স্তুতি প্রভৃতি শ্রবণে বুঝা যায়, তাঁদের ঐশ্বর্যজ্ঞানই প্রধান, আর বাৎসল্য আবৃত।—এরূপ হলেও তাদের নিকট এই রঙ্গস্থলে বাৎসল্য-রস পোষক ‘শিশু’রূপে প্রতিভাত—এর কারণ সেই সময়ে শ্রীনন্দাদির সঙ্গগুণে শুদ্ধবাৎসল্য উল্লাসপ্রাপ্ত। ‘স্বপিত্রো’ পাঠও কোথাও কোথাও দেখা যায়, সেক্ষেত্রে ‘স্ব’ শব্দটি যতুকুলের লোক-দের সঙ্গে কৃষ্ণের অন্তরঙ্গতা প্রকাশের জন্য প্রযুক্ত। গোপাণ্যং স্বজলঃ—শ্রীনন্দাদি-শ্রীদামাদি গোপেদের নিকট পুত্রাদি-মিত্রাদিরূপ স্বজন—এঁদের স্বভাবই এখানে উক্ত হল। যে রূপে এখানে, ঠিক সেই সেই রূপই শ্রীগোকুললীলায় শ্রীমুনীন্দ্রাদি শ্রীনন্দাদি সম্বন্ধে বারবার এরূপ প্রশংসা বাক্য প্রয়োগে বুঝা যাচ্ছে, শ্রীনন্দাদি থেকে অস্ত্র সকলকে কমা করে দেখানোই যেন উদ্দেশ্য।

উক্ত ভাব সাবুলো ত্রিবিধ—১) প্রতিকূল জ্ঞানীজন—প্রীতিবিরোধী। ২) অজ্ঞজন—প্রীতি উদাসীন। ৩) জ্ঞানবান ও অনুকূল জ্ঞানীজন—প্রীতি-প্রাণ।

১। এখানে এই প্রথমশ্রেণীর নিকট কৃষ্ণ প্রতিভাত হলেন,—বজ্র, শাস্তা ও মৃত্যুরূপে, এহল ভয়ে ভয়ে দর্শন—এই ভয় রসতা প্রাপ্ত হয় না। প্রাকৃত রস-শাস্ত্রবিদগণ বলেন, শ্রবণীয় কাব্যে বর্ণনায় বিষয়ে, এবং দৃশ্যকাব্যে অনুকার্যে (কাব্যে বর্ণিত নায়কে) নলদময়ন্তী প্রভৃতিতে রসোৎপত্তি প্রতিপাদিত হয় না। ভাগ্যবান দ্রষ্টা ও শ্রোতারই রসাস্বাদ হয়—শ্রাব্য কাব্যেও বর্ণনায় বিষয়, বর্ণক



ও শ্রোতা যথাযোগ্য হলে রসাস্বাদ হয়। কিন্তু হয়, সেই সেই কাব্য অনুভবীগণের মধ্যেই, আবার তাদের মধ্যেও যারা তৎসবাসন তাদের মধ্যেই সম্যক্ রস নিষ্পত্তি হয়। মল্লাদি সবাশন হলেও তারা কিন্তু ভগবৎকাব্য অধিকারী নয়, তাই শ্রীভাগবতরসবিদগণ কংসাদির তাদৃশ ভাবকে দেখরূপেই মানেন, বস্তুত ইহা দুঃখরূপই, সুখস্বরূপ রসতা প্রাপ্তিতে যোগ্য নয়।

২) অতঃপর অঙ্কদের অবজ্ঞা-ইহাও রসতা প্রাপ্ত হয় না।

৩) জ্ঞানবান্ ও অমুকুল জ্ঞানীজনদের নিকট শ্রীতি আত্মকরূপে প্রতিভাত কৃষ্ণ—এরূপে ‘এক’ হলেও রঙ্গভূমিতে উপস্থিত জনদের মধ্যে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য থাকা হেতু, এর মধ্যে পঞ্চভেদ, যথা— যোগিণীয়াং—জ্ঞান-ভক্তদের মধ্যে মুক্তি পর্যায়ভুক্ত,—এদের স্থায়ীভাব শান্তি, বৃষ্ণিণীয়াং—যত্ববংশীয় লোকদের, এই পদটির দ্বারা উপলক্ষিত ‘সুচি’ত হয়েছ—‘ভক্তিমানজন’—এদের স্থায়ীভাব প্রেমপর্যায়-ভুক্ত ভক্তি,—১) মিত্রদের সখ্য, ২-৩) শিশু—পুত্র ভাবনাময় শ্রীতিযুক্ত জনদের বাৎসল্য, ৪) প্রিয়ভাবনাময়ী স্ত্রীবিশেষদের রতি। ৫) কিন্তু যেখানে বৈশিষ্ট্যজাত হয় নি, সেখানে শুদ্ধাশ্রীতি। তথা ৬) বৃণাং—মথুরার সাধারণজন—এই শ্রীত্যাশ্রক ভাব সবগুলিই রসতা প্রাপ্ত হয়—ব্রহ্মানন্দ থেকেও স্বতঃই পরমানন্দরূপ হওয়া হেতু। প্রাকৃত রসশাস্ত্রজ্ঞদের মতেও যৎকিঞ্চিৎ আনন্দরূপ ভাবের দ্বারাই শ্রীত্যাশ্রির রসতা নিষ্পাদিত হয়। আরও এ বিষয়ে বিভাবাদির বিত্তমাতা পরম অলৌকিক। সুতরাং প্রাকৃত রসবৎ কবিকল্পিত অলৌকিকত্বেরও অপেক্ষা নেই। অতএব এই রঙ্গস্থলে অনুকার্য কৃষ্ণরাম দুজনেতেই মুখ্য রসোৎপত্তি। এই ‘ভাগবতরস’ নামকৌমুদীকারাদি দ্বারা উত্তমরূপে দর্শিত হয়েছে।

এই শ্রীমদ্ভাগবতের মূল শ্লোকেও এরূপ উক্ত হয়েছে, যথা—‘পিবত ভাগবতং রসমালয়ম্’—(শ্রীভা ১।১।৩) ইত্যাদি। তাৎপর্যার্থ রসরূপ শ্রীমদ্ভাগবতাত্ম্য ফল পুনঃ পুনঃ পান করতে থাকুন।—এই ভাগবতেই উদাহরণও আছে, যথা—“এইরূপে ভাগবত পুরুষগণ সাধনভক্তি সজ্জাত প্রেমভক্তি বলে সর্বপাপবিনাশন শ্রীহরিকে স্মরণ করে এবং পরস্পরকে স্মরণ করিয়ে পুলকিত শরীরে অবস্থান করেন। অতঃপর শ্রীহরি-চিন্তার নিমগ্নতায় তাঁদের লোকোপেক্ষা চলে যায়। তাঁরা কখনও রোদন, কখনও হাস্য, কখনও বাক্যালাপ, কখনও নৃত্য, কখনও কীর্তন, কখনও লীলাভিনয় করতে থাকেন। এইরূপে শ্রীহরির সাক্ষাৎকার লাভ করে শাস্ত ও মৌনভাবালম্বী হয়ে থাকেন।” —(শ্রীভা ০ ১।১।৩১-৩২)।—এখানে হরি—আলম্বন বিভাব, স্মরণ—উদ্দীপন বিভাব,—যা তাপ দিয়ে রসকে বিশেষভাবে জমিয়ে তোলে, তাকে বলে বিভাব। স্মরণাদি—উদ্ভাসন নামক অনুভাব।—(ইহার প্রবৃত্তি বুদ্ধিপূর্বক। ভাবযুক্ত লোকের দেহে প্রকাশমান—গাত্রমোটন, জন্তা, নৃত্য ইত্যাদি)। রোমাঞ্চ—সাদৃশ্যনামক অনুভাব।—ইহা রসকে জানিয়ে দেয়। (সাদৃশ্য কেবল সত্ত্ব হতে জাত—বুদ্ধিপূর্বক প্রবৃত্তি হলে তা সাদৃশ্য হবে না—ইহার প্রবৃত্তি স্বতঃই হয়ে থাকে—স্তম্ভ, রোমাঞ্চ ইত্যাদি হল সাদৃশ্য)। চিন্তাদি—

সঞ্চারিতাব-রসসমুদ্রের তরঙ্গ,—খেলে বেড়ায়। (১১।৩১-৩২) শ্লোকের ‘সংজাতয়া ভক্ত্যা’—সাধন-ভক্তি সঞ্জাত প্রেমভক্তি—এই স্থায়ীভাব সর্বাশ্রয় হওয়া হেতু, এর স্বভাবই হল সর্বাবস্থায় প্রেমপ্রাপ্ত জনের দেহে নিশ্চলভাবে থাকা। ৩২ শ্লোক-শেষে তাই বলা হল—[ভবন্তি তুষীং] “এইরূপে ‘পরং’ পরমরসাত্মক বস্তুর সহিত মিলনে শান্ত ও মৌনভাব ধারণ করলেন।” আরও “হে নৃপ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন জনিত আহ্লাদে সমুদিত অশ্রুতে ব্যতিবস্ত নেত্রকলেবর অক্রুর মহাশয় প্রেম-বিবশতাতি হেতু ‘আমি অক্রুর, আপনাকে প্রণাম করছি’ এরূপ বলতে সমর্থ হলেন না” (শ্রীভা০—১০।৩৮।৩৫)

এইরূপে প্রীতির ঐক্যে তন্ময় রসেরও ঐক্য, সেই ভাবসকলের ষোড়শ ভেদে, রসও ষোড়শ, যথা—শান্তি স্থায়ীভাব, রস শান্তি। প্রেমভক্তি স্থায়ী, রস সপ্রেমভক্তিক। সখ্য স্থায়ী, রস সখ্যময়। বাৎসল্য স্থায়ী, রস বাৎসল্য। রতি স্থায়ী, রস শৃঙ্গার। অবশিষ্ট ১১ সংখ্যক ভাব ও রস—প্রীতি স্থায়ী, রস প্রীতিময়। অতঃপর অগ্নি অদ্ভুতাদি যে ৭টি রস আছে, সে সকলও সেই ভগবৎপ্রিয়জনে ভগবৎপ্রীতির দ্বারাই আর্জিত হয়—সেখানেই আবার তিরোভাব প্রাপ্ত হয়—সেই সেই রস সঞ্চারিত-ভাবপ্রায় গোণরস, ইহা এখানে গণনা করা হল না। কৃষ্ণে বিরোধীভাব এবং উদাসীন ভাব কিন্তু ভগবৎ স্তব্ধের অভাব দেখানোর জন্যই উল্লেখ।—এইসব ভাব ও রস কিছু কিছু অগ্নি সংজ্ঞায় ব্যক্ত করত ভক্তিরসায়ুতসিন্ধুতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপাদের শুভ ইচ্ছায় শ্রীরূপপাদ বিস্তারিত ভাবে সকলের বুঝবার মতো করে দেখিয়েছেন।

সংক্ষেপে সেই অর্থসংগ্রহ শ্লোক এইরূপ, যথা—স্থায়ীভাবটি বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারীভাব যোগে স্বাভাব প্রাপ্ত হলে তাকে রস বলা হয়। রসস্বজন বিষয়ে কারণ কার্যসমূহ যা সহকারীরূপে কাজ করে, তাকে বিভাবাদি নামে উল্লেখ করা হয়। আলম্বন ও উদ্দীপন এই দুই নামে বিভাব ভেদপ্রাপ্ত হয়। আবার আলম্বন বিভাব দুই প্রকার—বিষয় আলম্বন, আশ্রয় আলম্বন—রসের বিষয় হলেন কৃষ্ণ। তাঁকে যে অনুভব করে অর্থাৎ আশ্বাদন করে, তাকে বলা হয় আশ্রয় আলম্বন। এই আশ্রয় ভক্ত আশ্বাদন লাভ করে প্রেমের সহায়তায়, যা শ্রেষ্ঠ অনাস্পৃহা নিরতি কারক। [শ্রীভগবৎপ্রিয়বর্গ প্রীতির আশ্রয় আলম্বন হলেও যাহাকে আশ্রয় করত সেই প্রীতি-বিশেষ প্ররত্ত হয়, তাহাকেই সেই প্রীতির আলম্বন মনে করবে, অত্যাগ্ন সকলই তৎসম্বন্ধে উদ্দীপন।—যাঁর উদ্দেশ্যে রতি প্ররত্ত হয়, তাহাকে ‘বিষয়’ এবং যে আধারে রতি থাকে তাকে আশ্রয় বলে। কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় পদার্থ, যথা বেণু, মস্তকের ময়ূরপাখা ইত্যাদি উদ্দীপন বিভাব। অনুভাব দুইপ্রকার সাদ্বিক ও আঙ্গিকা। সাদ্বিকা—সুস্ত, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বৈপথ্য, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় এই অষ্টবিধ। আঙ্গিকা—নৃত্য, ভূমিতে গড়াগড়ি, গান, শ্বাস, হাসাদি। ব্যভিচারী—কায়বাক্য অন্তঃকরণের দ্বারা সম্যক সৃষ্টিত হয়ে যে সকলভাব বিশেষ সাহায্য করতে করতে স্থায়ীভাবে দিকে গমন করে (সমুদ্র তরঙ্গবৎ) তাকে ব্যভিচারী ভাব বলে, সংখ্যায় তেত্রিশ, যথা—নিবেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ,



মৃতি, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিখা, স্মরণ, বিতর্ক, চিন্তন, মতি, হর্ষ, ঔষুকা, ঔগ্র, অমর্ষ, অমৃয়া, ধৃতি, চাপলা, নিদ্রা, স্তম্ভি, বোধ। —ইহা স্থায়ীভাবে বর্ধিত করতে করতে আবিলুত ও তিরোভূত হয়। —এই ব্যাভিচারী ভাব—আনুকূল্যাক্ষক, চিংলিপ্সু, উল্লাসধর্মিকা। স্থায়ী-ভাবক্রম এইরূপ, যথা—রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, মহাভাব। শান্তি, প্রীতি, সখ্য, বাৎসল্য প্রিয়তা, এই পাঁচটি স্থায়ীভাব জ্ঞানের মিশ্রণে সঙ্কোচিত নয়, এই স্বতুল্য কৃপাবল্লভ ভাব থেকে জাত হয়—শান্ত, প্রীত, প্রেমান বৎসল, মধুর—এই পাঁচটি রস, যা সামান্যভাবে ভক্তিশব্দোক্ত স্থায়ীভক্তিরস। —বিস্ময়, হাস্য, উৎসাহ, ক্রোধ, ভীতি, ঘৃণা, শোক—এইসব স্থায়ীভাব যারা ভক্তি থেকে জাত, তারা সেখানে ‘গৌণকা’। আর এদের সম্বন্ধে ক্রমানুসারে গৌণরস—অদ্ভুত, হাস্য, বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, বিভৎস, করুণ। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কিন্তু এখানে ভক্তি দ্বারা স্বীকৃত। যার দ্বারা (যে স্থায়ীভাবের দ্বারা) কখনও স্বতঃই হয়,—এ স্থায়ীভাবের পক্ষে দোষণীয় নয় ॥ভীঃ ১৭ ॥

১৭। শ্রীবিষ্ণুস্বামী টীকা : অথ তত্র রঙ্গভূমৌ স্থিতেষু নানাবিধজনসমুদায়েষু শ্রেণিপ্রথিত-মহারসস্বরূপঃ স্বয়ং ভগবানয়মন্তঃকরণানুরূপমেব স্কুরতি স্মৃতি বদনয়মেব সর্বোপনিবৎসারার্থো মৃত ইতি সাক্ষাদিব দর্শয়তি—মল্লানাং পর্বতোপশরীরীণাং চাগুরাদীনামশনিরিব বিদিতোহভূদিত্যেবমেব সর্বত্রাষয়। কচিং তৃতীয়ার্থে কচিং সম্বন্ধে চ ষষ্ঠ্যঃ। অতিশুকুমারশ্রুশীতলমধুরাঙ্গোহপি স পর্বতৈর্মহাকঠোরসুসন্তাপককটু-তরাঙ্গো বজ্র ইব মল্লৈর্দেব-দৃষ্টান্তঃকরণৈরনুভূতঃ পিতৃদৃষিতরসনৈর্মৎশ্রুতিকাপিও ইবাতিতিল্ক ইতি তৈস্তৎ-সবাসনৈস্তত্রৈতঃ সর্ভোরপি দৃষ্ট্যপি ভগবতঃ স্বরূপং নাস্বাদিতমিতি তেষু রসাভাস এব নতু রসঃ। নৃণাং মথুরাণাং দেবাদিরাহিত্যাছুৎপত্তৌব প্রেমসামান্যবতাং নরবরঃ নরেষসাধারণৈরতিচমৎকারকরুণগুণলীলাদিভিঃ শ্রেষ্ঠ ইতি তৈঃ, শুক্লসত্ত্বময়ান্তঃকরণৈস্তস্য নরবরঃ স্বরূপমেবাস্বাদিতমিতি তেষু বিস্ময়রসঃ। স্ত্রীণাং জনন্যা-দিব্যতিরিক্তানাং যুবতীনাং স্মর ইতি কৃষ্ণবিষয়ককামস্য প্রাকৃতত্বাভাবাৎ তাসাং মাথুরেণ প্রেমবত্বাত্তাতিস্তস্য সাক্ষান্মথমন্মথঃ স্বরূপমেবাস্বাদিতমিতি তাসুজ্জলোরসঃ। অত্রৈব মূর্তিমানিতি বিশেষণোপপত্তাসেনাস্তৈব স্বরূপশ্রাদ্ধিঃ ধ্বনিতং, গোপানাং স্বজন ইতি তৈরপি স্বরূপমাস্বাদিতং যতো গোপমিত্রং খলু তস্য স্বরূপমেবেতি তেষু সখ্যরসো হাস্যরসশ্চ। অসতামসাধূনাং ক্ষিতিভূজাং শ্লেষণে সজ্জনবতীং পৃথ্বীং গ্রসতা-মিব ভক্তাপরাধিনাং তেষাং শাস্তা অন্তকঃ ইত্যন্তকঃ সর্বহৃদঃ সর্বানন্দকন্দস্য কৃষ্ণস্য ন স্বরূপমতৈর্মল্লৈ-রিব তন্মাস্বাদিতমিতি তেষুরৌদ্ররসাভাস এব। অপিত্রোনন্দবস্তুদেবয়োবস্তুদেবকোবাঁ শিশুরিতি তাভ্যাক্ষ স্বরূপমাস্বাদিতং যতো নন্দাত্মজঃ বস্তুদেবাত্মজঃ তস্য স্বরূপমেবেতি। তত্র বাৎসর্যসো বিজিঘাংসু-লোকদর্শনাং করুণরসশ্চ। ভোজপতেঃ কংসস্য মৃত্যুরিতি মৃত্যুং মাধুর্যমুদাযকস্য কৃষ্ণস্য ন স্বরূপ-মতস্তেন তস্য তন্মাস্বাদিতমিতি তস্মিন্ ভয়ানকরসাভাসঃ। অবিদ্বাং কংসপুরোহিতাদীনামপরাধিনাং বিরাদ্-ব্যপ্তিঃ প্রাকৃতো মনুষ্যঃ। হংহো অয়মেব কিং পরমেশ্বর ইত্যুচ্যতে ভ্রান্তৈরয়ন্ত পারদারিকেন গবাদিঘাতিহেন চ শ্রুতচরঃ, সংপ্রতি প্রাণ্যস্থিরকলিলগাত্রো মনুষ্যেষ্যনাচারো ঘৃণ্যস্পদীভবত্যাগ্নে-

ত্রাণামিতি ব্যাহরৎসু মহাপাপিষ্ঠেবাবেশাভাবাৎ কংসাদিভ্যোইপ্যধমেষু মন্দভাগেষু তেষু বীভৎসরসাভাসঃ ; যোগিনাং সনকাদীনাং পরং তত্ত্বং মূর্ত্তং পরং ব্রহ্মেতি তস্য স্বরূপং তৈরাশ্বাদিতমিতি তেষু শান্তুরসঃ । বৃক্ষীনাং পরদেবতোপাস্তপরমেধর ইতি তৎস্বরূপং তৈরাশ্বাদিতমিতি তেষু দাসারস ইত্যেবং তত্র দশবিধেষু জনসমুদায়েষু চতুর্থাৎ বিমুখত্বেন তদ্রসাস্বাদনাসামর্থ্যাৎ ষড়্ভিরষ্টৌ-রসাঃ স্বাদিতা ইত্যেতো “রসো বৈ সঃ রসং হেবায়ং লক্ণানন্দী ভবতী”তি বৈ নিশ্চিতমেব সঃ শ্রীভাগবতীয়দশমস্কন্ধদর্শিতায়াং মাথুররঙ্গ-ভূমৌ প্রসিদ্ধঃ কৃষ্ণ এব রসঃ । তং রসং কৃষ্ণমেবায়মানন্দময়োইপি লক্ণানন্দী আনন্দভূমবান্ ভবতীতি রসশ্রুতিরেবং ব্যাখ্যেয়া । বি• ১৭ ॥

১৭। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুঝাদঃ : অতঃপর সেই রঙ্গভূমিতে স্থিত নানাবিধ জনসমুদায়ের ভিতরে এই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ মহারসস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ অন্তরকণের অবস্থা অনুরূপেই ক্ষুতিপ্রাপ্ত হলেন, এই কথা বলবার জন্য ইনিই যে, সর্ব উপনিষৎ সারার্থ মূর্ত, তাই সাক্ষাতের মতোই দেখান হচ্ছে— মল্লাবাং—পর্বতের মতো শরীরধারী চাগুরাদির নিকট অশলি—বজ্রের মতো বিদিত হলেন কৃষ্ণ— এইরূপই সর্বত্র অময় হবে। —অতি সুকুমার, সুশীতল, সুমধুর অঙ্গ হয়েও কৃষ্ণ পর্বতোপম মহাকঠোর, অতিশয় সন্তাপদায়ী, অতিশয় বিরস অঙ্গ বজ্রের মতো অনুভূত হলেন, দ্বেষ-দুষ্ট অন্তঃকরণ মল্লদের দ্বারা। —যেমন মিছুরিখণ্ড মিষ্ট হলেও পিত্তভ্রুত জিহ্বায় অতি তিক্ত লাগে। সেইরূপ ঐ মল্লদের দ্বারা ও সেখানে উপস্থিত সমবাসন (সমসংস্কার) সভ্যদের দ্বারা দৃষ্ট হলেও তাঁদের ভগবানের স্বরূপ আশ্বাদিত হয় নি, তাই তাদের চিত্তে রসাভাসই হয়েছে, রস হয় নি। বৃণাং—দেবাদি-রাহিত্যে হেতু জন্ম থেকেই প্রেমসামান্যবিশিষ্ট মাথুর জনদের নিকট বরবরঃ—নরশ্রেষ্ঠরূপে অর্থাৎ মনুষ্যসমাজে অসাধারণ অতি চমৎকারক রূপ-গুণ-লীলাদিতে শ্রেষ্ঠ জনরূপে শুদ্ধসহময় অন্তঃকরণ অর্থাৎ তাঁদের দ্বারা ‘নরশ্রেষ্ঠ’ স্বরূপটিই আশ্বাদিত হল, তাই তাদের মধ্যে বিস্ময়রস। স্বপীণাং—জননী প্রভৃতি বাতিরিক্ত যুবতীদের নিকট স্মরণঃ—কাম—কৃষ্ণবিষয়ক কামের প্রাকৃতত্ব না থাকা হেতু, মাথুরজন-স্বভাবে এই স্ত্রীরা প্রেম-বতী হওয়া হেতু তাঁদের দ্বারা সাক্ষাৎ মন্থমন্থ স্বরূপই আশ্বাদিত হল, তাই তাদের মধ্যে উজ্জল রস। কৃষ্ণের এই মন্থমন্থ স্বরূপ এখানেই মূর্ত্তিমান্—মূর্ত্তি ধরেছে, এই বিশেষণ বিজ্ঞাসের দ্বারা কৃষ্ণের এই স্বরূপেরই অঙ্গিত্ব ধ্বনিত হল। (—আর সব এই অঙ্গীরই অঙ্গ)। গোপাণাং স্বজন গোপেদের স্বজন। তাঁদের দ্বারাও ‘স্বরূপ’ আশ্বাদিত, কারণ গোপ-মিত্রত্ব তাঁর স্বরূপ—এদের মধ্যে সখ্যারস, হাস্যরস। অসত্যম্—অসাধু ক্ষিত্তিভুজাং—রাজাদের, অর্থান্তরে সজ্জনবতী পৃথিবীকে যেন গিলে খাচ্ছে, এরূপ ভক্ত-অপরাধী সকলের শাস্তা—নাশক। এই নাশক রূপ সর্বস্বহৃদ সর্বানন্দকন্দ কৃষ্ণের স্বরূপ নয়, অতএব মল্লদের মতো তাদের দ্বারা কৃষ্ণ আশ্বাদিত হল না—তাই এদের মধ্যে রোদ্ররসাভাস। স্বপিত্রো শিশুঃ—নিজ পিতামাতার নিকট শিশু। —নন্দ-বসুদেব, বা বসুদেব-দেবকীর নিকট শিশু, তাঁদের দ্বারা স্বরূপ আশ্বাদিত কারণ নন্দাশ্রজহ ও বসুদেবাশ্রজহ তাঁর স্বরূপ।



হতং কুবলয়াপীড়ং দৃষ্ট্বা তাবপি দুর্জয়ো ।  
কংসো মনস্যপি তদা ভৃশমুদ্বিবিজে নৃপ ॥ ১৮ ॥

১৮। অন্নয়ঃ হে নৃপ ! মনস্বী অপি (মহাশূরোইপি) কংস কুবলয় পীড়ং হতং [তথা] তো (রামকৃষ্ণে) অপি দুর্জয়ো দৃষ্ট্বা তদা ভৃশং উদ্বিবিজে (ভীতো বভূব)

১৮। মূলানুবাদঃ হে নৃপ ! কুবলয়পীড়কে হত হতে দেখে ও রামকৃষ্ণকে দুর্জয় দেখে কংস মহাবীর হয়েও তখন অত্যন্ত উদ্বেগগ্রস্ত হল ।

তথায় বাৎসল্যরস, আর ঘাতকলোক দর্শন হেতু করুণরস । ভোজপাতঃ—কংসের নিকট মৃত্যু—মাধুর্যস্থধা-বর্ষুক কৃষ্ণের স্বরূপ ‘মৃত্যু’ নয়, তাই তার দ্বারা কৃষ্ণের স্বরূপ আশ্বাদিত হয় না—অতএব তাতে ‘ভয়ানক’ রসাতাস । অবিদ্রুমাং—অবিদ্বানদের নিকট অর্থাৎ কংস-পুরোহিতাদি অপরাধীদের নিকট বিরাজ—বাষ্টি (অর্থাৎ পৃথক্ একটি) প্রাকৃত মনুষ্য । —‘হায় হায় এই কি আবার পরমেশ্বর, এরূপ তো ভ্রান্ত-রাই বলে, এ তো পরব্রীণামীরূপে, গবাদিঘাতিকপেই প্রসিদ্ধ, সম্প্রতি প্রাণীর অস্থি-রক্ত-লিপ্ত শরীরধারী যা মাছুষের মধ্যেও অনাচার,—ঘৃণাস্পদী বলে আমাদের নেত্রে প্রতীয়মান হচ্ছে—এইরূপ বাক্য বিস্তার-কারী মহাপাপীষ্ঠ, আবেশ-অভাব হেতু কংসাদির থেকেও অধম, মন্দভাগ্য তাদের মধ্যে বিভৎস রসাতাস । ঘোগিলাং—সনকাদির নিকট পরং তত্ত্ব—মৃত’ পরব্রহ্ম—কৃষ্ণের স্বরূপ তাদের দ্বারা আশ্বাদিত, তাদের মধ্যে শাস্তরস । বৃষ্টিলাং—যতুবাংশীয়দের নিকট পরাদেবতা—উপাস্য পরমেশ্বর । তৎস্বরূপ তাঁদের দ্বারা আশ্বাদিত, তাই তাঁদের মধ্যে দাস্তরস । —এইরূপে দেখা যাচ্ছে, রঙ্গভূমিতে দশবিধ জনসমুদয়ের মধ্যে চার শ্রেণী বিমুখ বলে রসস্বরূপ কৃষ্ণের রস আশ্বাদনে অসমর্থ—এ-হেতু ছয় শ্রেণী জনদের দ্বারা ৮টি রস আশ্বাদিত ।—“শ্রীভগবান্ নিজে রসস্বরূপ—এই চিত্তচমৎকারিহজনক আনন্দকে অর্থাৎ রসকে আশ্বাদন করত জীবও আনন্দময় হয়,”—অতএব এর থেকে ইহাই নিশ্চিত হল যে, শ্রীভাগবতীয় দশম-স্কন্ধে দর্শিত রঙ্গভূমিতে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণই সেই ‘রস’ । সেই রস এই কৃষ্ণই আনন্দময় হয়েও ‘লঙ্কানন্দী’ আনন্দভূমবান্ অর্থাৎ আনন্দখনি [ ভূ=হওয়া+মি ( বিশেষ )—এইরূপেই রসশ্রুতি ব্যাখ্যা-যোগ্য ।

৥ বি° ১৭ ॥

১৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : হতং দৃষ্ট্বাতি মহোচ্চমঞ্চোপযুগপবেশাৎ । অতিদুর্জয়ত-দর্শনং, কুবলয়াপীড়হননাং তেজোবিশেষাভিব্যঞ্জনাচ্চ । মনস্বী মহাশূরোইপি, তদেতি ততঃপ্রাক্তাদৃশভয়া-ভাবাং, নৃপেতি কংসস্ত তাদৃশোদ্রোহাৎ, প্রহর্ষণে সন্মোহনম্ ॥ জী ১৮ ॥

১৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ : হতং দৃষ্ট্বা—কুবলয়পীড় হস্তী হত হল, এই ব্যাপার দেখে । —রঙ্গভূমির বাইরে হত হলেও কংস অতি উচ্চমঞ্চের উপর উপবেশন হেতু দেখতে পেল । আরও দেখল তো দুর্জয়ো—দুর্জয় রামকৃষ্ণকে, এই অতি দুর্জয়ত্ব দর্শন হল, কুবলয়পীড় হনন হেতু, বা তেজোবিশেষ অভিব্যক্তি হেতু । জী° ১৮ ॥

তো রেজতু রঙ্গগতো মহাভূজো

বিচিত্রবেশাভরণস্বরো ।

যথা নটাবৃত্তমবেশধারিণো

মনঃ ক্ষিপন্তো প্রভয়া নিরীক্ষতাম্ ॥ ১৯ ॥

১৯। অন্নয়ঃ : বিচিত্রবেশাভরণস্বরো মহাভূজো প্রভয়া নিরীক্ষতাং ( নিরীক্ষমানানাং মল্লাদি-  
দর্শবিধজনানাং ) মনঃ ক্ষিপন্তো ( বিক্ষিপন্তো ) তো ( রামকৃষ্ণো ) উত্তমবেশধারিণো নটো যথা রঙ্গগতো  
রেজতুঃ ।

১৯। মুলানুবাদঃ : বিচিত্র তিলক-কটকাদি বেশভূষা দ্বারা শোভিত মহাভূজ রামকৃষ্ণঃ মল্লাদি দশবিধ  
দর্শক জনদের মনে বিক্ষেপ জন্মাতো জন্মাতো উত্তম বেশধারী নটের ন্যায় শোভা পেতে লাগলেন রঙ্গভূমিতে ।

১৮। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকাঃ : মনস্বী মহাশূরোহপি । যদা, পূর্বত এব চিন্তাকুলোহপি তদানী-  
মতিচিন্তাকাতরো বভূব ॥ বিং ১৮ ॥

১৮। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকানুবাদঃ : মনস্বী—মহাবলরান হয়েও, অথবা পূর্বের থেকেই চিন্তা-  
কুল থাকলেও তখন অতি চিন্তাকাতর হয়ে পড়ল । বিং ১৮ ॥

১৯ শ্রীজীব বৈং তো টীকাঃ : বিচিত্রাণি বিবিধানি অদ্ভুতানি চ বেশাদীনি যয়োন্তো,  
তত্র বেশস্তিলকাদিঃ, আভরণং তিলকমেব, কটককুণ্ডলাদি, কৃতেহপি মহাযুদ্ধে তেষামল্লানিহাদিব্যঞ্জনয়া  
কৌশলবিশেষো ব্যঞ্জিতঃ । নিরীক্ষ্যমাণানাং মল্লাদিদশবিধজনানাং প্রভয়া অশনিহাদিরূপয়া স্বতেজসা মনঃ  
ক্ষিপন্তো যথাযথং বিক্ষিপন্তো, উত্তমবেশধারিণাবিতি নটবিশেষণম্ । উত্তমাস্তথ তথা প্রতাপনসমর্থ । যে  
বেশা নানানপথ্যানি, তদ্ধারিণাবিত্যেকস্য নানাং প্রকাশমাংগেণ তু কালভেদে দৃষ্টান্তঃ যদা, ঐন্দ্রজালিক-  
নট এবাত্র দৃষ্টান্তঃ, স চ স্বাঙ্গৈন্দ্রজলাভ্যাং সত্যাসত্যধর্ম্যান যুগপদর্শয়তীতি ॥ জীং ১৯ ॥

১৯। শ্রীজীব বৈং তো টীকানুবাদঃ : বিচিত্র - বিবিধ ও অদ্ভুত বেশ প্রভৃতিতে মণ্ডিত  
রামকৃষ্ণ—এখানে 'বেশ'—তিলকাদি, 'আভরণ'—কটক কুণ্ডলাদি—এইসব সাজে সাজলেও এই মহা-  
যুদ্ধে এইসব তছনছ হয়ে যাতে না-যায় সেইরূপ বৈশিষ্ট্য বোধক কৌশল বিশেষ প্রকাশিত হল ।  
—যেহেতু নিরীক্ষতাং—যারা চেয়ে চেয়ে দেখছে সেই মল্লাদি দশবিধ জনদের মনঃক্ষিপন্তো—মনে  
যথাযথ বিক্ষেপ সৃষ্টি হল । নটাবৃত্তমবেশধারিণো—উত্তমবেশধারী নটের মতো বেশধারী, কথাটা  
নটের বিশেষণ । —'উত্তম' যথা যথা প্রয়োজন তথা তথা ছেড়ে দেওয়ার উপযুক্ত যে সকল 'বেশ' অর্থাৎ  
নানা সাজসজ্জা । —(নটগণ যেমন প্রয়োজন মতো পর্দার আড়ালে গিয়েই বেশ বদলিয়ে আসে) এখানে  
রঙ্গভূমিতে সময়ভেদে রামকৃষ্ণের নানা সাজসজ্জা তাঁদের ইচ্ছামাত্র প্রকাশিত হয়—কারণ এ বেশভূষাও  
তো অপ্রাকৃত । অথবা, ঐন্দ্রজালিক নটই এখানে দৃষ্টান্ত । —সেও স্ব অঙ্গে ইন্দ্রজাল বিস্তারে  
সত্য অসত্য ধর্ম যুগপৎ দেখায় । জীং ১৯ ॥



নিরীক্ষ্য তাবৃত্তমপুরুষো জনা  
মঞ্চস্থিতা নাগর রাষ্ট্রকা নৃপ।  
প্রহর্যবেগোৎকলিতেক্ষণাননাঃ  
পপুন' তৃপ্তা নয়নৈস্তদাননম্ ॥ ২০ ॥

২০। অন্নয়ঃ হে নৃপ ! মঞ্চস্থিতাঃ নাগররাষ্ট্রকাঃ (‘নাগরাঃ’ পৌরাঃ ‘রাষ্ট্রকাঃ’ জনপদাশ্চ  
সর্ব) জনাঃ উত্তমপুরুষোঃ তো (‘রামকৃষ্ণো’) নিরীক্ষ্য প্রহর্যবেগোৎকলিতেক্ষণাঃ আননাঃ (প্রহসাবেগেন  
উজ্জ্বলিতানি স্ফীর্ণানি আননানি যেবাং তে তথা সন্তঃ) নয়নৈঃ (স্ব স্ব নৈঃ) তদাননং তয়ো’ রামকৃষ্ণয়োঃ  
মুখং) পপুঃ [পরন্তু] তৃপ্তাঃ ন [বভূবুঃ]।

২০। মূল্যাবাদঃ হে রাজা পরীক্ষিৎ ! অখিল সৌন্দর্য-মাধুর্য-খনি রামকৃষ্ণকে দর্শন করত  
হর্ষবেগে উৎফুল্লিত দৃষ্টিযুক্তবদনা পুরবাসী ও গ্রামীণ লোকেরা নয়নের দ্বারা তাঁদের মুখকমল পান করতে  
লাগলেন, কিন্তু পরিতৃপ্ত হলেন না।

১৯। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকা : মনঃ স্পৃশন্তো আশ্লিষ্য মনসি লগ্নীভূয়ঃ তিষ্ঠন্তাবিত্যর্থঃ । বি০ ৯ ॥

১৯। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকাবুবাদ : [ শ্রীবিষ্মনাথ চক্রবর্তিপাদ ‘ক্ষিপন্তো’ স্থানে স্পৃশন্তো  
পাঠধরে নিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন ] মনঃ স্পৃশন্তো—যারা দেখছে সেই জনদের মন আলিঙ্গন করত লগ্ন  
হয়ে রইলেন রামকৃষ্ণ । বি০ ১৯ ॥

২০। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : যে তু প্রতিকূলজ্ঞানব্যতিরিক্তাশ্বেষু তু সাধারণানমপি  
পরমপ্রেমৈব জাতঃ, কিমুতাসাধারণানামিত্যাহ—নিরীক্ষ্যতি । উত্তম-পুরুষাবিত্যখিলসৌন্দর্য্যবৈদগ্ধ্যাদিকঃ  
স্মৃতিতম্ ; মঞ্চস্থিতা ইতি নিরীক্ষণসমাকুলম্, নাগরাঃ পৌরাঃ রাষ্ট্রকাশ্চ জনপদা লোকাঃ সর্ব্বইপীত্যর্থঃ ।  
উৎকলিতঃ বিকশিতঃ, পপুৰিত্যনেন নয়নানাং চসকঃ, আননম্ চ সৌন্দর্য্যামৃতনিধানপাত্রম্ ।  
আননং পপুৰিতি সৌন্দর্য্য-প্রাচুর্য্যভেদোৎপ্রেক্ষয়া কেবলানননির্দেশো দর্শনে তৎপ্রাধাত্যং ॥ জী০ ২০ ॥

২০। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদ : রঙ্গমঞ্চে প্রতিকূলজ্ঞানী ব্যতিরিক্ত যারা উপস্থিত,  
তাঁদের মধ্যে সাধারণ জনাদেরও পরম প্রেমই জাত হল, অসাধারণ জনদের কথা আর বলবার কি আছে ?  
এই আশয়ে বলা হচ্ছে, নিরীক্ষ্য ইতি । উত্তম পুরুষো—এই পদের দ্বারা রামকৃষ্ণের অখিল সৌন্দর্য-  
মাধুর্য স্মৃতি হচ্ছে । মঞ্চস্থিতা - মঞ্চের উপর উপবিষ্ট বলে বাগবত—পুরবাসিগণ, রাষ্ট্রিকা—মফস্বলের  
লোক, সকলেরই দর্শন ভালভাবে হল । উৎকলিত—উৎফুল্লিত (আনন হয়ে) পপুঃ—পান করলেন,  
‘পপুঃ’ শব্দের ধ্বনি, পুরবাসি প্রভৃতি জনের নয়ন পানপাত্রস্বরূপ, আর কৃষ্ণরামের আনন সৌন্দর্য্যামৃত-  
ধারণপাত্রস্বরূপ, নয়নদ্বারে আনন আশ্বাদনই হয়, পান হয় না, তবে যে এখানে ‘পান’ কথাটি প্রয়োগ  
হল, তার কারণ, এখানে আননের সৌন্দর্য্য প্রাচুর্য্য হেতু আননের সহিত সৌন্দর্য্যামৃতের অভেদ উৎপ্রেক্ষায় ।  
অন্য অঙ্গের কথা না বলে কেবল আননের নির্দেশ, দর্শনবিষয়ে আননেরই প্রাধান্য হেতু । জী০ ২০ ॥

পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভ্যাং লিহন্ত ইব জিহ্বায়া ।

জিহ্বন্ত ইব নাসাভ্যাং শ্লিষ্যন্ত ইব বাহুভিঃ ॥২১॥

উচুঃ পরস্পরং তে বৈ যথাদৃষ্টং যথাক্রমং ।

তদ্রূপ-গুণ-মাধুর্য-প্রাগল্ভ্য-স্মারিতা ইব ॥২২॥

২১-২২। অর্থঃ : তে বৈ (নাগর-রাষ্ট্রকা জনাঃ) চক্ষুর্ভ্যাং পিবন্তঃ ইব (তয়োঃ পানমিব কুর্বন্তঃ), জিহ্বয়া লিহন্ত ইব, (তয়োঃ লেহনমিব কুর্বন্তঃ), নাসাভ্যাং জিহ্বন্ত ইব (তাবেব নাসয়োঃ প্রবেশ-যিতুমিব প্রবৃত্তা ইত্যর্থঃ) বাহুভিঃ শ্লিষ্যন্ত ইব ।

২১-২২। মূলানুবাদ : দর্শকগণ তখন রামকৃষ্ণকে যেন চক্ষুদ্বারা পান, জিহ্বা দ্বারা লেহন, বাহুপাশে যেন আলিঙ্গন করছিলেন এবং নাসিকায় যেন প্রবেশ করছিলেন ।

সেই রূপ-গুণ-মাধুর্য ও ধনুর্ভঙ্গাদি বিষয়ে সঙ্কোচরাহিত্যাদি দর্শকদের স্মরণ করিয়ে দিল, পূর্বশ্রুত ও দৃষ্ট কৃষ্ণ-প্রভাবাদি, যা তারা না বাড়িয়ে-সারিয়ে পরস্পর ছবছ বলাবলি করতে লাগল ।

২০। আবিম্বনাত্ম টীকা : প্রহর্যবেগেন সূর্যোদয়শেষেণেন উৎকলিতানি বিকসিতানি ঈক্ষণানি আননানি চ কমলানি যেষাং তে । তদাননমাধুর্যং পপুঃ ॥ বি০ ২০ ॥

২০। আবিম্বনাত্ম টীকানুবাদ : প্রহর্যবেগ-সূর্যোদয়ের স্বরায় কমল যেমন বিকশিত হয়, তেমনি বিকসিত হয়ে উঠল তাঁদের নয়ন এবং মুখ তদানন্তর, পপুঃ—সেই মুখমাধুর্য মঞ্চস্থ জনেরা পান করলেন । বি০ ২০ ।

২১-২২। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : পিবন্ত ইতি যুগাক, তাবিতি শেষঃ । ইবেত্যাং প্রেক্ষায়াং নেত্রবিস্তারণলিঙ্গেন তাভ্যাং তয়োঃ পানমিব কুর্বন্ত ইত্যর্থঃ । প্রত্যেকাপেক্ষয়া দ্বিত্বাদি, এবং জিহ্বাদ্বারা তন্মাধুরীবর্ণনলিঙ্গেন তয়া তয়োল্লেহনমিব কুর্বন্ত ইত্যর্থঃ । তথা হর্ষবশাৎ তদতিসামুখ্য-পূর্বকন সাক্ষুন্নত্ব সসম্মত্বাংসোত্তোলনাদিলিঙ্গেনাবিচ্ছিন্নতৎসৌরভালাভ-লালসয়া তাবেব নাসয়োঃ প্রবেশ-যিতুমিব প্রবৃত্তা ইত্যর্থঃ । তদ্বদেব চ পরস্পররূপদর্শনার্থং করচালন লিঙ্গেন বাহুভিস্তয়োরাঙ্গলিঙ্গনমিব কুর্বন্তঃ, অতএব চালনলাঘবেন বহব ইব দৃশ্যন্ত ইত্যভিপ্রায়েণাত তু বহুতং, কেষাক্ষিত্তদেবাগ্যানাং তত্তদিক্ষাপ্যন্তি, ততঃ কিঞ্চিদনুকরণমপি সম্ভবতীতাপি পিবন্ত ইবেত্যাদিকমুত্তমং । উচুরিতি তৈব্যাত্ম্যাত্ম । তত্র যথাদৃষ্টমিত্যাদাবেবং বিবেচনীয়ম্ । সমাসোহয়মব্যয়ীভাবঃ, স চ অব্যয়ং বিভক্তি° ইত্যাদিনা সূত্রেণ 'যথাসাদৃশ্যে' ইত্যাদিনা চ বর্ণ্যতে । তত্র প্রথমে যথার্থত্বে প্রবর্তমানশ্চৈবং বিবেকঃ । যথার্থাচ-হারঃ— যোগাতা, বীপ্সা, পদার্থানতিরিক্তিঃ সাদৃশ্যক্ষেতি । অএ পদার্থানতিরিক্তিস্তদনতিক্রমঃ, তত্রোদা-হরণং যথা বলমধোতি বলমনতিক্রম্যোত্যর্থঃ । যোগাতায়ামুদাহরণম্—অনুরূপস্ত দানং যথাদানমিতি, যোগামিত্যর্থঃ । অএ তু যথা-শব্দেন প্রযুক্ত্যতে, ন ত্বন্য-শব্দেঃ, এবং সর্বাণং ধ্বনতীত্যত্র সাদৃশ্যার্থে সহ শব্দবৎ । তস্মাদযথাদৃষ্টমিত্যাদৌ দৃষ্টং যদ্বদ্বদ্বাদি, তদনতিক্রম্য যথাক্রমং—ক্রমং যদগোবর্দ্ধনো-



করণাদি, তত্তদনতিক্রমোতি বিভজ্যৈব যোজ্যং, তদনুরূপমিত্যর্থঃ, ইত্যত্র তু যোগ্যাতায়ামেবাব্যয়ীভাবো  
গম্যতে, অনুরূপমস্ত দানমিতিবৎ, ততশ্চ তত্তদযোগ্যমিত্যর্থঃ। পদার্থানতিরুক্তিযোগ্যাতয়োরব্যয়ীভাবয়ো  
ভিন্নার্থেহেপি যোগ্যাতার্থে যৎ পর্য্যবসানং কৃতং, তৎ খলু তদৈব তাৎপর্য্যমিত্যপেক্ষয়া গম্যতে। যথা-  
সাদৃশ্য ইত্যাসাদৃশ্যে প্রবর্তমানস্ত দ্বিতীয়সূত্রস্যোদাহরণম্—যথাবৃদ্ধং প্রবিশন্ত য়ে য়ে বৃদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ।  
প্রত্যক্ষমিত্যনেন তচ্ছব্দো ব্যাখ্যাত ইতি। যদ্বা, যথেনিতি যোগ্যাতার্থ' এব দৃষ্টং যদনুরূপমিত্যাদি তদনু-  
রূপমেব শ্রুতং যন্নায়গণ্যশাবতার, ত্বাদি তদনুরূপমেব, নাধিকমিত্যর্থঃ। অতএব, রক্ষ্যতেহংশেনেতি।  
তত্তদপি তেবাং সন্ধিক্ষেমিবাসীং, সম্প্রতি তদদর্শনেনৈব নিশ্চিতং জ্ঞাতমিত্যাহ—তদ্রূপেতি। তস্য রূপং  
ভগবল্লক্ষণাকারং, গুণা অসমোদ্বৈসৌন্দর্য্যশৌর্য্যাদয়ঃ, মাধুর্য্যং কচিদাচ্ছাদিতেষপি রূপগুণেষু তৎস্বভাবত  
এব মনোহরং, প্রাগল্ভ্যং সর্বত্রাকৃষ্টং, তৈঃ স্মারিতা ইব, ইবেত্যাংপ্রেক্ষায়াং, বস্তুতন্তুসম্ভাবনা-  
বিপরীতভাবনাভ্যাং সন্ধিক্ষেমমেব, ন তু শ্রদ্ধাপি দৃষ্ট্যপি বিস্মৃতত্বমিতি তৈঃ প্রতীতিং প্রাপিতা ইত্যর্থঃ।  
যদ্বা, তত্তত্ত্ব তেবাং সদা স্মর্য্যমাণমপি তদানীং তদ্রূপাদি-দর্শনেনাভীত চমৎকৃতমাসীদিতী নূতনস্মরণ বিষয়তামিব  
প্রাপ্তমিত্যাহ—তদ্রূপগুণেতি। অতএবোত্তরত্র বিস্তৃতানাং বাক্যমাহেতি তৈর্ব্যাখ্যাস্তে ॥ জী• ২১-২২ ॥

২১-২২। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাযুগল : 'পিবন্ত' থেকে স্মারিত 'ইব' এই যুগল  
শ্লোক ১৯ শ্লোকের 'তো' সঙ্গে অধিত হয়ে ব্যাখ্যা। ইব—উপমায়। মাধুর্য্য আশ্বাদনের লোলুপতায়  
নয়ন বিস্তারিত হল, এ যেন দেখা নয়, 'পিবন্ত' কুম্ভারামের মুখ-মাধুর্য্য পান—প্রত্যেক জনের  
দিকে লক্ষ্য রেখে দ্বিঘচনে 'চক্ষুভ্যাং' চক্ষুযুগল বলা হল, যদিও বহুজনের বহুচক্ষুরই একই অবস্থা।  
জিহ্বার এমন অবস্থা প্রকাশ পেল যেন 'লিহন্ত' জিহ্বাদ্বারা ঐ মাধুরী লেহন হচ্ছে। জীবন্ত ইব  
বাসাভ্যাং—তথা হর্ষ বশে তাদের মনে হল, কুম্ভারাম যেন অতি সম্মুখে অবস্থিত, ঐ জনদের  
নাসা হয়ে উঠল উৎফুল্ল, সসম্ভ্রম-দীর্ঘশ্বাস বইতে লাগল,—এই লক্ষণে বলা হল, তারা যেন সৌরভা-  
লালসায় কুম্ভারামকে নাশায় প্রবেশ করাতে প্রবৃত্ত। আরও এইরূপেই পরস্পর রূপদর্শনার্থ করচালন  
চিহ্নে স্তিম্যান্ত ইব—যেন বাহুদ্বারা কুম্ভারামকে আলিঙ্গন করা হচ্ছে। অতএব চালন ক্ষিপ্ৰতায় মনে  
হল যেন বহু বাহু, এই অভিপ্রায়ে 'বাহুভিঃ' বহুবচন। কোনও কোনও সেই সেই যোগাজনের সেই  
সেই ইচ্ছা জাত হয়েছে, সূতরাং পানাদির কিঞ্চিৎ সদৃশীকরণ জাত হয়ে থাকতে পারে তাই 'পিবন্ত ইব'  
ইত্যাদি উক্ত হয়েছে।

[শ্রীধর : হাতীর বধ যথাদৃষ্ট ও বৃন্দাবনের গোবর্ধনধারণলীলা যথা শ্রুত, তা তা অতিক্রম  
না করে বলাবলি। [—এখানে এরূপ বিবেচনীয়—'যথা দৃষ্ট' পদটি অব্যয়ীভাব-সমাসবদ্ধ (অব্যয়পদ  
'যথা' যোগে 'যথা দৃষ্ট' পদটিও অব্যয়ীভাব প্রাপ্ত হল)। 'যথা' শব্দের চারপ্রকার অর্থ—যোগ্যতা,  
বীক্ষা, দৃষ্টবিষয়কে অতিক্রম না করা, এবং সাদৃশ্য। এই অর্থানুসারে 'যথাদৃষ্ট' 'যথাক্রম' পদের ব্যাখ্যা]  
—রক্ষমণ্ডে উপস্থিত জনেরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, বাড়িয়ে সারিয়ে নয়, এখনই ধনুর্ভঙ্গাদি যেরূপ

এতৌ ভগবতঃ সাক্ষাৎকরেন্নারায়ণশ্চ হি ।

অবতীর্ণাবিহাংশেন বসুদেবশ্চ বেষ্মনি ॥২৩॥

২৩। অম্বয়ঃ : এতৌ (রামকৃষ্ণে) সাক্ষাৎ ভগবতঃ হরেঃ নারায়ণশ্চ অংশেন ইব বসুদেবশ্চ বেষ্মনি (গৃহে অবতীর্ণৌ)।

২৩। মূল্যবুবাদঃ : এই রঙ্গভূমিতে উপস্থিত জনগণ পরস্পর যা বলাবলি করতে লাগলেন, তা বলা হচ্ছে. আটটি শ্লোকে, যথা—

স্বাভাবিক অসমোক্ষ-নিখিল ঐশ্বর্যযুক্ত, সর্বভূতহারী-অভীষ্টদায়ী-মনোহর নারায়ণের সাক্ষাৎ অংশে রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছেন এই মথুরায় বসুদেব গৃহে ।

দেখলেন, গোবর্ধনধারণলীলা পূর্বে যেরূপ দেখেছিলেন, তা ছব্ব । —কৃষ্ণ নারায়ণের অংশ-অবতার এরূপ যা শুনেছিলেন তাও ছব্ব বলাবলি করতে লাগলেন, তবে পূর্বে এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল, এখন কৃষ্ণ দর্শনে সে সন্দেহ ঘুচল । এখন নিশ্চিত হলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, তদ্রূপ ইতি । তদ্রূপ — তার রূপ ভগবল্লক্ষণাকার, গুণাঃ—অসমোক্ষ সৌন্দর্য্য শৌর্ষাদি, মাদুর্ঘ্যং—কচিংআচ্ছাদিত হলেও রূপগুণে স্বভাবতই মনোহর, প্রাগল্ভ্যং—সর্বত্র অসঙ্কুচিত । স্মারিতা ইব—সেই রূপ-গুণ-মাদুর্ঘ্য রামকৃষ্ণের প্রভাবাদি যেন স্মরণ করিয়ে দিয়েছে—‘ইব’ উৎপ্রেক্ষায়, বস্তুতঃ অসম্ভব ও বিপরীত ভাবনা দ্বারা রামকৃষ্ণের রূপগুণাদি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধই ছিলেন সেই জনগণ—তবে শুনে ও দেখে বিস্মৃত হন নি—সেই রূপগুণাদি দ্বারা প্রতীতি প্রাপ্ত হলেন । অথবা, সেই রূপগুণাদি ঐ জনগণের সদা স্মৃতির মধ্যে থাকলেও তদানীং সেই রূপাদি দর্শনের দ্বারা অতীব চমৎকৃত হয়েছিলেন, এইরূপে নূতন স্মরণ-বিষয়ের মতো প্রাপ্ত হলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, তদ্রূপ গুণ ইত্যাদি । জী০ ২১-২১ ।

২১-২২। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাঃ : পিবন্ত ইবেতাদীনি নয়নবিস্তাররসনাচালনপ্রফুল্লনাসা-শ্বাসগ্রহণবাহুপ্রসারণলিঙ্গজ্ঞাপিতানীত্যর্থঃ । দৃষ্টং ধনুর্ভঙ্গাদি, শ্রুতং গোবর্ধনোদ্ধরণাদি তত্তদনতিক্রম্য উচুঃ । রূপাণি শ্যামহরক্তদন্তপাণিহাদীনি গুণা শৌর্ষাদয়ঃ মাদুর্ঘ্যাণি হসিতাপাঙ্গার্পণাদীনি প্রাগল্ভ্যানি ধনুর্ভঙ্গাদিষকুণ্ডহানি তৈস্তৎপ্রভাবাদীন শ্রুতান্ স্মারিতা ইবেতানধিকারার্থম্ ॥ বি০ ২১ ২২ ॥

২১-২২। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুবাদঃ : যেন পান করছেন ইত্যাদি জ্ঞাপিত হল, নয়ন বিস্তারিত করণ, জিহ্বা চালন, প্রফুল্ল নাসায় শ্বাস-গ্রহণ, বাহুপ্রসারণ—এইসব লক্ষণে । দৃষ্টং—দৃষ্ট ধনুর্ভঙ্গাদি, শ্রুতং—শ্রুত গোবর্ধনধারণাদি যথা—যেরূপ দেখলেন, যেরূপ শুনলেন, তা অতিক্রম না করে ছব্ব বলতে লাগলেন । রূপ—শ্রমবর্ণের উপর রক্তের দাগ প্রভৃতিদ্বারা ও হস্তে হস্তীদন্ত ধারণে এক বিচিত্ররূপ, গুণাঃ—বীরত্ব প্রভৃতি, মাদুর্ঘ্য—হাসিমাখা কটাক্ষ নিক্ষেপাদি, প্রাগল্ভ্য—ধনুর্ভঙ্গাদি বিষয়ে অকুণ্ঠ প্রভৃতি—এইসব লক্ষণে কৃষ্ণের প্রভাবাদি যা শ্রুত হয়েছে, তা স্মারিতা ইব—যেন স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই ‘ইব’ টি স্মরণের অধিকার না থাকায় প্রয়োগ হয়েছে । বি০ ৪৩ ॥



এব বৈ কিল দেবক্যাং জাতো নীতশ্চ গোকুলম্ ।

কালমেতং বসন্ গৃঢ়ো ববুধে নন্দবেশ্মনি ॥২৪॥

২৪। অর্থঃ : এষঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) দেবক্যাং জাতঃ বৈ (প্রসিক্) কিল নিশ্চিতঃ গোকুলং নীতশ্চ এতং কালং (এতাবন্তং কালং) নন্দবেশ্মনি (শ্রীনন্দগৃহে) গৃঢ়ঃ বসন্ ববুধে ।

২৪। মূলোক্তাবাদঃ : এইরূপে সামান্যভাবে দুজনের কথা একসঙ্গে বলবার পর ভগবদবতারত্ব স্পষ্ট করার জন্য তাঁদের লীলা বলতে গিয়ে প্রণান রূপে কৃষ্ণের লীলাই প্রথমে বলা হচ্ছে ছয়টি শ্লোকে যথা—

প্রসিক্ও আছে এই শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে জাত হয়েছেন, পরে একে গোকুলে নেয়া হয়েছিল। নিশ্চয়ই ইনি এতাবৎকাল নন্দগৃহে গুপ্তভাবে বাস করত বড় হয়েছেন ।

২৩। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : যদুচ্যুতদেবাহ—অষ্টভিঃ । ভগবতঃ স্বাভাবিকাসমোক্ষ-নিখিলৈশ্বর্যায়ুক্তস্য হরেঃ সর্বভূঃস্বহর্ভুরভীষ্টদানাদিনা মনোহরস্ত চ ; যতো নারায়ণস্ত সর্বজীবাশ্রয়স্য তস্য সাক্ষাদংশেন, ন তু শক্ত্যাবেশাদিনা, ইতোত্তো সর্বভীষ্টপ্রদো ভবিষ্যতীতি দর্শিতম্ । ইহ শ্রীমথুরায়ং, তত্রাপি শ্রীবসুদেবস্ত বৈশ্বানীতি শ্বেষু চাতিশয়েন পক্ষপাতো দর্শিতঃ । বৈশ্বানীতি সাক্ষাত্তগবদংশেণ বিকারাসম্ভবাং । গীর্দেবী ত্রিত্যাহ— অংশেন তচ্ছক্তিময়ত্বাদংশোপলক্ষিতো যো বসুদেবস্ত বৈশ্বানীতার্থঃ ॥ জী° ২৩ ॥

২৩। শ্রীজীব° বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ : এই রঙ্গভূমিতে উপস্থিত জনগণ পরস্পর যা বলাবলি করতে লাগলেন, তা বলা হচ্ছে আটটি শ্লোকে, যথা—ভগবতঃ স্বাভাবিক অসমোক্ষ' নিখিল ঐশ্বর্যযুক্ত হরেঃ সর্বভূঃস্বহরী এবং অভীষ্টদায়ী বলে মনোহর 'নারায়ণ' নারায়ণের অংশে,—যেহেতু সেই সর্বজীবাশ্রয় নারায়ণের সাক্ষাৎ অংশে, এরূপ নয়-যে শক্ত্যাবেশাদিরূপে ভূতলে অবতীর্ণ—তাই এরা সর্বাভীষ্টপ্রদ হয়েছেন, ইহাই দেখান হচ্ছে । ইহ—শ্রীমথুরায়, এর মধ্যেও আবার শ্রীবসুদেবের গৃহে—নিজ জনের প্রতি যে অতিশয় পক্ষপাত আছে, তাই দেখান হল এরূপে । পিতামাতা বসুদেব-দেবকী থেকে না বলে শুধুমাত্র বসুদেব গৃহে আবির্ভূত, এরূপ বলা হল । কারণ সাক্ষাৎ ভগবৎঅংশে হওয়া হেতু জীবৎ বিকার অসম্ভব । সরস্বতীদেবী কিন্তু এরূপ অর্থপ্রকাশ করলেন, যথা—'অংশেন বৈশ্বানী' নারায়ণ-শক্তিময় বলে, তার অংশ-উপলক্ষিত যে বসুদেব, তার গৃহে । জী° ২৩ ॥

২৩। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : অংশেনেতি তেষাং তদ্রৈব প্রতীতেঃ ॥ বি° ২৩ ॥

২৩। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুবাদঃ : অংশাবেতি নারায়ণের অংশ কৃষ্ণ । তাদের সেই-রূপই প্রতীতি । বি° ২৩ ॥

২৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : এবং সামান্যে দ্বারপুঙ্ক্তা ভগবদবতারত্বমেব স্পষ্টয়িতুং তচ্চরিতানি বক্ষান্তঃ প্রাধায়েন শ্রীকৃষ্ণাদাবাহঃ—এষ ইতি ষড়্ভিঃ । বৈ প্রসিকৌ, যো জাতঃ প্রাহুভূতঃ, স এবৈষঃ, এষ ইত্যঙ্গুল্যা নির্দেশাৎ । কিল নিশ্চয়ে ; এতমেতাবন্তম্ ॥ জী° ২৪ ॥

পূতনানেন নীতান্তং চক্রবাতশ্চ দানবঃ ।

অৰ্জুনৌ গুহকঃ কেশী ধেনুকোহন্যে চ তদ্বিধাঃ ॥২৫॥

গাবঃ সপালা এতেন দাবাগ্নেঃ পরিমোচিতাঃ ।

কালিয়ো দমিতঃ সৰ্প ইন্দ্রশ্চ বিমদঃ কৃতঃ ॥২৬॥

২৫। অল্পয়ঃ (কৃষ্ণেন) পূতনা অন্তং নীতা (বিনাশিতা) [তথা] দানব চক্রবাতঃ চ অৰ্জুনৌ (যমলাজুনৌ) গুহকঃ (শঙ্খচূড়ঃ) কেশী ধেনুকঃ তদ্বিধাঃ অন্তেচ [অন্তং নীতা] ।

২৬। অল্পয়ঃ এতেন (কৃষ্ণেন) সপালাঃ (পালকৈঃ সহ বর্তমানঃ) গাবঃ দাবাগ্নে (দাবা-নলাং) পরিমোচিতাঃ, কালিয়ঃ সৰ্পঃ দমিতঃ, ইন্দ্রশ্চঃ বিমদঃ (বিগতঃ মদঃ যস্য তথাভূতঃ) কৃতঃ ।

২৫। মূল্যাবুদঃ এই শ্রীকৃষ্ণ পূতনা, তৃণাবর্ত, যমলাজুন, শঙ্খচূড়, কেশী, ধেনুক এবং অন্যান্য অসুরগণকে বধ করেছেন ।

২৬। মূল্যাবুদঃ এই শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকদের সহিত ধেনুদের রক্ষা, কালিয়কে দমন, এক ইন্দ্রের গর্বনাশ করেছেন ।

২৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুদঃ এইরূপে সামান্যভাবে ছুজনের সম্বন্ধে একসঙ্গে বলা হলেও ভগবদবতারস্থ স্পষ্ট করবার জন্য তাঁদের লীলা বলতে গিয়ে প্রধান রূপে শ্রীকৃষ্ণের লীলাই প্রথমে বলা হয়েছে, যথা—‘এষ ইতি’ ছয়টি শ্লোকে । এম্মৈব—বৈ—প্রসিদ্ধিতে, যিনি দেবকী থেকে জাতঃ—প্রাভূত হলেন, তিনিই এই প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ—[এষ্] ‘এই’ বলে অঙ্গুলিদ্ধার দেখিয়ে দিলেন । কিল নিশ্চয়ে । এতং—এতাবৎ কাল ॥ জী° ২৪ ॥

২৫। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ অন্তং বিনাশম্ ॥ জী° ২৫ ॥

২৫। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুদঃ অন্তং—বিনাশ । জী° ২৫ ॥

২৫। শ্রীবিষ্মবাত টীকাঃ গুহকঃ শঙ্খচূড়ঃ ॥ বিঃ ২৫ ॥

২৫। শ্রীবিষ্মবাত টীকাবুদঃ গুহকঃ—শঙ্খচূড় ॥ বিঃ ২৫ ॥

২৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ সৰ্পতি ইত্যন্ততঃ প্রসরতীতি সৰ্প ইতি শিরঃস্থ নৃত্যেন তদমনমশকামিতি । তথা কালিয় ইতি তন্মামপ্রসিদ্ধিব মহাবিষময়াদিকং স্মৃতিতম্ ॥ জী° ২৬ ॥

২৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুদঃ সৰ্প—‘সৰ্পতি’ ইত্যন্ততঃ গমন করে । — মস্তকে নৃত্য করে এই সৰ্পকে দমন করা অসাধ্য । কালিয় নামে প্রসিদ্ধিতেই সে যে মহাবিষময়, তা বুঝা যাচ্ছে ।

॥ জী° ২৬ ॥



সপ্তাহমেকহস্তেন ধ্বতোহদ্রিপ্রবরোহমুনা ।

বর্ষবাতাশনিভাশ্চ পরিব্রাতঞ্চ গোকুলম্ ॥২৭॥

গোপ্যোহস্ত নিত্যমুদিত হসিতপ্রেক্ষণং মুখম্ ।

পশ্যন্ত্যো বিবিধাংস্তাপাংস্তরন্তি স্মাশ্রমং মূদা ॥২৮॥

২৭। অন্নয়ঃ অমুনা (কৃষ্ণেন একহস্তেন সপ্তাহং অদ্রি প্রবরঃ ধ্বতঃ, বর্ষাবাতাশনিভাশ্চ গোকুলং চ পরিব্রাতং (রক্ষিতং) ।

২৮। অন্নয়ঃ গোপাঃ (গোপস্ত্রীয়াঃ) অস্যা (শ্রীকৃষ্ণস্ত) নিত্য মুদিত হসিত-প্রেক্ষণং (নিত্য হৃষ্টং তথা হসিতং হাস্যময়ং দৃষ্টিপাতঃ যস্মিন্ তৎ) মুখং পশ্যন্ত্যো মূদা (হর্ষেণ) অশ্রমং (অক্লেশং যথা স্মাতৃথা) বিবিধান্ তাপান্ তরন্তি স্ম ।

২৭। মূল্যাবুবাদঃ ইনি সপ্তাহকাল একহস্তে পর্বতশ্রেষ্ঠ শ্রীগোবর্ধন ধারণ করত বাত বর্ষা থেকে গোকুল রক্ষা করেছিলেন ।

২৮। মূল্যাবুবাদঃ সেই রঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত ভাববিশেষবতী কোনও কোনও মাথুর স্ত্রীদের বাক্য বলা হচ্ছে,—গোপা ইতি । গোপীগণ এই কৃষ্ণের আনন্দে সদাপ্রসন্ন ও হাসিমাখা দৃষ্টিতে মধুর মুখখানি সতত আনন্দে দেখতে থাকে, সেই দর্শনস্থখে অনায়াসে গুরুপত্যাাদিকৃত বিবিধ তাপ পার হয়ে যায় । —সেবিষয়ে তাঁদের দুঃখগন্ধও থাকে না ।

২৭। শ্রীজীব বৈ° তোঃ টীকাঃ বিমদকরণ প্রকারমেবাহ - সপ্তাহমিতি । প্রথমশ্চকারঃ উক্তস্য সমুচ্চয়ে, দ্বিতীয়োহনুক্রম্য । তেন শ্রীগোবিন্দাভিষেকমপি গৃহীতম্ ॥জং ২৭॥

২৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ ইন্দ্রের গর্ব নাশের কায়দা বলা হচ্ছে—সপ্তাহম্ ইতি । এই শ্লোকের দ্বিতীয় লাইনে ছুটি 'চ' কার আছে - প্রথম 'চ' কার উক্ত বিষয় বর্ষা, বাত ও বজ্র, এদের সমুচ্চয়ে দ্বিতীয় 'চ' কার দেওয়া হয়েছে। যা কিছু বলা হয় নি তা বুঝাবার জন্য—এই 'চ' কার দ্বারা শ্রীগোবিন্দ অভিষেকও গৃহীত । জং ২৭ ॥

২৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ তত্রৈব ভাববিশেষবতীনাং কাসাঞ্চিং শ্রীণাং বাক্যমাহ— গোপা ইতি । নিত্যং মুদিতং হর্ষেণ প্রসন্নঞ্চ তৎ, হসিতেন প্রেক্ষণমিব লোকনং যস্মিন্ তচ্চ । যদ্বা, নিত্যং মুদিতঞ্চ তৎ, অতএব হসিতং হাস্যযুক্তঞ্চ, প্রকৃষ্টং কটাক্ষাদিনা সুন্দরমীক্ষণং যস্মিন্ তচ্চ । যদ্বা, উদিতং হসিতযুক্তং প্রেক্ষণং যস্মিন্ তন্নিত্যং মূদা পশ্যন্ত্যঃ অতএবাত্মমমনায়াসেন তরন্তি স্ম, অতরন্ । তা এব তেরুন্নান্দ্বিধমন্দভাগ্যা ইতি দৈতেনাতীতত্বম্ । যদ্বা, স্ম প্রসিদ্ধাবেব, নাতীতে । অতো বর্তমান-প্রয়োগস্তস্ম ব্রজগমনে সম্ভাবনানপগমাং । বিবিধান্ আধ্যাত্মিকাদীন্ গুরুপত্যাাদিকৃতনিন্দাতজ্জনাদিনা বিরহাদিভেদেন বা এবং রাসাদিলীলাপি সূচিতা ॥ জী° ২৮ ॥

বদন্ত্যেনেন বংশোহয়ং যদোঃ সুবহুবিশ্রুতঃ ।

শ্রিয়ং যশো মহত্ত্বঞ্চ লম্প্যতে পরিরক্ষিতঃ ॥২৯॥

২৯। অন্নয়ঃ : অনেন ( শ্রীকৃষ্ণেন ) পরিরক্ষিতঃ যদোঃ অয়ং বংশঃ সুবহুবিশ্রুতঃ ( প্রখ্যাত সন্ ) শ্রিয়ং ( সম্পদং ) যশঃ ( কীর্তিঃ ) মহত্ত্বং চ লম্প্যতে ( প্রাপ্স্যাতীতি ) বদন্তি ( বুধাঃ কথয়ন্তি ) ।

২৯। মূলানুবাদঃ : এই শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক পরিরক্ষিত হয়ে যদুবংশীয়গণ বহু খ্যাতি, যশ ও মহত্ত্ব লাভ করবেন, নারদাদি এরূপ বলে থাকেন ।

২৮। শ্রীজীব° বৈ° তো° টীকানুবাদঃ : সেই রঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত ভাববিশেষবতী কোনও কোনও মাথুরঞ্জীদের বাক্য বলা হচ্ছে, —গোপ্য ইতি। নিত্য মুদিত-হাসিত প্রেক্ষণং মুখং— ‘নিত্যমুদিতং’ আনন্দে সর্বদা প্রসন্ন, ‘হাসিতপ্রেক্ষণং’ হাসিমাখা দৃষ্টিতে স্নিগ্ধ মুখ। অথবা, [নিত্যমু+ উদিত=নিত্যমুদিত] ‘নিত্যমু মুদা’ সতত আনন্দে ‘উদিত মুখং’ হাসির রেখায় উদ্ভাসিত কৃষ্ণমুখ ‘পশ্যন্তং’ দেখতে দেখতে, (তাই) এই দর্শনসুখে অশ্রুয়ং—অনায়াসে বিবিধতাপ তরন্তি স্ম—পার হয়েছিলেন—এই ষাঁরা পার হয়ে গিয়েছিলেন সেই গোপীরা আমাদের মতো মন্দভাগ্য নয়, মঞ্চস্থ জনদের এরূপ দৈন্ত্রে অতীত প্রয়োগ ‘স্ম’, ( বাস্তবে গোপীরা পার হয়নি। তখন বিরহমাগরে হাবুডুব খাচ্ছেন)। অথবা, প্রসিদ্ধিতেই ‘স্ম’,—অতীত নির্দেশে নয়। অতএব পার হয়ে যান, এরূপ বর্তমান প্রয়োগ কৃষ্ণের ব্রজগমনের সম্ভাবনা চলে না যাওয়ায়। বিবিধতাপ, তাপান্, আধ্যাত্মিকাদি অর্থাৎ মানসিকাদি বিবিধতাপ, গুরুপত্যাাদিকৃত নিন্দা তর্জনাди দ্বারা বা বিরহাদি ভেদে, এইরূপে রাসাদিলীলাও স্মৃতিত হল। জী° ২৮ ॥

২৮। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাঃ : অস্ত কৃষ্ণস্য বিবিধান্ পতিশ্চন্দ্রাদিতর্জননিরোধাদীন্। অশ্রমং যথা স্তান্তথেনি তত্র তাসাং দুঃখংকোইপি ন ভবেদিতার্থঃ ॥ বিঃ ২৮ ॥

২৮। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদঃ : এই কৃষ্ণের পতি ষাশুরী প্রভৃতির তর্জন-নিরোধাদি বিবিধ তাপ অনায়াসে পার হয়ে যায়, তাদের দুঃখংকও হয় না। বিঃ ২৮ ॥

২৯। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ : অথ শ্রীমথুরাদৌ করিষ্যমাণং লীলামুদিশন্তি বদন্তীতি। শাস্ত্রজ্ঞাঃ কথয়ন্তি, মহত্ত্বং সর্বত উৎকর্ষম্ ॥জী° ২৯ ॥

২৯। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ : অতঃপর মথুরাদিতে যে সব লীলা করবেন, তা নির্দেশিত হচ্ছে, বদন্তীতি—শাস্ত্রজ্ঞগণ বলে থাকেন। মহত্ত্বং—সর্বতোভাবে উৎকর্ষ। জী° ২৯ ॥

২৯। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাঃ : অনেন রক্ষিতোযদোবংশঃ শ্রাদিকং লম্প্যতে ইতি বদন্তি ॥

। বিঃ ২৯ ॥

২৯। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদঃ : এই কৃষ্ণের দ্বারা রক্ষিত যদুবংশীয়গণ নানা সম্পত্তি প্রভৃতির অধিকারী হয়ে থাকেন, এরূপ পণ্ডিতগণ বলে থাকেন। বিঃ ২৯ ॥



অয়ঞ্চাস্থাগ্রজঃ শ্রীমান্ রামঃ কমললোচনঃ ।

প্রলম্বো নিহতো যেন বৎসকো যে বকাদয়ঃ ॥৩০॥

জনেষবৎ ক্রবাণেষু তূর্যেষু নিনদৎসু চ ।

কৃষ্ণরামৌ সমাভাষ্য চাণুরো বাক্যমব্রবীৎ ॥৩১॥

৩০। অন্নয়ঃ : অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য অগ্রজঃ অয়ং কমললোচনঃ শ্রীমান্ রামঃ চ, যেন (রামেন) প্রবলঃ (তন্নামাস্তুরঃ) নিহতঃ [তথা] বৎসকো বকাদয়ঃ যে (অস্তুরাঃ অসান্, তে চ নিহতাঃ) ।

৩১। অন্নয়ঃ : জনেষু এব (পূর্বোক্তরূপং) ক্রবাণেষু তূর্যেষু (বান্ধবিশেষেষু) নিনদৎসু চ চাণুরঃ কৃষ্ণরামৌ সমাভাষ্য বাস্ক্যম্ অববীৎ ।

৩০। মূল্যাবুবাদঃ : এই শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ কমললোচন শ্রীমান্ বলদেব প্রলম্ব, বৎস, বক অস্তুরগণকে বধ করেছেন ।

৩১। মূল্যাবুবাদঃ : মঞ্চস্থ জনগণ যখন এইরূপ বলাবলিতে মত্ত রয়েছে, এবং তূর্য নামক যুদ্ধবান্ধব তুমুলশব্দে বাজছে, এমত অবস্থার ভিতরেই চাণুর নামক মল্ল রামকৃষ্ণকে নাম ধরে ডেকে বলতে লাগল ।

৩০। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ : এবং শ্রীবলদেবস্থাপ্যাহঃ : অয়মিতি । অপ্যর্থ চকারঃ । অগ্রজতেন শ্রীমান্ তদনুরূপসর্বশোভাযুক্তঃ, তত্রাপি নেত্রশোভয়া লোভয়ন্তি কমলেতি । বৎসকো বৎস-প্রতিক্রপ এব, ন তু বৎসঃ ; 'ইবে প্রতিক্রতাবিতি কন,' ইতি তদ্বদোষঃ প্রত্যাখ্যাতঃ । আদি-শব্দাদ্ধে' নুস্কজাতয়ঃ বিপর্যায়োক্তিস্তৈর্ঘ্যোজিতা । অত্র যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতমিত্যুক্তেন্তত্ত্বজ্ঞানভাব এবোপজীব্যঃ ॥

। জী° ৩০ ।

৩০। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ : এইরূপে বলদেবের লীলাও বলা হচ্ছে, অয়ম্ ইতি । 'অপি' অর্থে 'চ' কার । শ্রীমান্,—শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ সর্বশোভাযুক্ত ! তার মধ্যেও আবার নেত্রশোভায় জগৎ-লোভায়, তাই বলা হল কমললোচন । বৎসকঃ : বৎস প্রতিমূর্তি, ঠিক বৎস নয় । — [ইবে প্রতিক্রতাবিতি কন] । — এইরূপে 'ক' শব্দ যোগে গোবধ দোষ প্রত্যাখ্যান করা হল । 'প্রলম্বো' ইত্যাদি ক্রমবিপর্যয় উক্তি—এখানে যথাদৃষ্ট, যথা শ্রুত উক্তি হেতু এই ক্রমবিপর্যয় উক্তি মঞ্চস্থজনদের দ্বারা সংযুক্ত হয়েছে, তত্ত্বজ্ঞান অভাবে । জী° ৩০ ॥

৩০। শ্রীবিষ্মনাথ টীকাঃ : খেদুকবৎসকাদিষু বিপর্যয়োক্তির্জনবাদেঘনিশ্চয়াৎ । বি° ৩০ ॥

৩০। শ্রীবিষ্মনাথ টীকাবুবাদঃ : বৎসাস্তুর বধের পর বকাস্তুর বধ, তৎপর তালবনে গর্দভ-রূপধারী খেদুকাস্তুরের বধ । তৎপর কালিয়দমনের পর প্রলম্বাস্তুর বধ । কিন্তু এখানে ক্রমভঙ্গ করত প্রথমেই প্রলম্ববধের কথা বলা হয়েছে । এর কারণ লোকের মুখে মুখে প্রবাদ বাক্যের মতো ঘুরতে ঘুরতে অনিশ্চয় হয়ে গিয়েছে । বি° ৩০ ।

হে নন্দসুনো হে রাম ভবন্তৌ বীরসম্মতো ।  
নিযুদ্ধকুশলৌ শ্রদ্ধা রাজ্যাহতৌ দিদৃক্ষুণা ॥৩২॥

৩২। অরম্য : হে নন্দসুনো হে রাম । ভবন্তৌ বীরসম্মতো নিযুদ্ধকুশলৌ শ্রদ্ধা রাজ্য (কংসেন) আহতৌ ।

৩২। মূল্যবুদ্ধি : হে নন্দসুহৃৎ, হে রাম । তোমরা দুজন বীর-সমাজে আদৃত, বিশেষ করে বাহুবুদ্ধি দক্ষ । —অতএব রাজ্য এ কথা শুনে তোমাদের যুদ্ধ কৌশল দেখতে ইচ্ছুক হয়েছেন ।

৩১। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকা : এবমেতৎপ্রকারং ক্রবাণেধিতি গ্রহণেণ তেবামুক্তাসমাপ্তি-  
রূপা—জনেধিতি । বাহুল্যান্তেষামনিবারণ্যং জ্ঞাপিতং, তত্কে প্রমাণত্বঞ্চ খণ্ডিতম্, এবং তেবাং মাংসয্যা  
দয়ঃ । তূর্য্যায়ু নিতরাং নদংস্থিত্যনেন যুদ্ধোৎসাহশ্চ দর্শিতঃ । অতএবাব্রবীৎ । সমাভাষ্য আহুয় সম্বোধ-  
বা । বাক্যমিতি পৌনরুক্ত্যং বিশেষণ, বিশেষ্যোইত্র দেয় ইত্যভিপ্রায়েণ ; স চ নিষ্ঠুরমিতি গম্যঃ । যদ্বা,  
অকারপ্রশ্লেষণে বক্তৃমযোগ্যমিত্যর্থঃ । জীঃ ৩১ ॥

৩১। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকাবুদ্ধি : এষং ক্রবাণেন্নু—সাধারণ জনগণ যখন মঞ্চোপরি  
একপ বলাবলি করছেন, শ্রীশুকদেব তখন আনন্দ-আবেশে তাদের কথার মধ্যেই বলতে আরম্ভ করে দিলেন  
'জনেষু' ইতি । —এর দ্বারা জানানো হল—মঞ্চে এইসব লোক বহু হওয়ায় তাদের কলরব খামিয়ে দেওয়া  
সম্ভব ছিল না, এবং তাদের কথা অপ্রমাণ্য একরূপ সম্ভবনা খণ্ডিত হল, আর চাণুরাদির তূর্য্য ধ্বনিতে সূচিত  
হল কুমারামের বীরত্ব শুনে চাণুরাদির তাঁদের প্রতি মাংসয্যা । বিবদৎসু—'নি' [নিতরাং] তুমুলশব্দে  
ধ্বনিত হচ্ছে, এমত সময়েই । এর দ্বারা চাণুরাদির যুদ্ধের উৎসাহ দেখান হল । অতএব তারা অব্রবীৎ—  
বলতে লাগলেন । সমাভাষ্য—ডাক দিয়ে বা নাম ধরে সম্বোধন করে বাক্যম্ অব্রবীৎ বাক্য বললেন—  
একরূপ উক্তি অদ্বুত, ইহা পুনরুক্তি, বিশেষ কিছু বলার ইচ্ছায় । সেই বিশেষ হল 'নিষ্ঠুর বাক্য' । অথবা,  
বাক্য শব্দের পূর্বে 'অ' কার যোগে 'অবাক্য' অর্থাৎ অযোগ্য কথা বলতে লাগল চাণুরাদি—কোমলদেহা  
বালকদের বাহুবুদ্ধি আহ্বান করা অযোগ্য । জীঃ ৩১ ॥

৩২। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকা : সমাভাষণপ্রকারমেবাহ—হে ইতি । নন্দসুহৃৎস্বেন  
সম্বোধনং তদীয়সংপূত্রত্বস্ত বাজনায । রামেতি—সকললোকরতিহেতুত্বস্ত, তত্ত্বচ্চ যুদ্ধায় প্রোৎসাহনং,  
শ্লেষণে তু গোপপুত্রত্বেনামহং, তদ্বৎ পিতৃসম্বন্ধাত্মশ্লেখনাজ্ঞাপিতৃকত্বঞ্চ সূচয়তি ; তত্ত্বপূহাসেন তেজো-  
গ্রাপনাথমিতি জ্ঞেয়ম্ । বীর্যেণ বলেন সম্মতো লোকানামাদৃতৌ, তত্রাপি নিযুদ্ধে বাহুবুদ্ধি কুশলৌ দক্ষৌ  
শ্রদ্ধা, অতএব দিদৃক্ষুণা ভরন্তৌ নিযুক্তা বা দ্রষ্টুমিচ্ছতা, রাজ্যেতি তদযোগ্যতোক্তা, অতঃপর মল্লযুদ্ধেন ক্রীড়-  
তামিতি ভাবঃ । অত্রাপি বিরোধিলক্ষণয়োপহাস এব তাৎপর্য্যম্ । জীঃ ৩২ ॥



নিত্যং প্রমুদিতা গোপা বৎসপালা যথা স্ফুটম্ ।

বনেষু মল্লযুদ্ধেন ক্রীড়ন্ত্চারয়ন্তি গাঃ । ৩৪।

তস্মাদ্রাজঃ প্রিয়ং যুয়ং বয়ঞ্চ করবাম হে ।

ভূতানি নঃ প্রসীদন্তি সৰ্বভূতময়ো নৃপঃ ॥৩৫॥

৩৪। অন্নয়ঃ : নিত্যং প্রমুদিতাঃ বৎসপালাঃ গোপাঃ বনেষু মল্লযুদ্ধেন যথা স্ফুটং ক্রীড়ন্তঃ  
[সন্তঃ] গাঃ চারয়ন্তি ।

৩৫। অন্নয়ঃ : হে (হে কৃষ্ণঃ) তস্মাৎ যুয়ং বয়ঞ্চ করবাম অতঃ ভূতানি (নিখিল ভূতগণাঃ)  
নঃ (অস্মান্ প্রতি) প্রসীদন্তি [যতঃ] নৃপ সৰ্বভূতময় ।

৩৪। মূলানুবাদঃ : তাই-না গোপবালকগণ বৎসপালকরূপে নিয়োগের প্রথম দিন থেকেই  
বনে বনে মল্লযুদ্ধের সহিতই গো-চারণ করে বেড়ায় ।

৩৫। মূলানুবাদঃ : [তা হলে গোপেদের সহিত মল্লক্রীড়া করাই উচিত । —এই আশয়ে  
বলা হচ্ছে, যথা—]

অতএব হে কৃষ্ণ, তোমরা ও আমরা রাজার প্রিয় কার্য করব । —রাজা প্রসন্ন হলে সকল  
জীব আমাদের প্রতি প্রসন্ন থাকবে কারণ রাজা সৰ্বভূতের জীবিকাস্বরূপ ।

৩৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : ন চ বক্তব্যং, গোপৈরস্মাভিস্তন্ন সম্যক্ জায়ত ইতি, যতো  
নিত্যমিতি গোপা গোপজাতয়ো বা সপালা বৎসপালত্বমারভা তথা তেন প্রকারেণ বনেষু মল্লযুদ্ধেন ক্রীড়ন্তো  
গাশ্চারয়ন্তীত্যর্থঃ । তদেতদ্বিধানশ্চ গ্রাম্যশ্চ বাক্যানি কষ্টাশ্চয়ানি যথাবদেব মুনীশ্চৈগোপহাসার্থমনুদিতা-  
নীতি জ্ঞেয়ম্ । গোপা গবাং রক্ষকাঃ, সমুচ্চয়েইপ্যৰ্থে বা তথা শব্দঃ । বৎসপালা অপি, গা গোজাতীঃ,  
স্ফুটং ব্যক্তং প্রসিদ্ধমেবেত্যর্থঃ । ইদমপি নিগৃঢ়োপহাসযুক্তম্, এবমুক্তরত্রাপি যথেন্তি পাঠে যথাবদিত্যর্থঃ ॥  
। জী° ৩৪ ॥

৩৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ : এ আর বলবার কি আছে, গোপগণ ও আমরা  
এ-কি ভালভাবেই জানি না—যেহেতু গোপজাতীয় লোকেরা বৎসপালকরূপে নিযুক্ত হওয়ার প্রথমদিন  
থেকেই ‘নিত্যং ইতি’ নিতাই বনে বনে মল্লযুদ্ধের সহিতই খেলা করতে করতে খেঁচু চরিয়ে  
বেড়ায় । —ইতর জনের কষ্টেসৃষ্টে পড়ানো এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি ক্রীশুক উপহাসার্থে পাখীপড়ার  
মতো ছবছ বলে গেলেন মাত্র, এরূপ বুঝতে হবে ।

গোপা—খেঁচু রক্ষকগণ । বৎসপালা—সমুচ্চয়ে ‘অপি’ অর্থে, বা ‘তথা’ যোগ করে ব্যাখ্যা  
করতে হবে, যথা—বৎসপালাইপি, বা তথা বৎসপালা । গাঃ—গোজাতী । স্ফুটং—এ তো প্রসিদ্ধই  
আছে । —এও নিগৃঢ় উপহাসযুক্ত বাক্য । যথা—এইরূপ পরেও ‘যথা’ পাঠে ‘যথা’র অর্থ যথাবৎ  
করতে হবে । জী° ৩৪ ॥

তন্নিশম্যাত্রবীং কৃষ্ণে দেশকালোচিতং বচঃ ।

নিযুক্তমাত্মনোহভীষ্টং মন্যমানোহভিনন্দ্য চ ॥৩৬॥

প্রজা ভোজপতেরশ্চ বয়ঞ্চাপি বনেচরাঃ ।

করবাম প্রিয়ং নিত্যং তন্নঃ পরমনুগ্রহঃ ॥৩৭॥

৩৬। অল্পম্ কৃষ্ণঃ তং (চাপুর বাক্য) নিশম্য নিযুক্তং আত্মনঃ (স্বস্যা) অভীষ্টম্, মন্যমানঃ অভিনন্দ্য চ দেশকালোচিতম্ বচঃ অত্রবীং ।

৩৭। অল্পম্ ও বয়ং চ বনেচরাঃ অপি অশ্চ ভোজপতেঃ (কংসশ্চ) প্রজাঃ [অতঃ] নিত্যং [অশ্চ] প্রিয়ং করবাম, তং (ভবতা যুদ্ধে অভ্যর্থনং) [হি] নঃ (অস্ম্যাকং) পরমনুগ্রহঃ ।

৩৬। মূল্যাবাদঃ : কৃষ্ণ চাপুরের কথা শুনে বাহুবুদ্ধ নিজ-অভীষ্ট মনে করা হেতু উহাকে অভিনন্দন জানিয়ে দেশকালোচিত কথা বলতে লাগলেন (বস্তুতঃ এ কথার অভিপ্রায় তো অশ্চ) ।

৩৭। মূল্যাবাদঃ : আমরা বনেচর হলেও এই ভোজরাজ কংসেরই প্রজা। সুতরাং তার প্রিয় কার্যসাধন করব। আপনাদের দ্বারা এই যে যুদ্ধে অভ্যর্থনা, তা আমাদের প্রতি পরমনুগ্রহই ।

৩৪। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : নিযুক্তকুশলত্বং কথ্যমাবয়োরিতাত আহ—নিত্যমিতি ॥ বিং ৩৪ ॥

৩৪। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবাবাদ : বাহুবুদ্ধ বিষয়ে পারদর্শিতা তোমাদের কি করে হল, তাও বলছি, নিত্য রাখাল ছেলেরা গরু চরাতে চরাতে নিতাই বাহুবুদ্ধ করে থাকে। বিং ৩৪ ॥

৩৫। জীব বৈ° তো° টীকা : তর্হি গোপৈঃ সহ তৎক্রীড়া কার্যোতি চেত্তদাহ—তস্মাদিতি । রাজ্ঞঃ প্রিয়ার্থমস্মাভিঃ সহ কার্যোতি ভাবঃ । ভূতানি জীবাঃ, নৃপশ্চ সর্বভূতময়ঃ, সর্বভূতশ্চ তত্পজীবনহাং । তস্মান্নিজপ্রজারূপয়োর্বভূতোরনেন রক্ষৈব কার্যোতি মা চ ভৈষ্টমিতি ভাবঃ । অন্তঃ । তত্রৈতি শব্দশ্চ প্রকারার্থশ্চ রাজ্ঞীত্যাদিনাময়ঃ ॥ জীং ৩৫ ॥

৩৫। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবাবাদ : তা হলে গোপেদের সহিত মল্লক্রীড়া করাই যদি উচিত হয়, তস্মাৎ ইতি—তা হলে রাজার প্রীত্যার্থে আমাদের সহিত মল্লক্রীড়া করাই তোমাদের উচিত । ভূতানি—জীবসকল । নৃপ ইতি—নৃপ সর্বভূতময়, কারণ তিনি সর্বভূতের উপজীবন অর্থাৎ জীবিকা । সুতরাং নিজপ্রজারূপ তোমাদের রক্ষা করাই এর কাজ । কাজেই ভয় করো না, এরূপ ভাব । [শ্রীস্বামিপাদ—‘করবাম ইতি । রাজ্ঞি প্রিতে’ আমরা ও তোমরা রাজার প্রিয় কার্যই করব । এই প্রকারে রাজা প্রীত হলে জীবসকলও আমাদের প্রতি প্রসন্ন থাকবে] — স্বামিটীকার ‘করবাম ইতি’ এই ‘ইতি’ শব্দের অর্থ এখানে ‘এই প্রকারে’ । এর সহিত ‘রাজ্ঞি’ শব্দের অর্থ করেই উপরে ব্যাখ্যা হয়েছে,— । জীং ৩৫ ॥

৩৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : তন্নিশম্যাত্মনন্দ্য চ দেশকালোচিতং তদানীং তাদৃশমেব বক্তুং যোগ্যং বচোমাত্রমত্রবীং । বস্তুতোহভিপ্রায়বৃদ্ধ্য এবৈতি ভাবঃ । তাদৃশবচনে হেতুঃ—নিযুক্তমিত্যাदि । অত্র হেতুঃ—কৃষ্ণস্তাদৃশলীলাকৌতুকিতয়া প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ । জীং ৩৬ ॥



বালা বয়ং তুল্যবলৈঃ ক্রীড়িষ্যামো যথোচিতম্ ।

ভবেন্নিযুদ্ধং মাহধর্ম্যঃ স্পৃশেন্নম্নসভাসদঃ ॥ ৩৮ ॥

৩৮। অবয়বঃ : বালা বয়ং তুল্যবলৈঃ [ সহ ] ক্রীড়িষ্যামঃ যথোচিতং নিযুদ্ধং ( বাহুযুদ্ধং )  
ভবেৎ । অধর্মঃ ম্নসভাসদঃ ( ম্নসভাস্থিতান্ )! মা স্পৃশেৎ ।

৩৮। মূল্যাবাদঃ : অল্পবল বালক আমরা তুল্যবল সখাদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় ম্লয়যুদ্ধ করব ।  
ম্লয়যুদ্ধের নিয়মানুসারে এ যুদ্ধ হবে, — ম্লয়সভাসদদের যেন অধর্ম স্পর্শ না করে, এমন ভাবে ।

বাস্তব অর্থ — হে অল্প ম্লয়গণ তুল্যবল গোপসখাদের সঙ্গে কুপ্তি লড়ার ইচ্ছা আমাদের ।  
অল্পবল তোমাদের সঙ্গে নয় । তোমাদের কাছে আমি তো বজ্রতুল্য । তথাপি তোমাদের আগ্রহে — এই  
লড়ছি । আমার বজ্র দেহের নিষ্পেষণে তোমাদের মৃত্যু ঘটলে আমার দোষ নেই কিন্তু ।

৩৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ : কৃষ্ণ চানুরের বাক্য শুনে, অভিনন্দন সহকারে  
দেশকালোচ্চিৎ — তথায়সেই সময়ে তাদৃশ কথাই বলার যোগ্য বচঃ অত্রবীৎ — কথার কথাই মাত্র  
বললেন, বস্তুতঃ অভিপ্রায় তো অন্যাই, এরূপ ভাব । তাদৃশ বচনে হেতু বিদ্যুদ্বৎ ইতি — বাহুযুদ্ধ নিজের  
অভীষ্ট । — এ বিষয়ে হেতু, কৃষ্ণ তাদৃশ লীলাকৌতুকী বলে প্রসিদ্ধ । জী° ৩৬ ।

৩৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ : অভিনন্দনমেবাহ — প্রজা ইতি । ভোজপতেরিতি  
গৌরবাৎ । তত্রাপ্যস্তুতি, ন তুগ্রসেনস্তাপীত্যর্থঃ । বয়ঞ্চ প্রজাঃ । কীদৃশা অপি ? বনেচরা অপি ।  
চকারাদ্ববস্ত্তবস্ত্তং পুরবাসিনঃ সূতরামেবেত্যর্থঃ । তস্মাদ্বয়মপি রাজ্ঞ প্রিয়মাজ্ঞাপালনাদিকং করবামৈব,  
তচ্চ নোইস্মভ্যঃ ভোজপতেরনুগ্রহ এব, যত এব বয়মত্র প্রবৃত্তা ভবামেতি ভাবঃ । বস্তুতস্ত তস্যোত্যনাদরে,  
বয়ঞ্চাপি বয়মপি প্রজা অপি তু নৈবেত্যর্থঃ । তত্র হেতুঃ — বনেচরাঃ নিত্যং বৃন্দাবনবিহারিণ ইত্যর্থঃ ।  
অয়ং স্বাধুনিক ইতি ভাবঃ । তস্মাদ্বয়ং রাজ্ঞঃ স্বস্যা শ্রীগোপরাজস্বৈব প্রিয়ং করবাম, কর্তুমিচ্ছামঃ, ন  
তু ভোজপতেঃ । নদীধরস্য তবান্যত্র রাজত্বাদিমননমাজ্ঞাপ্রতিপালনাদিকং চাসম্ভবমিত্যাশঙ্ক্যাহ — তচ্চ  
নোইস্মাকমনুগ্রহঃ প্রেমবিশেষকর্তৃজনবিষয়শ্চেতোদ্রববিশেষ এব, যেন তাদৃশীমপি বশ্যতাং প্রতিপশ্বেমহীতি-  
ভাবঃ । জী° ৩৭ ॥

৩৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ : চানুরের বাক্যকে কি ভাবে অভিনন্দন জানালেন,  
তাই বলা হচ্ছে, — প্রজা ইতি । ভোজপতির প্রজা আমরা । এরূপে কংসকে মর্যাদা দেওয়া হল ।  
— এই ভোজবংশীয়দের মধ্যেও অস্যা ইতি — এই সম্মুখের কংসের প্রজা আমরা, এর পিতা উগ্রসেনের  
নয় । বয়ঞ্চাপি ইতি — কিরূপ হলেও প্রজা ? ‘বনেচরাঃ অপি’ আমরা বনেচর হলেও প্রজা । এখানে  
চ’ কারের হেতু, হে চানুর ! আপনারা ও তাবৎ পুরবাসিগণ এই কংসের প্রজা, সূতরাং আমরা দুজনেই  
রাজার প্রিয় আশ্রয় অবশ্য পালনাদি করব । এই আয়োজন আমাদের প্রতি ভোজপতির অনুগ্রহই । —  
কারণ ইহা আমাদের কীর্তি প্রদান করবে । — সূতরাং আমরা নিশ্চয়ই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হব,

এরূপ ভাব। বস্তুতপক্ষে কথাগুলি কিন্তু কংসের প্রতি অতি অনাদরেই উক্ত হয়েছে, যথা বয়স্কাপি—  
আমরা প্রজ্ঞাও নই। —এ বিষয়ে হেতু বাবেচরাঃ—নিত্যকাল বৃন্দাবনবিহারী। এই কংস তো আধুনিক  
এরূপ ভাব। সুতরাং আমরা রাজঃ—নিজেদের গোপরাজেরই শ্রিয় করবাম্ব—সাধন করতে ইচ্ছা  
করছি, ভোজপতি কংসের নয়। পূর্বপক্ষ আচ্ছা ঈশ্বর তোমার পক্ষে অত্নকে রাজাদি মানা ও অত্নের  
আজ্ঞা প্রতিপালনাদি অসম্ভব, এরূপ পূর্বপক্ষের আশঙ্কায় বলা হচ্ছে, বঃ অবুগ্রহঃ—আমাদের অনুগ্রহ,  
যা প্রেমিক জন বিষয়ে চিত্তের দ্রবীভাব বিশেষই—ইহারই বেগে তাদৃশী জনেরও আজ্ঞা পালনাদি বশ্যতা  
স্বীকার করে থাকি, এরূপভাব। জী. ৩৭ ॥

৩৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : বালা বালহেনাল্লবলা ইত্যর্থঃ। বহুত্মম্ভোষামপি বালা-  
নাং স্বকোটৌ প্রবেশ্য দৃষ্টান্তবাজ্ঞনায় সাংসর্গিগোপবর্ণাপেক্ষয়া বা, তুল্যবলৈরিত্যি বালেষপি যে নানবলা  
অধিকবলা বা, তৈরপি নেত্যর্থঃ। ক্রীড়িষ্ঠ্যাম ইতি—তত্রাপি ক্রীড়ায়ামেব মমেচ্ছতি ভাবঃ। অত্নৈঃ।  
বস্তুতশ্চ হে বালাঃ অজ্ঞাঃ, তুল্যবলৈর্গোপৈঃ সমিতিভিরেব সহ ক্রীড়িষ্ঠ্যামঃ, ন বহুবলৈর্ঘৃণ্যভিরিত্যর্থঃ।  
'গোপৈঃ সমানগুণশীলবয়োবিলাসবৈশিষ্ট্য মুচ্ছিতকলসনবেণুবীণৈঃ' ইতি প্রসিদ্ধে, 'মল্লানামশনিঃ' ( শ্রীভা  
১০/৪৩/১৭ ) ইতি চ। তথাপি ভবাদৃশামগ্রহান্তর প্রবর্ত্যমহে। ততোহশ্বনিস্বভাবমদঙ্গস্য স্পর্শেন  
ভবতাং বধে তু নাশ্মাকং দোষ ইতি ভাবঃ। শ্রীহরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি কংসবধে অষ্টাশীতিতমাধ্যায়ে  
নিযুক্তে নিপাতনানন্তরমবধ্যস্তাপি মল্লস্য তস্মৈ বধে কার্য্যে স্বদোষপরিহারার্থম্ স্পষ্টমেব শ্রীভগবদ্বচনম্—  
'অহং বালো মহানজ্ঞো বপুষা পর্বতোপমঃ। যুদ্ধং মমানেন সহ রোচতে বাহুশালিনা ॥ যুদ্ধব্যতিক্রমঃ  
কশিচন ভবিষ্যতি মৎকৃতঃ। ন হুহং বাহুযোধানাং দৃষয়িষ্ঠ্যামি যন্মতম্ ॥ যোইয়ং করীষধর্ম্মশ্চ তোয়-  
ধর্ম্মশ্চ রঙ্গজঃ। কষায়স্ত চ সংসর্গঃ সময়ো হ্রেষ কলিতঃ। সংযমঃ স্থিরতা শৌর্য্যং ব্যায়ামঃ সংক্রিয়া  
বলম্। রঙ্গে চ নিয়তা সিদ্ধিরেতদযুদ্ধবিদাং মতম্ ॥ যদয়ং বাহুযুদ্ধং বৈ সর্বৈরং কর্ত্তুমুত্তমঃ। অত্র  
বৈ নিগ্রহঃ কার্য্যস্তোষয়িষ্ঠ্যামাহং জগৎ ॥ কক্লুষে প্রসূতোইয়ং চাণুরো নাম নামতঃ। বাহুযোধী শরীরেণ  
কর্ম্মভিষ্ঠাত্র চিন্ত্যতাম্ ॥ এতেন্ বহবো মল্লা নিপাতানন্তরঃ হতাঃ। রঙ্গপ্রতাপকামেন মল্লমার্গশ্চ  
দূষিতঃ ॥ শাস্ত্রসিদ্ধিস্ত যোধানাং সংগ্রামে শাস্ত্রযোধিনাম্। রঙ্গে সিদ্ধিস্ত মল্লানাং প্রতিমল্লনিপাতজা ॥  
রণে বিজয়মানস্য কীর্ত্তির্ভব শাশ্বতী। হতস্যাপি রণে শত্রুর্নাকপৃষ্ঠঃ বিধীয়তে ॥ রণে হুভয়তঃ  
সিদ্ধির্হতস্যেহ স্নতোইপি বা। সা হি প্রাণান্তিকী যাত্রা মহন্তিঃ সাধু পূজিতা ॥ অয়ন্ত মার্গো বলতঃ  
ক্রিয়াতশ্চ বিনিশ্চতঃ। মৃতস্য রঙ্গে কঃ স্বর্গো জয়তো বা কুতো রতিঃ ॥ যে তু কেচিৎ স্বদোষণে রাজ্ঞঃ  
পণ্ডিতমানিনঃ। প্রতাপার্থে হতা মল্লামল্লহন্তর্বধো হি সঃ ॥' ইতি ॥ জী. ৩৮ ॥

৩৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবৃন্দাবনঃ : বালা বয়ঃ তুল্যবলৈঃ ইতি—আমরা বালকগণ  
তুল্যবল জনদের সহিত ক্রীড়া করব। এখানে 'বালা' বহুবচন প্রয়োগ হল, অত্ন বালকদেরও নিজদলের  
মধ্যে প্রবেশ ভাবনা করত দৃষ্টান্তের ভাব প্রকাশের জন্য, বা নিজ সাথী গোপবালকদের অপেক্ষায়।  
বালকদের মধ্যে যারা অল্প বা অধিকবলশালী তাদের সহিত যুদ্ধ হবেনা—যুদ্ধ হবে সমানে সমানে।



কৌড়িষ্ঠায় ইতি - এর মধ্যেও আবার এই কৌড়াতেই আমার ইচ্ছা, এরূপ ভাব। (শ্রীস্বামিপাদ—  
বাহুযুদ্ধের নীতি অনুসারে এ যুদ্ধ হবে। মল্লসভাসদঃ - মল্লসভার পরিচালক জনদের যেন অধর্ম স্পর্শ  
না করে। অথবা, হে মল্ল! সভাসদদের যেন অধর্ম স্পর্শ না করে।

বস্তুতপক্ষে ব্যাখ্যা এরূপ করণীয়—হে বালাঃ—হে অঙ্গ মল্লগণ! তুলাবল গোপসখাদের সঙ্গে  
খেলিব, অল্লবল তোমাদের সঙ্গে নয়। এই সখারা যে তুলাবল, তাতে ভাগবতীয় শ্লোকেই প্রসিদ্ধ  
আছে যথা—“এই সখাগণ যে ‘সমান-গুণ-শীল-বয়স-বিলাস-বেশ ও মুর্ছিতকলধ্বনিযুক্ত বেণুবাদক’  
আর এও প্রসিদ্ধ আছে, ‘মল্ল তোমাদের কাছে আমি বজ্রতুলা’— (শ্রীভাঃ ১১।৪৩।১৭)।  
তথাপি তোমাদের আগ্রহে এই যুদ্ধ আরম্ভ করছি। অতএব যদি বজ্রতুলা স্বভাবযুক্ত আমার অঙ্গের  
স্পর্শে তোমাদের মৃত্যু ঘটে, তা হলে আমাদের দোষ নেই, এরূপ ভাব।

শ্রীহরিবংশে বিষ্ণুপর্বে কংসবধবিষয়ে অষ্টাশি অধ্যায়ে বাহুযুদ্ধে ভূমিতে চিংকরে ফেলে দেওয়ার  
পর অবধ্য হলেও এই মল্ল চাণুরের বধকার্যে স্বদোষ পরিহারের জন্য স্পষ্ট শ্রীকৃষ্ণ বচন, যথা—  
“আমি বালক, আর এই অঙ্গদেশীয় চাণুরদেহ পর্বতোপম। —বাহুশালী এর সহিত যুদ্ধ আমার  
রুচিকরই বটে। আমার দ্বারা যুদ্ধনিয়ম কখনও ভঙ্গ হবে না। আমার দ্বারা বাহুযোদ্ধাদের মত  
দূষিত হবে না। অঙ্গে শুকনো গোবর ও জলমর্দন, সিঁছুর লেপন মল্লযুদ্ধের সময়ের নিয়ম। সংযম,  
স্থিরতা, শৌর্ঘ্য, বিশেষরূপে অঙ্গ সঞ্চালন, যুদ্ধশাস্ত্রবিহিত ক্রীয়া কর্ম, আর বল—এই কয়টি বাহুযুদ্ধে  
সদা সিদ্ধির কারণ, এরূপ মল্লযুদ্ধ বিশারদদের মত। এ যেহেতু শত্রুতার সহিত যুদ্ধ করতে উদ্যত  
হয়েছে, তাই একে দণ্ড দেওয়াই উচিত। এ বৈবস্বত মন্তুর পুত্র করুষ থেকে জাত হয়েছে, নাম চাণুর,  
বাহুযোদ্ধা বলেই পরিচিত—শরীর ও কর্মের দ্বারা। এর সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা করা উচিত এই  
যে, এ ব্যক্তি বহুমল্লকে ভূপাতিত করার পর বধ করেছে। সভামধ্যে প্রতাপ দেখাবার মানসে এ মল্ল-  
মার্গদূষিত করেছে। রণস্থলে অস্ত্র নিয়ে যারা যুদ্ধ করে তাদের অস্ত্রের দ্বারা নির্জিত করাই অস্ত্রসিদ্ধি।  
রণভূমিতে মল্লদের প্রতিপক্ষকে ভূপাতিত করাই সিদ্ধি। রণে যে জয়লাভ করে, তার কীর্তি শাস্বতি  
(অবিনশ্বর)। অস্ত্রের দ্বারা রণে হত হলেও স্বর্গগতি লাভ করে। রণে উভয়দিকেই সিদ্ধি, হত  
ব্যক্তিরও সিদ্ধি, আবার হত্যাকারিরও সিদ্ধি। —সেই রণমৃত্যু মহতগণের দ্বারা সাধু সাধু বলে পূজিত।  
কিন্তু এই বাহুযুদ্ধে কেবল বল ও কৌশলই প্রশংসনীয়। ইহাতে মৃত্যু হলে স্বর্গলাভ হয় না। উপরন্তু  
বধকারিকে নিন্দাস্পদ হতে হয়। যে কেউ পণ্ডিতমানী রাজার প্রতাপের প্রয়োজনে প্রতিপক্ষ মল্লকে  
বধ করে থাকে, সে মল্লবধরূপ নিজ দোষে লিপ্ত হয়, — সে বধ্য। জীঃ ৩৮।

৩৮। শ্রীবিষ্ণুস্বামী টীকাঃ মল্লসভাসদো মল্লসভাধিকৃতান্ অধর্মো মা স্পৃশেদিত্যাতো  
বালৈরেব সহ কৌড়িষ্ঠ্যামেহগুণা স্বধর্মঃ স্পৃশেদিত্যি ভাবঃ। বিঃ ৩৮ ॥

৩৮। শ্রীবিষ্ণুস্বামী টীকাবুবাদঃ মল্লসভাসদো—মল্লসভার কর্মকর্তাদের যেন অধর্ম স্পর্শ  
না করে, অতএব বালকদের সঙ্গেই কৌড়া করব, অগুণায় অধর্ম স্পর্শ করবে। বিঃ ৩৮ ॥

চাণুর উবাচ ।

ন বালো ন বিশোরস্ত্বং বলশ্চ বলিনাং বরঃ ।

লীলয়েভো হতো যেন সহস্রদ্বিপ-সদ্বভূং ॥৩৯॥

তস্মাদ্ভবন্ত্যাং বলিভির্যোদ্ধব্যং নানয়োহত্র বৈ ।

ময়ি বিক্রম বাঞ্ছ্যে'য় বলেন সহ মুষ্টিকঃ ॥৪০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে

পারমহংস্থাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

দশমস্কন্ধে কুবলয়াপীড়বধো নাম

ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥৪৩॥

৩৯ । অর্থঃ : চাণুর উবাচ—বলিনাং বরঃ (বলিশ্রেষ্ঠঃ) ত্বং (কৃষ্ণঃ) বলঃ (রামঃ) চ ন বালঃ ন বিশোরঃ যেন [ত্বয়া] সহস্রদ্বীপসদ্বভূং (সহস্রহস্তিবলধারী ইভঃ (হস্তী) লীলয়া (অনায়াসেন) হতঃ [অভূং] ।

৪০ । অর্থঃ : তস্মাদ্ভবন্ত্যাং বলিভিঃ যোদ্ধব্যং, অত্র (স্থানে ক্রীড়ায়াং বা) অন্যয় (অন্ত্রায়াঃ) ন বৈ (ন ভবিষ্যতি ইতি নিশ্চিতং) বাঞ্ছ্যে'য় (হে কৃষ্ণ! বাঞ্ছ্যে'য়) [কৃষ্ণ! ত্বং] ময়ি বিক্রম(ময়াসহ পরাক্রমং কুরু, বলেন [রামেন সহ তু] মুষ্টিকঃ ।

৩৯ । মূলানুবাদ : চাণুর বলল—তুমি এবং বলরাম বালকও নও, কিশোরও নও । তোমরা বলবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । —কারণ তোমাদের দ্বারা সহস্রহস্তীবলধারী কুবলয়পীড় হস্তী হত হয়েছে ।

৪০ । মূলানুবাদ : সুতরাং তোমাদের এখানে উপস্থিত বহুবলবান মল্লদের সহিত কুস্তি করা উচিত । এতে অন্ত্রায় হবে না । হে যত্নবংশীয় কৃষ্ণ ! ভূমি আমার উপরে যথাসাধ্য বিক্রম প্রকাশ কর, আমি নিশ্চেষ্ট থাকব । বলরামের সহিত মুষ্টিক বিক্রম প্রকাশ করুক ।

৩৯ । শ্রীজীবৈ°তো°টীকা : কিশোরশ্চ ন ভবসি, তস্মাপি বালাসাদৃশেনাল্লবলভ্যাং কিন্তু বলিনাং মধ্যে বরঃ শ্রেষ্ঠঃ । বলত্বমেব দর্শয়তি - লীলয়েতি, যেনেতি যেনেত্যর্থঃ । দ্বয়ো'রপি স্কন্ধে গজদন্তস্ত দৃষ্টবাদমুখ্যায় তদিদং প্রোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ জী° ৩৯ ॥

৩৯ । শ্রীজীবৈ°তো°টীকানুবাদঃ : চাণুর বলল, তুমি বালকও নও কিশোরও নও—বলরামেরও যে 'বাল্য', তা বালকের সাদৃশ্যে, অল্প বল হেতু নয় । কিন্তু তোমরা বলবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । এই শ্রেষ্ঠত্ব দেখান হচ্ছে, —লীলায় ইভ (হস্তী) বধ যেন—যার যার দ্বারা লীলায় হস্তী বধ হয়েছে, সেই সেই তোমরা না-বালক, না-কিশোর—দুজনেরই স্কন্ধে গজদন্ত দেখা হেতু, অনুমান করে নিয়ে একপ বলা হল । জী° ৩৯ ॥



৪০। **শ্রীজীব বৈ<sup>০</sup> তো<sup>০</sup> টীকা :** বলিভিরিতি বহুত্বং সর্বোষামেব মল্লানাং ক্রমেণ নিযুক্তো-  
চ্ছয়া, যদ্বা, বলিভিবহুভিরপ্যেকবা যোদ্ধব্যং, তথাপি নানয়ঃ। কথং তর্হি ভবতা যোদ্ধব্যমিত্যাশঙ্ক্য পুনঃ  
স্বাভিমানমাহ ময়ি তু বিক্রম, যাবন্ত্যং স্ববিক্রমং দর্শয় ইত্যর্থঃ, অহন্ত ন দর্শয়ামিতি ভাবঃ। ননু গোপা  
বয়ং রাজসভায়াং ন ক্রীড়াযোগ্য ইত্যত্রাহ—হে বাষ্ণেয়, তদিদমপি বয়ং ন জানীম ইতি ভাবঃ ॥জী<sup>০</sup> ৪০॥

৪০। **শ্রীজীব বৈ<sup>০</sup> তো<sup>০</sup> টীকানুবাদ :** বলিভিঃ—বহু মহাবল মল্লদের সহিত তোমা-  
দের যুদ্ধ করা উচিত—‘বলিভিঃ’ বহুবচন ব্যবহার করা হল, মল্ল সকলের সহিত ক্রমে ক্রমে যুদ্ধের ইচ্ছায়,  
অথবা মল্ল বহু হলেও একই সঙ্গে সকলের সহিত যুদ্ধ করা উচিত, এতে অগ্নায় কিছু হবে না। তাই  
যদি হয়, তবে তোমার সঙ্গে কোন্ সাহসে যুদ্ধ করতে যাবো, এরূপ কথার আশঙ্কা করে চাণুর পুনরায়  
অভিমানের সহিত বলছেন—যদ্বি বিক্রম ইতি—তুমি আমার উপর নিজের বিক্রম যতদূর পর্যন্ত আছে,  
দেখাও না, আমি দেখাব না, এরূপ ভাব। যদি বলা হয়, আমরা রাজসভায় ক্রীড়া করার যোগ্য  
নই, এর উত্তরে বলল, হে বাষ্ণেয়—হে রক্ষিবংশ-উদ্ভূত, এই সম্বোধনে বিক্রমপ্রকাশের যোগ্যতা বলা  
হল, তুমি যে কংসের ভাগ্যে একি আমরা জানি না, এরূপ ভাব ॥ জী<sup>০</sup> ৪০ ॥

৪০। **শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা :** বলিভির্মদ্বিধৈরেব সহ নচাত্র তৈর্বালৈস্তেষাং তন্তুল্যবলত্বাভাবা-  
দিতি ভাবঃ ॥ বিঃ ৪০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিত্বাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।

দশমস্ত ত্রয়শ্চহারিশোইপ্যজনি সঙ্গতঃ ॥

৪০। **শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকানুবাদ :** বলিভিঃ—মদ্বিধ মহাবল মল্লদের সহিতই তোমাদের যুদ্ধ  
করা উচিত বাবয়োহত্র [ন+অনয়োঃ+অত্র] সেই বালকদের সহিত নয়, তাদের তোমাদের সহিত তুল্য  
বলের অভাব হেতু, এরূপ ভাব। বিঃ ৪০ ॥

ইতি শ্রীরাধাচরণ নৃপুং কৃষ্ণকৃষ্ণ বাদনেচ্ছু দীনমণিকৃত দশমে

ত্রিচহারিশোইধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।